

# थिविमि क्लग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 50 Issue ● 21 February, 2022, Monday ● ৮ ফাল্লুন, ১৪২৮, সোমবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

গ্রেফতারের পর

অসুস্থ যুবক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা,২০ ফেব্রুয়ারি।। রাতে

একদল পুলিশ এক যুবককে কাকার বাড়ি থেকে তুলে নেওয়ার ঘটনা ঘিরে শহরতলীতে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ঘটনা রবিবার রাতে যোগেন্দ্রনগর এলাকায়। জানা

গেছে, সঞ্জয় দেব নামের মোহনপুর

এলাকার এক যুবক তার কাকার

বাডিতে থাকতেন গত কয়েক বছর

ধরে। রবিবার রাতে পুলিশ বাড়িতে

এসেছে দাবি করে সঞ্জয়কে

পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যায়

বলে তার পরিবারের সদস্যরা

অভিযোগ করেছেন। পরিবারের

সদস্যদের দাবি, পুলিশ যদি সঞ্জয়

দেবকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়

তাহলে তার কারণ জানাবে। কিন্তু

সঞ্জয়ের পরিবারের সদস্যদের দাবি,

কোনও কারণ না জানিয়ে পুলিশ

# খেলার মাঠের গুরুত্ব বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রী



প্রতিজ্ঞ। নেশার বিরুদ্ধ আপোশহীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। ত্রিপুরার মাটিতে নেশা কারবারি এবং নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্যের কোনও স্থান নেই। বিষয়টিকে কোনোভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। নেশার কেবলে পড়ে একদিকে যেমন যুব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়, তেমনি নানান কায়দায় এই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করতে গিয়ে এইচআইভিও সংক্রমিত হয়। তিনি বলেন, • এরপর দুইয়ের পাতায়

হাজার গাঁজার

ড্রাম আমদানি!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

**আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।।** রাজ্য

পুলিশ প্রতিমাসে প্রায় ৩০ দিনই

কোথাও না কোথাও গাঁজা অভিযান

চালিয়ে সাফল্য পায়। গাঁজা

কারবারি বা খলে বললে ড্রাগ

প্যাডলারদের না ধরতে পারলেও

পুলিশ প্রতিদিন মাটির নিচ থেকে

বা অন্য নানা পন্তাকে কেন্দ্র করে

কেজি-কেজি গাঁজা উদ্ধার করতে

সক্ষম হয়। পুলিশের এই সক্ষমতার

কারণেই হয়তো রাজ্যের নানা

প্রান্তের এক শ্রেণির ব্যবসায়ীরা

গাঁজাকে কেন্দ্র করে যে

সেগুলোর আমদানিতে মন

ঢেলেছেন। গত কয়েকদিনে

বিলোনিয়ার মুহুরিঘাট আন্তঃশুল্ক

বাণিজ্য কেন্দ্র দিয়ে মোট ১

হাজারটি 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রকাশ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্য

জুড়ে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু

করবে। সংগঠনকে আরও ঢেলে

সাজানো হবে। 'চারটি বিধানসভা

নিৰ্বাচন হবে', সেগুলি কত বেশি

মার্জিনে জয়ী হওয়া যায়, সেই

রণকৌশল আলোচনা করা হয়েছে।

জনপ্রতিনিধিদের কাজ হচ্ছে

প্রয়োজন.

জিনিসগুলোর

টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শান্তির প্রতীক হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী সাদা পায়রা উড়িয়ে দেন। তিনি তারপর দুই দলের খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন। সোনামুড়া

স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিষিদ্ধ নেশা রবিবার সোনামুড়া প্রিমিয়ার লীগ দ্রব্য ব্যবহার এবং এইচআইভি কমিটি আয়োজিত টি-২০ সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার দৃঢ়

# হাইপ্রোফাইল রেগা শ্রমিক উদয়পুরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ ফেব্রুয়ারি।। শত চেষ্টাতেও কয়লার ময়লা নাকি ধোয়া সম্ভব হয় না। পৃথিবীর সমস্ত ডিটারজেন্ট পাউডার ফেল করে যায় কয়লায় এসে। ঠিক সেভাবেই অর্থ আর প্রতিপত্তি থাকলেও মনের ক্ষুধা শেষ না হওয়ায় কোটিপতির নামও ঢুকে যায় শ্রমিকের তালিকায়। সরকারি কোষাগার থেকে কিছু একটা পাওয়ার আশায় এটাই



হাতে যেখানে সোনা-হীরা-পান্নার ঝকমকানি সেই হাতে রাস্তা পরিষ্কার করবেন ওই রমণী শুধুমাত্র রেগার মজরি পাওয়ার আশায় এমন দশ্য ভ-ভারতে আছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এমন হাইপ্রোফাইল রেগা

শ্রমিকদের লজ্জিত হওয়ারই কথা।

কারণ, যে হাতে ওই রমণী কোদাল

ধরার চেষ্টা করেছেন, সেই হাতে

তখনও ঝুলছে কম করেও লক্ষাধিক

টাকার স্বর্ণালঙ্কার। এমন কোমল

প্রেসিডেন্ট, জেলা সভাপতি,

এমডিসি, মন্ত্রী, তাদের নিয়ে বসা

হয়েছে, কারণ বাজেট আসছে, ওই

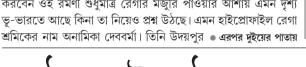
এলাকায় কী কী উন্নয়নমূলক কাজ

দরকার, কোন কোন রাস্তা, স্কুল

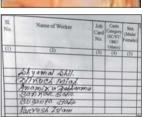
দরকার, তা আমরা করলে হয় না,

ওই এলাকা থেকে আসতে হয়,

সেগুলি জানা। দ্বিতীয়ত, হয়তো







প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা,২০ ফেব্রুয়ারি।। হঠাৎ

করে এমন কী পরিস্থিতি তৈরি হলো

যেখানে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত

গোটা রাজ্যের বিধায়ক, মন্ত্রী, দলীয়

#### সঞ্জয়কে তুলে নিয়ে গেছে। পূর্ব আগরতলা থানা এবং সিধাই থানায় প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২০ এসপিএল টেনিস ক্রিকেট যোগাযোগ করে পুলিশের ফেব্রুয়ারি।। যুব সম্প্রদায়কে নেশার সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রাখার অন্যতম মাধ্যম খেলার মাঠ। যুব সম্প্রদায়কে আরও বেশি করে খেলাধুলার সাথে যুক্ত করতে পারলেই নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনের কাজ সহজ হবে। এই লক্ষ্যেই প্রতি জেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ ও উন্নত করা যাবে যেকোনও গাড়ি। ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তুলতে

গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে পরিবারের সদস্যরা। সেই মতে তারা প্রথমে মোহনপুর হাসপাতালে যায়। সেখান থেকে জিবিপিতে আসে। জানা গেছে, পুলিশ পূর্বতন একটি নথিভুক্ত মামলার নিরিখে গ্রেফতার করে প্রথমে থানায় নিয়ে

#### এরপর দুইয়ের পাতায় ५०७३७

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। মারা গেলেন আরও এক '১০৩২৩'

শিক্ষিকা। খোয়াই জেলার মৃণালি দেববর্মা আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে রবিবার মারা গেছেন। তিনি পারিবারিক



সম্পর্কে রামচন্দ্রঘাট এলাকার আইপিএফটি বিধায়ক প্ৰশান্ত দেববর্মার সহদোরের স্ত্রী। তার বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। শরৎ চৌধরী পাড়া এসবি স্কলে তিনি কাজ করতেন। রেখে গেছেন স্বামী সুশান্ত দেববর্মা, তিন বছরের এক শিশু সন্তান। খবর পেয়ে 'আমরা ১০৩২৩' সংগঠনের নেতৃত্ব ছুটে গিয়েছিলেন। • এরপর দুইয়ের পাতায়

# হাতের নাগালে, তৈরি গ্যাং

প্রান্তে এই গ্যাং-এর সদস্যরা গোয়েন্দা এবং পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছে। রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের সূত্র মোতাবেক, গ্যাং দুটোর সদস্যরা রাজ্যে যে প্রবেশ করেনি. তার কোনও গ্যারান্টি নেই। গাড়ির রিমোট-কি যে কাজটি করে তা সাইবার প্রযক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবার করতে পারে গ্যাং দুটোর সদস্যরা। প্রশাসন যদি এখনই সজাগ না হয় তাহলে আগামীদিনে বাইক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র চুরির পাশাপাশি, গাড়ি চুরির বিষয়টি ব্যাপক হারে বাড়তে পারে রাজ্যে। রাজ্য পুলিশ খুনের তদন্ত বা নিদেনপক্ষে যে কোনও চুরির ঘটনায় কতটা সাফল্যের সঙ্গে একেকটি পরিবারকে বিচার পাইয়ে

এই তিনটি যন্ত্রকে ব্যবহার করেই গাড়ির দরজা বন্ধ করার আওয়াজের ফ্রিকোয়েন্সি নকল করা সম্ভব। আর তাতেই চুরি

ক্রাইম এবং ইকোনমিক অফেন্স ২০১৮ সালের ১২ নভেম্বর ক্রাইম ব্রাঞ্চ তার যাত্রা শুরু করে। নোটিফিকেশন 🏿 এরপর দুইয়ের পাতায়

অফিসার করা হয়েছিল উকিল

সন্দীপ দত্ত চৌধরীকে। আগেও

নিযুক্ত

অ্যাসোসিয়েশনের এগজিকিউটিভ

কমিটি। নির্বাচনের জন্য তৈরি

ভোটার তালিকা নিয়ে কিছু আপত্তি

উঠেছিল,নির্বাচন স্থগিত করার দাবি

উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা বার কাউ নিল অ্যাসোসিয়েশনের

সভাপতি এবং সম্পাদককে চিঠি

দিয়ে তাদের সভায় থাকতে বলে,

রিটার্নিং অফিসার দত্ত চৌধুরীকেও

থাকতে বলা হয়। সেখানে তাদের

বলা হয় যে, ২০১৭ সালে বার

কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল

ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন-সহ

অ্যাসোসিয়েশনগুলির নির্বাচনের

চুড়ান্ত ভোটার তালিকা বের হবে

বার কাউন্সিলের হাত দিয়ে। তারপর

সবার সম্মতিতে সিদ্ধান্তহয় যে ত্রিপুরা

বার অ্যাসোসিয়েশন'র ঘোষিত

নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়ার। আর

এই কাজ করার জন্য কাউন্সিল

দায়িত্ব দেয় রিটার্নিং অফিসারকে।

সাথে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে অন্য বার

অ্যাসোসিয়েশনগুলিকেও জানানো

আগামী এক বছরও মুখ্যমন্ত্রী

থাকবেন। একই সঙ্গে বিজেপির

তাত্ত্বিক নেতাদের একাংশের বক্তব্য,

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের

বাণীকে পুরোপুরি উল্টে দিয়ে

বিজেপি যেভাবে আগে ব্যক্তি, পরে

দল এবং পরে দেশকে নিয়ে

এসেছে, এতে করে বোঝা যাচ্ছে এই

এরপর দুইয়ের পাতায়

অন্য

রাজ্যের

হবে

কলকাতার কপি করে, সেই ফ্রিকোয়েন্সি ১০০

হাতে ধরাও পড়েছে। খোলাবাজারেই পাওয়া যাচ্ছে। দেশের অন্যপ্রান্তে তো আছেই। তাছাড়া অনলাইনেও এই যন্ত্ৰ এখন অর্ডার করা সম্ভব। গাড়ির ফ্রিকোয়েন্সি রিপ্রোডিউস করে লক খুলে গাড়ি চুরি করা সম্ভব। গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি

আওয়াজের ফ্রিকোয়েন্সি কপি করে

চোরের দল হাতিয়ে নিতে পারে

সাধের গাড়ি। RTL SDR ...,

Antena— এই তিনটি যন্ত্ৰ একসঙ্গে

কোনও দিন থেকেই। অত্যাধুনিক মাধ্যমে গাড়ি চুরি করা সম্ভব। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে শহরে গাড়ি ৬ হাজার টাকা খরচ করে মাত্র থেকে ১৫০ মিটার দূর থেকে রিসিভ করা সম্ভব। ইতিমধ্যেই ঝাড়খণ্ডের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শহরে প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে গাড়ি

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। আর রাস্তায় পডে থাকে। গাডি বন্ধ করার

সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি, তা ব্যক্তি মালিকানার যে কোনও

সেই তালিকা এখন বোধ হয় আরও RASP...RY Pi, RASP...RY

চুরির তরঙ্গ শুরু হতে পারে যে যোগ করলেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির

ঝাড়খণ্ডের জামতরা এবং রাজস্থানের ভরতপুরের

গ্যাং দুটো গাডি চুরি নিয়ে ইতিমধ্যেই নিজেদের

'দখলদারি' প্রমাণ করেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে

এই গ্যাং-এর সদস্যরা গোয়েন্দা এবং পুলিশের

#### চুরির হিড়িক পড়তে পারে। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র এমনটাই দাবি করছে। মাত্র ৬ হাজার টাকা খরচ করেই শহর বা রাজ্যের যে কোনও প্রান্তেই গাড়ি চুরির ঘটনায় হাত পাকাতে শুরু করতে পারে কুমতলবীরা। শুধুমাত্র তিনটি যস্ত্র। তিনটি যন্ত্ৰ কিনলেই কেল্লাফতে!

যাই হোক, রাজ্য পুলিশ যে সাইবার

ক্রাইমের বিষয়ে এখনও সেই অর্থে

'ভুক্তভোগী' সকলেই জানেন।

দীর্ঘ হতে চলেছে! শহর জুড়ে গাড়ি

#### সরকারি শিক্ষক রাজনৈতিক প্রচারে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। সরকারি শিক্ষক খোলাখুলি রাজনৈতিক দলের প্রচার করছেন, 'বিজেপি এগেইন'! শাসক দলের প্রচার করছেন তিনি সামাজিক মাধ্যমে। বিজেপি'র সাথে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের ছবি। তার পোস্টের প্রথমে লেখা, 'অমর'। শিক্ষামন্ত্রীর এলাকাতেই, ও তারই ছবি দিয়ে তারই দফতরের



করছেন। আগেও সরকারি

### বার অ্যাসো নির্বাচন স্থাগিতে স্বার্থের গন্ধ, বিপদে গণতন্ত্র! প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সংবিধান, তবে তারা নিজেদের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। রিটার্নিং

দিতে পেরেছেন সাম্প্রতিককালে,

সেই অভিজ্ঞতা রাজ্যবাসী

অনেকেরই রয়েছে। রাজ্য জুড়ে

সংশ্লিষ্ট মহলে স্বরাষ্ট্র দফতরটিকে

ঘিরে এখন একটাই বক্তব্য, এই

দফতরের অন্যতম ব্যর্থতার জায়গা

তিনটি— সাইবার ক্রাইম, সিরিয়াস

অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধান, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। শেষ নির্বাচন হয়েছিল দুই বছর আগে গণতান্ত্রিক অধিকার বাঁচাতে যথেষ্ট ২০২০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি, আগ্রহী কিনা, সেই নিয়ে সন্দেহ তিনি এই দায়িত্ব সামলেছেন। বার তৈরি হয়েছে। ত্রিপুরা বার তাকে অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ঠিক অ্যাসোসিয়েশন এখন যারা হয়েছিল আগামী রবিবারে, সেই চালাচেছন, তারা বাম-ডান নির্বাচন এখন স্থগিত আছে। স্থগিত মিলিজলি প্যানেল থেকে আসা।

গাড়ি চুরি করার সহজ পথ

জামতরা এবং রাজস্থানের ভরতপুর

গ্যাং দুটো গাড়ি চুরি নিয়ে

ইতিমধ্যেই নিজেদের 'দখলদারি'

প্রমাণ করে সেরেছে। দেশের বিভিন্ন





ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন

মানুষ সম্পাদক। ২৭ ফেব্রুরারি

গেরুয়া রাজনীতির ক্ষমতা দখলে গণতান্ত্রিকতা বিপন্ন, এই অভিযোগ এনে তাদের অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষমতা থেকে দুরে রাখতে বাম, ডান মিলিজুলি প্যানেল দিয়েছিল, এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার থাকার পরেও, গেরুয়া প্যানেলকে উড়িয়ে বাম-ডান প্যানেল জিতেছিল শেষ নির্বাচনে। চলতি কমিটির সভাপতি পরিচিত ডান রাজনীতির মানুষ বলে, তেমনি বাম রাজনীতির

নেমে এই বারের অনেক ভোটারই যক্তিসম্মত কিছ পাচ্ছেন না, শুধ তাই নয়, স্থগিত হওয়ার প্রক্রিয়ায়ও 'দাদাগিরি'র ছায়া দেখছেন তারা। প্রশ্ন তুলেছেন, যেভাবে নির্বাচন স্থগিত হল,তা অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধান সম্মত হল না, তাহলে নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়ার পেছনে কোনও কায়েমী স্বার্থ কাজ করছে কিনা। আইনজীবীদের অনেকেই সংবিধান বাঁচানোর ডাক দিয়ে পথে নেমেছেন একসময়,



কর্মচারীকে আরএসএস-পোশাক পরে ছবি দিতে দেখা গেছে, কিংবা সামাজিক মাধ্যমে আরএসএস সদস্য হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। একজন কলেজের অধ্যাপনার কাজ করেন, আরেকজন শিল্প দফতরের অফিসার। সরকারি কর্মচারীরা সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের কাজে যুক্ত থাকতে • এরপর দুইয়ের পাতায় | এখানে সংবিধান অবশ্য দেশের

সময়ের সাথে সাথে পরিবেশ

পরিস্থিতি যেমন বদলায় তেমনি

বাণীও ? রাষ্ট্রবাদী দল বিজেপির

অন্তরেই এখন এই প্রশ্নের

পাশাপাশি বিশ্লেষণও শুরু হয়েছে।

বিজেপি তথা জনসংঘের প্রাণপুরুষ

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়

একসময় বলেছিলেন, আগে দেশ

পরে দল এবং পরে ব্যক্তি। এতদিন

ধরে বিজেপি এই সত্যকেই লালন

করেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে

শুধুমাত্র বিরোধী দলকে টেকা

দিতেই সেই প্রাণপুরুষের বাণীও

যেন একটু অদল-বদল করতে

হয়েছে দলকে। দলের অন্দরে এখন

বদলে যাওয়া রণকৌশল, আগে

# বপ্লব এগেইন', প্রচারে

#### প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ব্যক্তি পরে দল, পরে দেশ। সেই নিচে লেখা বিপ্লব এগেইন। হঠাৎ তাত্তিক নেতারাই প্রশ্ন তুলছেন, এই ঘড়ি উল্টো চলছে। তাদের বক্তব্য, আগর তলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। রণকৌশলের বাস্তবায়নে মাঠে করে ভোটের এক বছর আগে গেঞ্জি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষের



নামছে যুব মোর্চা। এই লড়াইয়ে সাধারণ একটি মিছিলে বিপ্লব মনে সংশয় তৈরি করে দিয়েছে যুব মোর্চা। নইলে বিপ্লববাবুর তাদের প্রত্যেকের গায়েই থাকবে এগেইন লেখা গেঞ্জি গায়ে যুব কর্মীরা কেন মিছিল করবেন তা মুখ্যমন্ত্রীত্বের একেবারে পরিপূর্ণ আরও এক বছর সময়কাল থাকতেই এগেইন বলা হচ্ছে কেন ? এমন নয় যে তার শাসনকাল শেষ। তাকে আবার চেয়ে মিছিল করতে হচ্ছে। তিনি গত চার বছর ধরে ছিলেন এখনও মুখ্যমন্ত্ৰী আছেন,



একেক বিধায়ক একেকরকম বক্তব্য রেখেছেন। কেউ বলছেন উন্নয়নের দিক নির্দেশিকা ঠিক হয়েছে এই বৈঠকে, কেউ বলছেন পর্যালোচনা হয়েছে, কেউ বলছেন বিধায়কদের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী তাদের বক্তব্য জানতে চেয়েছেন। কিন্তু এমন বৈঠকে দলীয় নেতৃত্ব কেন সে সমস্ত খবর দেওয়া। তাছাডাও ছিলেন? যদি প্রশাসনিক বৈঠকই সংগঠনের বিষয়ে কথা হয়েছে। হয় তাহলে দলের নেতারা থাকবেন আগামীদিন সরকার এবং পার্টি চিত্ৰ দেখতে পেয়েছেন। সে জন্যই কেন? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পার্টির

অধ্যক্ষ, সমস্ত বিধায়ক, মণ্ডল

নেতৃত্ব, এডিসির জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্যদের একসঙ্গে বসিয়ে নিজের বাড়িতেই বৈঠক করতে হলো মুখ্যমন্ত্রীকে। এমন কী আভাস তার কানে এলো যে এই বৈঠক একদিন পরে কিংবা দু'দিন পরে করা যাবে না, রবিবারই করতে হবে এবং জরুরি ভিত্তিতে। এ নিয়ে

ঘড়ির ব্যাটারি যখন ফুরিয়ে আসে তখন ঘড়ি উল্টো চলতে শুরু করে। এটাই বিজ্ঞান এবং রেওয়াজ। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের বক্তব্যও এবার উল্টো দিক থেকে শুরু হয়েছে। তাহলে রাষ্ট্রবাদী এই বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োগও কি ফুরিয়ে এলো ? নইলে উল্টো দিক থেকে শুরু হচ্ছে কেন? তাত্ত্বিকরা অবশ্য আশাবাদী, যুব মোর্চা এই ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি না করলে বিপ্লব কুমার দেব'র নেতৃত্বে সরকার যে একটানা আগামী ২৫ বছর পর্যন্ত অন্তত চলবে। সেই স্বচ্ছ চিত্র তারা দেখতে পাচ্ছেন। হয়তো বিপ্লববাবুও সেই

এরপর দুইয়ের পাতায়

অনেক কাজ শেষ হয়ে গেছে, তবে আমাদের জনপ্রতিনিধিদের কাছে সে সমস্ত খবরাখবর নেই, তাদের

সোসাইটির জন্য কাজ করা, তাদের সে বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। প্রদেশ অধ্যক্ষ ডা. মানিক সাহার নেতৃত্বকে আমরা আরও শক্তিশালী করবা। এদিকে, মন্ত্রী সৃশান্ত চৌধরী অবশ্য জানিয়েছেন, এই কীভাবে মিলেমিশে কাজ করবে, বৈঠক ছিলো পুরোপুরি প্রশাসনিক। সেই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এই

### সোজা সাপ্টা

কিছুদিন ধরেই রাজ্যের শাসক দল বিজেপি এবং বামেদের বিভিন্ন ইস্যুতে টার্গেট করে বক্তব্য রাখছেন প্রদ্যোত কিশোর। মাফিয়া থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সম্ভ্রাস. আর্থিক দুর্নীতি বিভিন্ন ইস্যুতেই বিজেপি এবং বামেদের নিশানা করে যাচ্ছেন প্রদ্যোত। এডিসি-তে ক্ষমতা দখলের পর রাজ্য বিধানসভায় তিপ্রা মথার একটা বড় সংখ্যার জনপ্রতিনিধিদের দেখতে চাইছেন প্রদ্যোত। তবে প্রদ্যোত বেশ ভালোভাবেই জানেন যে, একা তার দলের পক্ষে সম্ভব নয় রাজ্যের ক্ষমতা দখল। বামেরা পাহাড় হারিয়ে নিশ্চয় মথা-র হাত ধরবে না। বিজেপি-র সমস্যা হতে পারে তিপ্রাল্যান্ড। ২০১৮ নির্বাচনে তিপ্রাল্যান্ডের ডাক দিয়ে বিজেপি এবং জোটসঙ্গী আইপিএফটি ক্ষমতায় এলেও চার বছরে কোন কিছুই হয়নি। আর তিপ্রাল্যান্ড এখন মথা-র দাবি। এক্ষেত্রে মহারাজের প্রথম পছন্দ হতে পারে কংগ্রেস। সম্ভবত এই কারণেই প্রদ্যোত আপাতত তার রাজনৈতিক যুদ্ধে কংগ্রেসকে আক্রমণে আনছে না। সেই জায়গায় বিজেপি এবং বামেরা। অবশ্য এটা ঠিক যে, বাম এবং বিজেপি-কে দুর্বল করতে না পারলে মথা-র দখলে যথেষ্ট সংখ্যক বিধানসভার আসন আসবে না। কংগ্রেস-মথা জোট হলে মহারাজার হয়তো রাজ্য দখলের স্বপ্নপূরণ হতে পারে। একটা সময় তো ত্রিপুরা রাজ্য প্রদ্যোতদেরই ছিল। এবার ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফের ত্রিপুরা জয় করতে চাইছেন মহারাজ।

## বাইক বাহিনীর লুটপাট

ডিওয়াইএফআই, টিওয়াইএফ- এর উদ্দেশ্যে খোঁজ করে। উত্তম সাহা মোহনপুর মহকুমা কমিটির যৌথ উদ্যোগে গান্ধীগ্রামে বিরাট যুব মিছিল সংগঠিত হয়। এই মিছিল দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে বিজেপি-র দুর্বৃত্তরা বাইক এবং গাড়িতে চেপে এদিন সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ গান্ধীগ্রামস্থিত সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির সদস্য স্বপন দেব এবং পার্টির গান্ধীগ্রাম লোকাল কমিটির সম্পাদক উত্তম সাহার বাড়িতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। দুই নেতাকে বাড়িতে না পেয়ে, বিজেপি গুন্ডাবাহিনী লুট, ভাঙচুর, অত্যাচার সংঘটিত করে। প্রথমেই স্বপন দেব-এর বাড়িতে গিয়ে তার খোঁজ করে, তাকে না পেয়ে বাড়ির দরজা, জানালা ভাঙচুর করে। তারপর ঘরে ঢুকে দুইটি মোটর বাইক ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এরপর দুষ্কৃতিরা উত্তম সাহার বাড়িতে চড়াও

দ্রুত বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে নিজেকে রক্ষা করেন। তখন দুষ্কৃতিরা বাড়ির দরজা- জানালা-গ্রিল ভেঙে ঘরে ঢকে জায়গা কেনার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে উঠানো ঘরে রাখা তিন লক্ষ টাকা, সাত ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং একটি এলইডি টিভি-সহ ম্ল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায় ও একটি বাইক ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে বিজেপির সশস্ত্র বাহিনী গান্ধীগ্রামে সূভাষ কলোনির বাসিন্দা মাধবী দেবনাথ- এর বাড়িতে আক্রমণ করে। এই আক্রমণগুলির আগে দুপুরে দুর্গাবাড়ি বাজারে দিলীপ শীলের সেলুনে ঢুকে তাকে মারধর করে এবং তার মোবাইল ফোন ছিনতাই করে বিজেপি

দুর্ত্রা। সিপিআইএম পশ্চিম

জানাচ্ছে। আক্রান্ত উত্তম সাহা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বিরোধী মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। মিছিল থেকে ফেরার পথে আক্রমণের চেষ্টা হয়। সন্ধ্যায় ১৫০ থেকে ২০০ জন দুৰ্বৃত্ত বাহিনী আমার বাড়িতে আক্রমণ করেছে। পাশের ঘরে ছোট ভাই সৈতন দেবের ঘরে লুটপাট করা হয়। পেছনের দরজা দিয়ে না পালালে বাড়ির সবাইকে খুন করা হতো। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই এই আক্রমণ। এদিন গান্ধীগ্রামে সিপিএম'র মিছিলে অংশ নেন ডিওয়াইএফআই'র সভাপতি পলাশ ভৌমিক, সম্পাদক নবার ল দেব - সহ অন্যান্যরা। মিছিলের পরই সন্ধ্যায় শুরু হয় বাইক বাহিনীর আক্রমণ। রাতে এই ঘটনায় গোটা এলাকায় ত্রিপুরা জেলা সম্পাদকমন্ডলী এই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

#### রহস্য মৃত্যু

আটের পাতার পর - করার ছিল না। যেহেতু, ছেলেটির মৃত্যু অস্বাভাবিক ঘটনা, তাই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। এদিকে, ছেলের পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা এই ঘটনায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ, পরিজনদের কথা অনুযায়ী ছেলেটি সম্পূর্ণ সৃস্থ ছিল। তাহলে কেন তার মৃত্যু হল ? একে তো ঠিকেদারি সংস্থা কম বয়সের ছেলেকে দিয়ে কাজ করাচ্ছিল তার উপর ছেলেটির অস্বাভাবিক মৃত্যু। সবদিক দিয়ে এখন প্রশ্নের মুখে ঠিকেদারি সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্তরা।

#### কৃতিত্ব দিলেন

 সাতের পাতার পর খেসারত দিতে হলো। দলের কোচ সুজিত হালদারও রক্ষণের উপরই দোষ দিয়েছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, তিনিও কম দায়ী নন। গোটা আসরে প্রথম একাদশ গঠন করতে হিমশিম খেয়েছেন। রাজীব সাধন জমাতিয়া-র মতো গেমমেকারকে তিনি পছন্দ করেন না বলে দিনের পর দিন বসিয়ে রেখেছেন। এসব কিছুই এগিয়ে চল সংঘ-কে অতলে ডুবিয়ে দিলো।

### চুনকাম

সাতের নন-স্ট্রাইকার সুর্যও অভিনন্দন জানাতে ছুটে এলেন। ক্যারিবিয়ান বোলারদের ব্যর্থতাকেও দায়ী করতে হবে। ১৫ ওভার পর্যন্ত ভাল বোলিং করে শেষ দিকে এসে বোলিংটাই ভুলে গেলেন তাঁরা। একের পর এক ফুলটস, হাফভলি ভারতের দুই ব্যাটারের কাজ অনেক সহজ করে দেয়। শেষ পাঁচ ওভারে ৮৬ রান তোলে ভারত। অর্ধশতরান করে নেন সূর্যকুমার। বেঙ্কটেশ অপরাজিত থাকেন ৩৫ রানে। প্রথম ওভারেই কাইল মেয়ার্সকে ফিরিয়ে ধাক্কাটা দিয়েছিলেন দীপক চাহার। নিজের দ্বিতীয় ওভারে এসে তুলে নিলেন শে হোপকেও। ৩ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তখন কিছুটা চাপে। এখান থেকেই খেলা ধরার চেষ্টা করেন নিকোলাস পুরান এবং রভম্যান পাওয়েল। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে এই জুটির দাপটে প্রাণ হাতে চলে এসেছিল রোহিতদের। কিন্তু তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে যেন বড্ড আগে তাঁদের নামিয়ে দেওয়া হল। দু'জনেই মারকুটে ব্যাটার।

#### চ্যাম্পয়ন ফরোয়ার্ড ক্লাব

 সাতের পাতার পর
 ফিনিসিং টাচ দেয় চিজোবা। ২৫ মিনিটে ঘটলো
 ঠিক উল্টোটা। এবার গোল করে ভিদাল। ৩-১ গোলে এগিয়ে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। ৩৬ মিনিটে এগিয়ে চল সংঘ-র কাগালি অনল-কে নিজেদের বক্সে অবৈধভাবে ফেলে দেয় সুকান্ত জমাতিয়া। পেনাল্টি পায় এগিয়ে চল সংঘ। পেনাল্টি থেকে ব্যবধান ৩-২ করে অ্যারিস্টাইড। তবে এদিনটা ছিল শুধুমাত্র ফরোয়ার্ড ক্লাবের। তাই গতির বিরুদ্ধে গোল হজম করলেও তারা বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে যায়নি। ৪১ মিনিটে চিজোবা-র কাছ থেকে বল পেয়ে ব্যবধান ৪-২ করে প্রীতম হোসেন। প্রথমার্ধে ৪-২ গোলে এগিয়ে থাকার পর অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। কারণ এগিয়ে চল সংঘ-র উদ্দেশ্যহীন ফুটবল গোটা মাঠকেই হতাশ করে তুলেছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়াতে পারে কি না সেটাই ছিল মুখ্য আকর্ষণ। শুরুর দিকে ফরোয়ার্ড ক্লাব কিছুটা রক্ষণাত্মক মনোভাব নিয়েছিল। কিন্তু সেই সুযোগটা নিতে পারেনি এগিয়ে চল সংঘ। রক্ষণভাগের পাশাপাশি এদিন তাদের মাঝমাঠও ফ্লপ করেছে। বলা যায়, মাত্র ২ জন ফুটবলার অ্যারিস্টাইড এবং দেবাশিস রাই-র ভরসায় তারা মাঠে নেমেছিল। এরকম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শুধুমাত্র দুইজন ফুটবলারের উপর নির্ভর করা কতটা ভুল ছিল সেটাই ফুটে উঠলো এদিন। প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও ফরোয়ার্ড ক্লাবের আগ্রাসী ফুটবল রীতিমত কম্পন ধরিয়ে দেয় এগিয়ে চল সংঘ-র রক্ষণভাগে। এদিনই ভিনরাজ্যের এক স্টপারকে নামিয়েছিল তারা। হরপ্রীত সিং নামের এই স্টপার খুব খারাপ খেলেনি। কিন্তু বাকি ডিফেন্ডারদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। পরস্পরের মধ্যে বিন্দুমাত্র বোঝাপড়া ছিল না। প্রথম দুইটি গোলই রক্ষণের ভুলে হজম করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে হাল ছেড়ে দেয় এগিয়ে চল সংঘ। ৭৬ মিনিটে প্রীতম হোসেন মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে দূরন্ত গতিতে এগিয়ে চল সংঘ-র বক্সের দিকে চলে আসে। ওই সময় এগিয়ে চল সংঘ-র এক ফুটবলার প্রীতম-কে ফাউল করে। রক্ষণের কিছুটা বাইরে ফ্রি কিক পায় ফরোয়ার্ড ক্লাব। বাঁ পায়ের গোলার মতো শট থেকে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে ৫-২ গোলে এগিয়ে দেয় ভিদাল। নিঃ সন্দেহে এটি ম্যাচের সেরা গোল। ৭৮ মিনিটে ব্যবধান ৬-২ করে চিজোবা। এক অনবদ্য জয় তুলে নিয়ে পাঁচ বছর পর স্বপ্নপূরণ হলো ফরোয়ার্ড ক্লাবের। রেফারি সত্যজিৎ দেবরায় বেশ দক্ষতার সাথেই এই হাইভোল্টেজ ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রাখতে এগিয়ে চল সংঘ-র বীরনারায়ণ জমাতিয়া, জেইলস রাই, কর্ণ কলই এবং ফরোয়ার্ড ক্লাবের ভিদাল-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

### রিক্রিয়েশন ক্লাব জয়ী

১২ রানও উল্লেখ করার মতো। রবিশংকর স্কুল টিমের মূণাল চক্রবর্তী ২টি উইকেট পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রবিশংকর বিদ্যামন্দির টিম ১৩ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৭০ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।দলের পক্ষে বিকাশ দেবনাথ ১৬ রান পায়। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লোবের অলরাউভার বিশ্বজিৎ দেবনাথ ৩ রানে ৪টি উইকেট এবং প্রসেনজিৎ সাহা ৫ রানের বিনিময়ে হ্যাটট্রিক করে বেশ নজর কেড়েছে। এছাড়া, দিব্যেন্দু দে ২টি ও জাকির হোসেন ১টি উইকেট পেয়েছে। ম্যাচে এই জয়ের পেছনে কৌশিক সমাজপতি, তাপস দেবের অবদানও অনস্বীকার্য। খেলার শুরুতে এবং শেষ পর্বে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিশেষ করে শ্রী শ্রী রবি শংকর বিদ্যামন্দিরের কো-অর্ডিনেটর কোর কমিটির সদস্য স্বপন মজুমদার ও সুশাস্ত শুর, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের

সভাপতি তথা সিনিয়র ক্রীড়া

 সাতের পাতার পর অপরাজিত সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন। আজকের ম্যাচে যুগ্মভাবে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন মেঘধন দেব এবং বিশ্বজিৎ বি**শে**ষ দেবনাথ। এছাড়া, প্রাইজমানিতে সম্মান জানানো হয়েছে অলরাউন্ডার প্রসেনজিৎ সাহাকে। এ ধরনের সম্প্রীতিপূর্ণ খেলা আগামী দিনেও অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রত্যাশার কথা জানিয়ে দুই দলের অধিনায়ক অভিষেক দে এবং সঞ্জীব মল্লিক সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

#### '(গাবর-ধন´

• **ছয়েরপাতারপর** প্রকল্প থেকেউৎপর গ্যাস ব্যবহার করে। প্রকল্পের উদ্বোধনের সময়ে মোদি বলেন, এই প্রকল্প প্রাকৃতিক গ্যাস ও সারের জন্য কার্যকর হওয়ার পাশাপাশি দেশে দূষণ মুক্ত পরিবেশ ও স্বচ্ছশহরের বার্ত্ত দেবে। দেশের অন্যান্য বড় শহরেও এমন প্রকল্পে উদ্যোগী হবে সরকার, জানিয়েছেন মোদি।

#### খোদ টিসিএ

 সাতের পাতার পর তিনি নেই। প্রতিদিন টিসিএ-তে হওয়া সভাপতির ক্লাবের নাম ভাঙিয়ে নিজে নির্বাচক হয়ে লক্ষ টাকা কামাই করলেও ক্লাবের ক্রিকেট দলের কোন খোঁজ পর্যন্ত নাকি রাখেন না। শতদল সংঘের প্রতিনিধি হয়ে টিসিএ-তে এসে সভাপতি পদে বসে গেলেও সেই শতদল সংঘের দলকে মাঠে নামানো নিয়ে মানিক সাহা-র কোন ভূমিকা নাকি ছিল না। তেমনি শতদল সংঘ তথা সভাপতির ক্লাবের নাম ভাঙিয়ে টিসিএ-তে পদে এলেও ক্লাবের যে অনূর্ধ্ব ১৫ দল হচ্ছে না সে ব্যাপারে ওই প্রাক্তন ক্লাব প্রতিনিধিরও কোন উদ্যোগ ছিল না বলে অভিযোগ।

#### এনফিল্ড

 ছয়ের পাতার পর
 এনফিল্ড বলেট তৈরিতে যা খরচ. তেমনই খরচ হয়েছে বলে জানিয়েছেন করুলাই।আসলের সঙ্গে এর তফাৎ একটিই, সেগুলি সচল আর এটি চলচ্ছক্তিহীন।

#### শিক্ষিকা প্রয়াত

বেড়ে দাঁড়ালো ১২৬জনে। মাত্র ৩৯ বছর বয়সেই মানসিক অশান্তিতে মারা গেলেন মৃণালী দেববর্মা নামে এক চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা। তিনি স্নাতক শিক্ষিকা ছিলেন। বাড়ি খোয়াই জেলার বাইজালবাড়ি এলাকায় আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি মারা গেছেন। বনবাড়ি সিনিয়র বেসিক স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা মৃণালী। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকাহত চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩ এই ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছে। সংগঠনের বক্তব্য, চাকরি হারানোর পর থেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন মৃণালী। মূলতঃ এসব কারণে তিনি মারা গেছেন।

#### অসুস্থ যুবক

 প্রথম পাতার পর কিন্তু সিধাই থানায় থেকে মেডিক্যাল করাতে নিয়ে আসা হয় মোহনপুর হাসপাতালে। সেখানে আসার পর উচ্চচাপজনিত সমস্যা থাকায় চিকিৎসকদের পরামর্শে সঞ্জয় দেবকে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত তার চিকিৎসা চলছে জিবিপি হাসপাতালে এবং গোটা বিষয়টি নিয়ে চিকিৎসক এবং পুলিশ বিস্তৃত কিছু না বললেও পরিবারের সদস্যরা সঞ্জয়কে সামনে পেয়ে খানিকটা হলেও স্বস্তি পেয়েছে।

#### ড্রাম আমদানি!

প্লাস্টিকের প্রথম পাতার পর প্রামাণ্য সাইজের ড্রাম ঢুকেছে। পুলিশি বা বিএসএফ কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিককালে গাঁজা অভিযানে গিয়ে মাটির নিচ বা বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখা যেসব গাঁজার আড়ৎ খুঁজে পেয়েছে, তার অধিকাংশই এমনসব ড্রামগুলো থেকে উদ্ধার হয়েছে। বিলোনিয়ার ব্যবসায়ী ধনেশ দেবনাথ গত কয়েকদিনে আড়াইশো করে মোট চারবার প্লাস্টিকের বড় ড্রাম এনেছেন। বাংলাদেশ থেকে মুহুরিঘাট আন্তঃ শুক্ষ বাণিজ্য কেন্দ্র দিয়ে আইনি পথেই সেগুলো রাজ্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু অভিযোগ, এই ড্রামগুলোতেই এখন গাঁজার ব্যবসায়ীরা গাঁজা ঢুকিয়ে রাজ্য এবং বহির্রাজ্যে পাচার করে। ড্রামগুলো আনা পর্যন্ত বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছিল বা আছে। কিন্তু গত বহু মাস ধরেই ধনেশবাবুদের মত আরও কয়েকজন ব্যবসায়ীরা ওপার থেকে এই ড্রামগুলো এপারে নিয়ে আসে। বিক্রি হয় চড়া দামে। কিন্তু কোথায় বা কার কাছে এই ড্রাম সব বিক্রি হয়, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কৌতুহল বেড়েছে বিলোনিয়া, সোনামুড়া, মোহনপুর, বামুটিয়া সহ বিভিন্ন এলাকায়। এই প্লাস্টিকের ড্রামগুলো আদতে কি কারণে আসে এবং কারা কিনে নিয়ে যায় তা পুলিশ খতিয়ে দেখলেই দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হয়ে যাবে। আর নচেৎ গাঁজা ব্যবসাকে কেন্দ্র করে অন্য নানা ব্যবস্থা সামগ্রীর বিক্রি বাড়তেই থাকবে।

#### ગાગવા

 ছয়ের পাতার পর শিরোমণি আকালি দলের সমর্থকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তার ভাবমূর্তিও ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিষয়ে পাঞ্জাবের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক বলেছেন, যে ক্লিপটি রাজ্য স্তরের কমিটি অনুমোদন করেনি।

# দুঘটনায় বর-সহ মৃত ৯

**জয়পুর, ২০ ফেব্রুয়ারি।।** বিয়েবাড়ি। যাওয়ার সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় রাজস্থানে বর্যাত্রীর গাড়ি চম্বল নদীতে পড়ে মৃত্যু হল বর-সহ ৯ জনের। ঘটনাটি ঘটেছে। রাজস্থানের কোটার নয়াপুর থানার চম্বলের ছোটি পুলিয়া এলাকায়। সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় স্থানীয় পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কর্মীরা। দ্রুত শুরু হয় উদ্ধারকাজ। জানা গিয়েছে, একটি ক্রেনের সাহায্যে গাড়িটি জল থেকে তোলা হয়েছে। দেহগুলিও উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো

 ছয়ের পাতার পর মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ঠাকরে বলেন, "যে এখন যা পরিস্থিতি এবং যে ভাবে শাসকের রাজনীতির মান তলানিতে এসে ঠেকছে, তা মোটেও হিন্দুত্ব হতে পারে না। এরকমই চলতে থাকলে দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। যে কেউ প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, আমরা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।" কেসিআর জানিয়েছেন, কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি জেডি (এস) এর সভাপতি তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবগৌড়ার সঙ্গেও বেঙ্গালুরু গিয়ে কথা বলবেন। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি নদীর জলে পড়ে যায়।রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলট টুইট করে শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ''কোটায় নদীতে পরে যাওয়ায় বর-সহ ৯ আত্মাকে শান্তি দিন।"

হয়েছে। জানা গিয়েছে, উজ্জয়নে জনের মৃত্যুর যে ঘটনা ঘটেছে। বিয়ের জন্য যাচ্ছিল গাড়িটি। কিন্তু তা অত্যস্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। আমি জেলাশাসককে ফোন করে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছি। নিহতদের পরিবারকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। ঈশ্বর তাঁদের এই আঘাত বর্যাত্রীদের একটি গাড়ি চম্বল সহ্য করার শক্তি এবং মৃতদের

#### বিজেপি-এনপিপি সংঘর্ষ

 ছয়ের পাতার পর
 এলাকায় তার বাড়ির বাইরে হাঁটার সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। শনিবার এনপিপির জাতীয় সভাপতি কনরাড সাংমাও রাজ্যের প্রধান নির্বাচন আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন। মণিপুরের ডিজিপি পি ডুঞ্জেল সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক হিংসায় জড়িয়ে পড়েছে। প্রার্থী এবং তাদের সমর্থকরা যদি নির্বাচন কমিশনের নিয়মগুলি অনুসরণ করে এবং রাত ৯টার পর প্রচার বন্ধ করে তবে এই ধরনের ঘটনা এডানো যেতে পারে। ডিজিপি আরও বলেছেন যে, রাজ্যে ৮০ শতাংশ লাইসেন্স আগ্নেয়াস্ত্র আত্মসমর্পণ করা হলেও. এখনও অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সীমান্তের ওপার থেকে রাজ্যে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র আনা হচ্ছে।

## প্রচারে যুব মোর্চা

 প্রথম পাতার পর সময়ে বসেই তিনি আগামী ২৫ বছরের ভাবনা ছক কাটতে শুরু করেছেন। আর সমস্ত পরিকল্পনাই আগামী ২৫ বছরকে সামনে রেখে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যখন আগামী ২৫ বছরের রাজত্বের দিকে তাকিয়ে সংকল্পবদ্ধ। তার শাসন যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে তখন কোনওরকম জোট ছাড়া মানুষের মতামতের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া, ধুম করেই বিপ্লব এগেইন গেঞ্জি পরে রাজপথ কাপিয়ে মিছিল শুরু করার পরিকল্পনা নিচ্ছে যুব মোর্চা। যা দেখে কৌতৃহলী মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে।

## গুরুত্ব বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রী

 প্রথম পাতার পর
 নেশার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের এই দৃঢ়তার ফলেই প্রতিদিন সাফল্য আসছে। সারা রাজ্যেই ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নতি ও সম্প্রসারণে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার। প্রতি জেলায় ফুটবল স্টেডিয়াম নির্মাণ-সহ একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শহর থেকে প্রান্তিক এলাকা সর্বত্র উন্নয়ন প্রতিফলিত হচ্ছে। হাইওয়ের পাশাপাশি প্রতিটি গ্রাম পেভার ব্লক-সহ অন্যান্য সড়কে যুক্ত হচ্ছে। উন্নয়নের প্রশ্নে একসময় উপেক্ষিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তরিকতায় বিকাশের নতুন দিশা পেয়েছে। বিগত দিনে রাজ্যে বেড়ে উঠা নেশা কারবারে লাগাম টানতে বর্তমান রাজ্য সরকার দৃঢ়তার সাথে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, সোনামুড়া অঞ্চলের খেলোয়াড়রা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের নজির স্থাপন করেছেন। তার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিভাবান খেলোয়াড়রাও জাতীয় আঙ্গিনায় নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে চলেছে নির্মীয়মাণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা, মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী, সিপাহিজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি প্রমুখ।

# গাড়ি চুরি করার সহজ পথ

 প্রথম পাতার পর
নম্বর এফ১(২৩)- পিডি/২০১৮ মূলে প্রায় তিন বছরেরও বেশি সময় আগে উক্ত ব্রাঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে চারটি ইউনিট আলাদা করে তৈরি করা হয়। একটি সিরিয়াস ক্রাইম ইউনিট, আরেকটি ইকোনমিক্স অফেন্স ইউনিট এবং অন্য দুটো হলো সাইবার ক্রাইম ইউনিট ও অ্যান্টি নারকোটিক ইউনিট। সাইবার ক্রাইম ইউনিটের নেতৃত্বে প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপাররা রয়েছেন। একইভাবে সিরিয়াস ক্রাইম এবং ইকোনমিক অফেন্স ইউনিটটির নেতৃত্বেও পুলিশ সুপাররা। রাজ্য পুলিশের তরফেও এ বিষয়গুলো নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ইত্যাদি করা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ রাজ্য পুলিশের বক্তব্য শোনার বা নিজেদের বক্তব্য পেশ করার কোনও পছা খুঁজে পান না। দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের সদর কার্যালয়ের তরফে একেকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার গতি-প্রকৃতি এবং সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর সাংবাদিকদের নিয়মিত 'ব্রিফিং' করা হয়ে থাকে। কিন্তু রাজ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক উল্টো। প্রতিদিন পূলিশ সদর কার্যালয়ের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কোথায় কত কেজি গাঁজা আটক হয়েছে এবং কোন্ এলাকা থেকে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেছে, সেই বিষয়টি শুধু জানিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের সদর কার্যালয়ের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের তরফে যোগাযোগ করার কোনও ব্যবস্থা নেই। গাড়ি চুরি ঠেকাতে গেলে এই বিষয়গুলো নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে রাজ্য পুলিশকে।

### শিক্ষক রাজনৈতিক প্রচারে

শুনতে যাওয়া অপরাধ নয়। যে

তেমনি সিভিল সার্ভিসের নিয়ম অনুযায়ী আরএসএস এবং এমন আরও কয়েকটি সংস্থার সাথেও যুক্ত থাকা চলে না সরকারি কর্মচারীকে। বামফ্রন্টের সভায় বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার অভিযোগে এক মহিলা কর্মচারীকে অবসরের যাওয়ার সপ্তাহে সাময়িক বরখাস্ত করেছিল বিজেপি সরকার। অবসরের পর পাওনা-দেয়া নিয়ে সমস্যা হয় তার। পরে সেই কর্মচারী হাইকোর্টে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে জিতেছেন। হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল

রাজ্যে খোলা মাঠে রাজনৈতিক দলের সভা শুনতে যাওয়ার জন্য কোনও কর্মচারীকে তার অবসরের মুখে সাময়িক বরখাস্ত হতে হয়েছে, সেই রাজ্যে সামাজিক মাধ্যমে খোলাখুলি শাসক দলের প্রচার করেও বহাল থাকছেন শিক্ষক, অফিসার।কমল দাস শিক্ষা বিজ্ঞান'র পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার শিক্ষকতার পাশাপাশি শাসকদলের কর্মী হিসাবে কাজ করেন। মোহনপুরের কলাবাগান-সহ পাশাপাশি এলাকায় 'পার্টি' করেন।দলের কাজ করতে যে কোনও রাজনৈতিক সভা মাস্টারবাবু সঙ্কুচিত নন, সরকারি

নিয়মে যে কাজটি তিনি পারেন না. তা ভুলে গেছেন। এখন আর সরাসরিই সামাজিক মাধ্যমে প্রচারে নেমে পড়েছেন। সুবিধামত পোস্টিং বজায় রেখে এসব চলছে। রতনলাল নাথ'র ছবি দিয়ে অন্যপোস্টে তিনি লিখেছেন, " আপনিই মানুষের নেতা।উত্তর, দক্ষিণ,পূর্ব, পশ্চিম-এ রতনলাল নাথই সেরা।" সরকারি কর্মচারী হয়ে দলীয় কাজ করার রক্ষা কবচটি কী, তার ইঙ্গিত এভাবেই পাওয়া যায়। শোনা গেছে, কমল-স্যার নাকি এখন অন্তর্জালে স ক্রিয় থাকার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

 প্রথম পাতার পর বৈঠকের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। সেই কারণে বৈঠকের একটা সময়ে নেতারা চলে গিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে তাহলে প্রথম থেকেই বা ছিলেন কেন? এর কোনও উত্তর কারো কাছে নেই। তবে বৈঠকে আগাগোড়া হাজির ছিলেন বিজেপি সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা। সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, মানিক সাহা প্রশাসনিক এই বৈঠকে ত্রিপুরা ত্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে নাকি উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনিক বৈঠকে ত্রিন্দেট অ্যাসোসিয়ে**শ**নের সভাপতি মানিক সাহার নাকি অনেক কাজ তাই তিনি এই বৈঠকে হাজির ছিলেন। যদিও এই বৈঠকে ফুটবল কিংবা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কেউ ছিলেন না। কৃষ্ণনগরের দলীয় সূত্র বলছে, বৈঠকের বহুমুখী উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম এক উদ্দেশ্য ছিলো কোন্ কোন বিধায়কের চলন-বলনে অসঙ্গতি রয়েছে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে তাকে বোঝানো কিংবা শোধরানোর সুযোগ দেওয়া। পাশাপাশি বিধানসভা কেন্দ্র ধরে ধরে এই এলাকার প্রশাসনিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি রক্ষা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও এলাকায় কাজ কম হলে শীঘ্ৰই ওই এলাকায় পৌঁছে গিয়ে দ্ৰুত উন্নয়নের কাজ শুরু করার জন্যেও মুখ্যমন্ত্রী নাকি নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বিধানসভা ভিত্তিক দলগত রিপোর্ট পেশ করতে দলের জেলা সভাপতি ও প্রভারীদেরকে বৈঠকে রাখা হয়েছে। যাতে করে তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিতে পারেন।

#### উদয়পুরে

প্রথম পাতার পর পুরপরিষদের বার নং ওয়ার্ডের বৈত্মান কাউ সিলোর। এই ওয়ার্ডেই এর আগে কাউন্সিলার ছিলেন। তার স্বামী দীপনারায়ণ কর। অনামিকাদেবীর শ্বশুরমশাই প্রয়াত হয়েছেন। জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন উদয়পুরের নামজাদা ঠিকেদার। প্রাসাদোপম বাড়ি। আর তার নামই কিনা রেগা মাস্টার রুলের শ্রমিকের তালিকায়। এমন কাণ্ড দেখে উদয়পুরের মানুষেরা অবাক। তিনি এবং তাদের পরিবার নাকি এখনও রেশনের চাল তুলে বিক্রি করে কিছু টাকা লাভের পক্ষপাতী। রেশনের এক লিটার কেরোসিন বিক্রি করেও কিছুটা টাকা যে আয় করা যায় এই অংক তাদের চেয়ে কেউ ভালো বোঝেন না। সেই কারণেই ঘরের বউকে রাজনীতিতে পাঠানো হয়েছে। তিনি কাউ সিলার হয়েছেন। কিন্তু রেগা শ্রমিকে নাম লেখানোর যেহেতু সুযোগ রয়েছে সেই সুযোগই বা হাতছাড়া করবেন কেন? কাজ করুন আর না করুন ব্যাক্ষের অ্যাকাউন্টে হাজিরা তো ঢুকেই যাবে। এলাকার সবাই অনামিকাদেবীকে হাইপ্রোফাইল শ্রমিক বলে ডাকেন। এক অদ্ভূত দর্শনি শ্রমিক। রেগার কাজে কোদাল ধরার আগে তার টেনশন হয়ে যায় কোনওভাবে না হাত কিংবা গলা থেকে স্বর্ণালঙ্কার খন্সে পড়ে যায়। ফলে, কোদাল ধরবেন বলে তার হাজারো টেনশন। তবুও রেগার মজুরি তার চাই।

### স্থগিতে স্বার্থের গন্ধ, বিপদে গণতন্ত্র!

🌘 **প্রথম পাতার পর** 💮 এখন থেকে নির্বাচন করতে হলে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা কাউন্সিলের হাত দিয়ে করাতে হবে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সম্পাদক সাংবাদিকদের বলেছেন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের বিষয়ে ২০১৭ সালের কাউন্সিলের যে সিদ্ধান্ত, তা বার অ্যাসোসিয়েশনের জানা নেই, তেমন কোনও কিছু অ্যাসোসিয়েশনকে জানায়নি কাউন্সিল। তাদের জানা ছিল না। অন্যান্য বছর যেভাবে প্রথমে খসড়া তালিকা প্রকাশ হয়, তারপর চূড়াস্ত তালিকা প্রকাশ হয়,তেমনি হয়েছে এবছরও। তারপরেই নানা প্রশ্ন, সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ২০১৭ সালের পর,আরও তিনবার এই অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন হয়েছে, ২০১৮,২০১৯,২০২০ সালে। তখনও অ্যাসোসিয়েশন এইবারের মতই ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে, কাউন্সিল করেনি।আচমকাই এই বছরে এসে কাউন্সিলের এই তৎপরতা, অতি সক্রিয়তাকে সোজা দৃষ্টিতে দেখছেন না সাধারণ ভোটাররা। যারা এখনও চিন্তা বন্ধক দেননি, তাদের অনেকেই এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন। কাউন্সিলের যে সভায় অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেই সভার বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য আসোসিয়েশনকেও বলা হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা কাউন্সিলের হাত দিয়ে প্রকাশ করতে। অন্যান্যদের বিষয়টা পরবর্তী বার থেকে হলে, ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। তাছাড়া প্রশ্ন উঠছে যে ২০১৭ সালে তেমন সিদ্ধান্ত থাকলে অ্যাসোসিয়েশনকে না জানানোর কারণ কী। আর জানিয়ে থাকলে, তারপর পর পর তিনবার নির্বাচন হলেও কাউন্সিলের তখন কোনও প্রতিক্রিয়া হল না কেন। আগামী বছর বিধানসভা ভোট, ফলে ইন্সিত ফলাফল কোনও পক্ষের একান্ত জরুরি কিনা, কার স্বার্থে এই রকম ব্যবস্থা , সেটার জবাব খুঁজছেন অনেকেই। অন্যদিকে নিয়মের প্রশ্নে, অ্যাসোসিয়েশন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে থাকে, রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন করার সিদ্ধাস্ত যেমন নিতে পারেন না, তেমনি স্থগিতও করতে পারেন না। ঠিক ভারতের নির্বাচন কমিশন'র নির্দেশে কেউ রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু তিনি নিজের মত করে কোনও বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করে দিতে পারেন না। কাউন্সিল তেমনি রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচন বন্ধের দায়িত্ব দিতে পারেন না। চলতি কমিটির সভাপতি, সম্পাদক কাউন্সিলের সভায় এসব নিয়ে আপত্তি কেন তুলেননি, সম্মতি কেন দিয়েছেন, অস্তত কাউন্সিলের সভার মত মেনে নিলেও, আপত্তি রেখেও তা মানা যেত, 'সর্বসম্মত' হওয়ার কারণ থাকতে পারে না। নির্বাচিত কমিটি যদি এইটুকু দৃঢ়তা না দেখাতে পারে,তবে তা সাধারণ ভোটারদের ঠকানোর নামান্তর বলেই মনে করছেন অনেক আইনজীবীই। বাম-ডান প্যানেল থেকে আসা অ্যাসোসিয়েশনের চলতি কমিটির পদাধিকারীরা নিজেদের সংবিধান, অধিকার রক্ষার বদলে, চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তে নতজানু হয়েছেন বলে প্রশ্ন উঠেছে। কার স্বার্থে, কী কারণে এরকম নরম হওয়া, সন্দেহ গাঢ় হচ্ছে। কার সাথে কার কোথায় বোঝাপড়া হচ্ছে, তা নিয়ে জল্পনা ও সন্দেহ তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, আগে বছরে বছরে ভোট হত, সংবিধান সংশোধন করে এখন প্রতি দুইবছরে একবার ভোট হবে বলে ঠিক হয়েছে।

# সিপিএমে অনাস্থা, সুশান্তে অ

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। ফের তাদের ছদ্মবেশী মিত্ররা এখানে দেওয়া হয়েছিল। গত বিধানসভা খতিয়ে দেখার জন্য আবেদন দলত্যাগ! আবারও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে সেই মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্র। প্রতিদিন পালা করে একের পর এক সিপিআই(এম) দলে ভাঙন ধরিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন মজলিশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। গত শুক্রবার উত্তর মজলিশপুর পঞ্চায়েতে দলত্যাগ সভার পর আজ আবারও নিজের মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হরিজয় চৌধুরী পঞ্চায়েতে দলবদল করালেন তিনি। হরিজয় চৌধুরী পঞ্চায়েতের দীর্ঘবছরের সিপিআই(এম) দলের সমর্থক ৭টি পরিবারের ২৮ জন ভোটার সিপিআই(এম) দলের সাথে দীর্ঘবছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে আজ বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরীর হাত থেকে বিজেপি দলের পতাকা নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে। আজকে দলত্যাগের সভায় ভাষণ রাখতে গিয়ে সিপিআই(এম) দল ও তাদের ছদ্মবেশী মিত্রদের চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী। তীব্ৰ আক্ৰমণাত্মক ভাষণে তিনি বলেন, রাজনীতিতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই একটা আদর্শ থাকে। কিন্তু সিপিআই(এম) ও ২০০৩, ২০০৮, ২০১৩ প্রতিটি তাদের ছদ্মবেশী মিত্রদের নীতি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল আদর্শ বলে কিচ্ছু নেই। দেশের ও ঘোষণার পর গোটা রাজ্য জুড়ে রাজ্যের মানুষের সর্বনাশ করা ছাড়া কোনও কাজ নেই এদের। ছিলো তা ভুলে গেলে চলবেনা। কমিউনিস্টরা চিরদিন দেশের তিনি সিপিএমের বিরুদ্ধে বলতে পরস্পরা ও সংস্কৃতিকে অপমান করেছে। পঁচিশ বছর গুভামি করে সিপিএমের আমলে অনেকেই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, এখন শাস্তিতে আছে। কম্যুনিস্টও হয়েছে, অনেকের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে কোনো সমস্যা রয়েছে কিনা তাও উন্নয়ন সহ্য করতে পারছে না। ত্রিপুরার বুকে আবারও অশান্তি সৃষ্টি করার চক্রান্ত শুরু করেছে। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ সিপিআই(এম) ও তাদের ছদ্মবেশী বন্ধুদের উপযুক্ত জবাব দেবে। এই অশুভ শক্তিদের

তখন আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছে। বহু কস্টের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় কম্যুনিস্ট শাসনের অবসান ঘটিয়ে জাতীয়তাবাদী আদর্শে রুখতে সবাইকে একজোট হতে বিশ্বাসী ভারতীয় জনতা পার্টির

নির্বাচনের প্রাক্কালে আমি যখন জানান। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপি দলের প্রার্থী হয়েছিলাম যদি নগর পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির জনপ্রতিনিধিরা মানুষের



নির্বাচনে এই ১০-মজলিশপুর

সিপিআই(এম)-সহ অন্যান্য

বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচনে

জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। শুধু

মজলিশপুর নয়, সারা রাজ্যে একটি

আসনও পাবে না সিপিআই(এম)।

তাই তিনি নগর পঞ্চায়েত,

পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত

ও ভিলেজ কমিটির সদস্যদের

নিজেদের এলাকার উন্নয়নকে

আরও জোরদার করার জন্য আহ্বান

জানান। সেই সঙ্গে দলের প্রতিটি

কর্মীকে তিনি হাতে হাত মিলিয়ে

বিধানসভা

হবে।একদম বুথস্তর পর্যন্ত ভারতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমাদের জনতা পার্টির শিকড় পৌঁছাতে হবে। বিগত পঁচিশ বছরে তাদের দেশের নরেন্দ্র মোদিজীর শাসনে সিপিএম কীভাবে নির্মম মার্গদর্শনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব ভাবে অত্যাচার করেছিল তা এখনো কুমার দেব কাজ করে চলেছেন। নিষ্ঠা ও সততার সাথে দলীয় কর্মীদের কাজ করতে হবে। কোনো গাফিলতি ও অলসতা মেনে নেওয়া হবে না। সামনের বছরেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই মানুষের সিপিএম কিভাবে সন্ত্রাস চালিয়ে পাশে গিয়ে মানুষের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। আজকের সভা থেকে গিয়ে বলেন, মজলিশপুরে প্রতিটি বুথে, প্রতিটি ওয়ার্ডে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের তিনি বাড়ি বাড়ি গেছে ত্রিপুরায়। এখানে তো মানুষ বিরোধী দল করার কারণে খুন যাওয়ার নির্দেশ দেন। কোথাও একসঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেন।

অশুভ শক্তিকে ত্রিপুরা তথা গোটা দেশ থেকে বিদায় করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান। বিধানসভা নির্বাচন যতো এগিয়ে আসবে সিপিআই(এম) সহ তাদের অশুভ জোট ও ছদ্মবেশি বামবন্ধুরা বিভিন্ন জায়গায় উস্কানিমূলক মন্তব্য করে সম্ভ্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। ক্ষমতায় ফেরার জন্য এরা আবারও মান্দাই চৌমুহনির মতো ঘটনাও ঘটাতে পারে। তাই এখন থেকেই সবাইকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। সিপিআই(এম) ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।এদিন যোগদান সভায় দলত্যাগীরা বলেন, তারা স্থানীয় বিধায়কের জনগণের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ ও সেবামূলক মানসিকতা দেখে বিজেপি দলে যোগদান করেছেন। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' মাধ্যমে বর্তমানে রাজ্যের মানুষের সমস্যা দূর করতে পারবে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। তাদের বক্তব্য, বৰ্তমান বিধায়ক দল-মত নির্বিশেষে এলাকার মানুষের উন্নয়ন করে চলেছেন। মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের গ্রাম-গঞ্জের সকল মানুষ বর্তমান সরকারের উন্নয়নের সুফল পাচ্ছেন। বর্তমান সরকারের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে শামিল হতেই তারা সিপিআই(এম) ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। আজকের যোগদান সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মজলিশপুর মভলের মভল সভাপতি সহ অন্যান্য স্থানীয় কার্যকর্তারা।

তাহলে সিপিআই(এম) এর মতো

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারী।। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ কিভাবে বুবাগ্রা হয়ে উঠলো? গোটা রাজ্যে বিশেষ করে জনজাতি অধ্যুষিত জনপদগুলোতে তিপ্রা মথার শক্তি বৃদ্ধিতে চিস্তিত বিজেপি দলের অন্দরে এই প্রশ্নে রীতিমতো ঝড় বয়ে চলছে। চলছে পরস্পর পোস্ট মর্টেম। চলছে কোন্দল। বিশেষ করে বিজেপির জনজাতি নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ, দলের জনজাতি মোর্চাকে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে গুরুত্ব দেয়নি প্রদেশ নেতৃত্ব। সে জায়গায় গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণকে। যার খেসারত এখন গোটা বিজেপি দলকে দিতে হয়েছে এডিসি ভোটে। আগামী বিধানসভা ভোটেও সেই মূল্য দিতে হবে। বিজেপির এই অংশের নেতৃত্বের অভিযোগ, প্রদেশ বিজেপি নেতৃত্ব জনজাতি মোর্চাকে ব্রাত্য করে রেখেছে। কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেই গুরুত্ব দেয়নি। তার উদাহরণ দিতে গিয়ে এই অংশের জনজাতি মোর্চার নেতারা ব্রু অর্থাৎ রিয়াং শরণার্থী পুনর্বাসন পর্ব তুলে ধরেন। তাদের মতে রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন নিয়ে যখন দিল্লীতে মৌ স্বাক্ষর হয় তখন রাজ্যের জনজাতি মোর্চার সভাপতি তথা সাংসদ রেবতী ত্রিপুরাকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি তেমনি রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণকেও

সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের পর যে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ রীতিমতো হতাশার গহুরে নিমজ্জিত ছিল, তাকে অক্সিজেন দিল এই এপিসোড। কঠোর হলেও এটাই বাস্তব। এখানেই শেষ নয়, রিয়াং শরণার্থী পুনর্বাসন ইস্যু নিয়ে পানিসাগরে বিশ্বজিৎ দেববর্মা নামে এক ফায়ারম্যান নৃশংসভাবে খুন হলো প্রকাশ্য দিবালোকে, এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করার জন্য জনজাতি মোর্চার নেতৃত্ব দলকে বার বার বলেছে। কিন্তু জনজাতি মোর্চার প্রস্তাবকে গুরুত্বই দেয়নি। কিন্তু প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ যখন রাজ্য সরকারকে হুমকি দিল তখন নামকাওয়াস্তে একজনকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। অথচ জনজাতি মোর্চার প্রস্তাবকে গুরুত্বই দিল না রাজ্য আরক্ষা দফতর। ব্যাস এক লহমাতেই হিরো হয়ে উঠলো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। আর তাকে পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। এই অভিযোগ জনজাতি মোর্চার একাংশ নেতার। তাদের মতে তখন যদি জনজাতি মোর্চার প্রস্তাবকে গুরুত্ব দেওয়া হতো আজ এই নহবত আসতো না। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ বুবাগ্রা হয়ে উঠতে পারতো না। পাহাডে বিজেপিকে আজ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতো না। হাতছাড়া হতো না পাহাড় কিংবা এডিসি।এক্ষেত্রেও জনজাতি মোর্চার নেতাদের মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। কেননা, এডিসি ভোটে শরিক দল আইপিএফটি কে ১৭ টি আসন দেওয়া হয়। জনজাতি মোর্চার

ড়ছে মথা, চিন্তিত তারা নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানিয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, আইপিএফটি একটি আসনেও জয়লাভ করবে না। ঘটেছেও তাই। একটি আসনেও জয়ী হতে পারেনি আইপিএফটি। বাঁকাপথে তিপ্রা মথাকে এডিসির ক্ষমতায় বসানোর সফল চিত্রনাট্য রচিত হয়ে গেল সেদিনই। কিন্তু সেদিন যদি ১৭ আসনে বিজেপি লড়াই করতো তবে আজ এই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়তে হতো না বিজেপিকে। তিপ্রা মথাও রাজনৈতিক অলিন্দে ফ্যাক্টর হতো না। কিন্তু প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা জনজাতি মোর্চার নেতাদের গুরুত্বই দেয়নি। এমনকি সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, যিনি জনজাতি মোর্চার রাজ্য সভাপতি, প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সাথে রাজনৈতিক তর্জার কারণে তিন দফায় আক্রাস্ত হয়। প্রদেশ বিজেপি নেতৃত্ব সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার পাশে দাঁডায়নি। গভাছড়ায় সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার বাডি যখন আক্রান্ত হয় আইপিএফটি কর্মীদের হাতে। তখনো দল ছিল নীর্ব। আক্রমণকারীরা আজও বহাল তবিয়তে বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই অভিযোগ করে জনজাতি মোর্চার নেতারা আরও কোন রাখঢাক না রেখেই বলেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মহারাজ বীরবিক্রমের জন্ম দিবস উদাপন হয়, অথচ জনজাতি মোর্চার সভাপতি তথা সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা নিমন্ত্রিত নয়। সেখানে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ কিন্তু সেলিব্রিটি। আজ তার মাসুল গুণতে হচ্ছে গোটা দলকে।

মানুষ ভুলে যায়নি। ১৯৯৩, ১৯৯৮,

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নাগাদ অজিত সরকারের ভাগিনা কমলাসাগর, ২০ ফেব্রুয়ারি।। বিভীষণ দাস বাড়িতে যাওয়ার পথে মামার হাতে আক্রান্ত ভাগিনা সহ একই পরিবারের চারজন। ঘটনা মধুপুর থানা সংলগ্ন এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় দই ভাগিনাকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয় রাতেই। যদিও অভিযুক্ত মামা অজিত সরকারকে মধুপুর থানার পুলিশ আটক করতে সক্ষম হয়। মধুপুর থানা সংলগ্ন এলাকায় অজিত সরকারের বাড়িতে থাকেন তার বোন ও তার পরিবার। কিন্তু অভিযোগ, বাবার মৃত্যুর পর থেকেই বোনের উপর অকথ্য যন্ত্রণা চালিয়ে আসছে অজিত সরকার। দফায় দফায় সালিশি সভা হওয়ার পরেও শুধরায়নি অজিত সরকার। সেরেছিলেন। তা দেখে উত্তেজিত

একই বাড়ির কাছে প্রাকৃতিক কাজ



বেধড়ক মারধর করে মামা অজিত। ওই সময় বিভীষণের ছোট ভাই জয় এগিয়ে আসলে তাকেও বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। আক্রান্ত দই ভাইয়ের চিৎকারে এগিয়ে আসেন তাদের মা সাবিত্রী দাস এবং বিভীষণের স্ত্রী প্রীতি দাস। তারাও মারধর থেকে রেহায় পাননি। প্রচন্ডভাবে তাদের মারধর করায় একটা সময় দুই ভাই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তী সময় তাদের মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় দুই ভাইকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিকে জানা যায়, দুই পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তি নিয়ে মারপিট হয়ে আসছে।

একটা সময় বিভীষণ দাসকে

### রবিবার রাত আনুমানিক সাতটা হয়ে উঠে মামা অজিত সরকার। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ব্যাট-বলের লড়াইয়ে জেলাকে হারালো রাজ্য

আমবাসা, ২০ ফেব্রুয়ারি ।। ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মহানতম এই দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে রবিবার আমবাসা দশমীঘাট ক্রিকেট মাঠে একটি প্রীতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের ধলাই জেলা কমিটি। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ক্রিকেটিয় পরিবেশে এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের রাজ্য কমিটি একাদশ এবং ধলাই জেলা কমিটি একাদশ। টি-২০ ফরমেটের এই প্রতিযোগিতায় ব্যাট ও বলের এক চরম উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের পর রাজ্য কমিটি একাদশ ১২ রানে ধলাই জেলা একাদশকে হারিয়ে বিজয়ীর খেতাব লাভ করে। এদিন সকালে মাঠে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে অমর ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে উভয় দলের খেলোয়াড় সহ অতিথিরা। সপাটে ব্যাট চালিয়ে খেলার শুভ উদ্বোধন করেন আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার। টসে জয়লাভ করে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য কমিটি একাদশের অধিনায়ক সন্তোষ গোপ। কিন্তু জেলা কমিটির বোলার নান্টু দেব এবং মনোজ চক্রবর্তীর বিধ্বংসী

থাকে তারা। শান চক্রবর্তী ঝডো খেলে ২৭ রান এবং মিল্টন ধর ১৫ রান সংগ্রহ করলে শতরানের গভি পার হয়। শেষ পর্যন্ত ১৬.১ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে রাজ্য কমিটি একাদশের দলীয় সংগ্রহ দাঁড়ায় ১০৬। নান্টু ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে ২৩ রান খরচ করে ৩টি উইকেট দখল করে। তবে অত্যন্ত কৃপণ বোলিং করে অমিত দাস। সে তিন ওভার বল করে মাত্র ৯ রান দিয়ে তিনটি উইকেট নিজের ঝু লিতে পুরে নেয়। ২টি মুল্যবান উইকেট দখল করে মনোজ চক্রবর্তী। কিন্তু স্বল্প রানের পুঁজি নিয়েও যে লড়াই করা যায় এবং দলকে জয়ী বানানো যায় সেটাই করে দেখালো রাজধানী থেকে আগত কমিটি একাদশের খেলোয়াড়রা।শুধু তাই নয়, একসময় নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে দাড়িয়ে থাকা দলকে শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত বোলিং আর আঁটোসাঁটো ফিল্ডিং এর মাধ্যমে জয়ী করে তবেই মাঠ ছাড়ে তারা। ধলাই জেলা কমিটির উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান গৌতম বণিক এবং তিন নম্বরে খেলতে নামা রাহুল বিশ্বাসের জমাটি ব্যাটিং'র সুবাদে এক সময় দলের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৪ বলে মাত্র ২৩ রান হাতে উইকেট ৭টি। ঐ অবস্থা থেকে পর পর উইকেট হারিয়ে মাত্র ১০ টি রান ই সংগ্রহ করতে পারে। ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে বোলিং এ নিয়মিত উইকেট হারাতে তাদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৯৩। দলের

বিশ্বাস ২১ রান সংগ্রহ করে। রাজ্য কমিটির পক্ষে মিল্টন ধর ৪ ওভার বল করে মাত্র ৮ রান দিয়ে ১টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট দখল করে। বাপন দাস এবং চন্দন দখল করে দুটি করে উইকেট। ব্যাট ও বলে অলরাউভ পারফরমেন্সের সুবাদে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন মিল্টন ধর। দক্ষতার সাথে খেলা পরিচালনা করেন টিসিএ স্বীকৃত দুই অ্যাম্পিয়ার সঞ্জীব বিশ্বাস এবং রাজেশ সূত্রধর। স্কোরার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন বাপী ধর। দুই দলের প্রত্যেক খেলোয়াড় এবং ম্যাচ অফিসিয়ালদের হাতে স্মারক তুলে দিয়ে সম্মান জানান টিজেইউ'র রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক সন্তোষ গোপ, আমবাসার বরিষ্ঠ সাংবাদিক মানিক দেবনাথ এবং টিজেইউ ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদক কৃপেশ ঘোষ। বিজয়ী এবং বিজিত দলের অধিনায়কদের হাতে দলগত ট্রফি তুলে দেন এই খেলার প্রধান অতিথি তথা আমবাসা পুর পরিষদের সদস্য উত্তম অধিকারী। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মত একটি মহানতম দিনকে সামনে রেখে সাংবাদিকরা কলম ও ক্যামেরা কিছু সময়ের জন্য তুলে রেখে ব্যাট ও বল হাতে নিয়ে যেভাবে এদিন মেতে উঠেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন উত্তমবাবু।

# রায়, স্বস্তি

তিরুবনন্তপুরম, ২০ ফেব্রুয়ারি।।

স্বামীর সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করে রাতে

স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বললে

তা বৈবাহিক নিষ্ঠুরতার শামিল।

পর্যবেক্ষণ কেরল হাইকোর্টের।স্ত্রীর

ব্যভিচারিতা এবং নিষ্ঠুরতার

অভিযোগ তুলে পরিবার আদালতে বিবাহবিচ্ছেদেব মামলা করেছিলেন এক ব্যক্তি। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ করে দেয় আদালত। এর পরই মামলাটি কেরল হাইকোর্টে ওঠে। আদালত জানিয়েছে, স্ত্রী এবং তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে যে ফোনালাপের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না যে ওই মহিলা ব্যভিচারী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কিত যে ঝামেলা চলছে, তিন বার তাঁরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন. একাধিক বার কাউন্সেলিংয়ের পর আবার একত্রিত হয়েছেন এই সব ঘটনা উল্লেখ করার পর আদালত জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির স্ত্রীর আচরণ ভাল হওয়া উচিত। ২০১২-তে বিয়ে হয় ওই দম্পতির। এর পরই স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ আনেন মহিলা। যদিও তার আগে থেকেই স্ত্রীর আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ওই ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগ ছিল, অফিসের কোনও এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। তা নিয়ে পরিবার আদালতে মামলাও করেন তিনি। তবে আদালত ব্যভিচারের বিষয়টি খারিজ করে দেয়। একই সঙ্গে জানায়, মহিলাকে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে অফিসের বাইরে কোথাও দেখা যায়নি। সুতরাং স্ত্রী ব্যভিচারী এটা প্রামাণ্য তথ্য নয়। এর পরই ওই ব্যক্তি আদালতে দাবি করেন, স্ত্রীর সঙ্গে ওই ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ ক থো পক থন শুনতে পেয়েছিলেন। স্ত্রীকে সতর্ক করা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতেন। আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে, স্বামীর অপছন্দ সত্ত্বেও এবং সতর্ক করা সত্ত্বেও মহিলা ওই ব্যক্তির সঙ্গে দিনের পর দিন ফোনালাপ চালিয়ে গিয়েছেন। যদিও মহিলা দাবি করেছেন, তিনি কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনেই কথা বলেছেন। কিন্তু ফোন কলের নথিতে দেখা গিয়েছে মহিলা একাধিক বার কথা বলেছেন। তার পরই আদালতের পর্যবেক্ষণ, স্বামীর সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করে অসময়ে অন্য ব্যক্তিকে ফোন করা বৈবাহিক নিষ্ঠুরতার শামিল।

# রাতে পুলিশের জালে তিন বনদস্যু

অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছে।

অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই মুহুর্তে প্রদ্যোত

কিশোর দেববর্মণকে সাক্ষী হিসাবে

রাখা হয়। পাহাড়ে বিজেপির

বিপর্যয়ের শুরুয়াত এখান থেকেই।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ ফেব্রুয়ারি।। সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা সংলগ্ন ধ্বজনগর অঞ্চলের তিন বনদস্যুকে রবিবার রাতে বিশালগড় থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্ত খুরশেদ মিয়া, জাহের মিয়া এবং মনু মিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। তাই রবিবার রাতে পুলিশ ধ্বজনগর এলাকা থেকে তাদের থেফতার করে। তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অনেক মামলা আছে। খুরশেদ আগেও চিড়িয়াখানার চুরির মামলায় জেল খেটেছে। মনু নামের অভিযুক্ত বিজেপি নেতাকে ছুরিকাঘাত করার জন্য সাত মাস জেল খাটার পর বহু অপরাধের সাথে যুক্ত পাশের

বাড়িতে আসে। ওই মনু মিয়ার বাড়িঘরও ভাঙচুর করা হয়েছিল। আরেক যুবক জাহেরের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল। সব মিলিয়ে বন বিভাগ তাদের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করে। তাদের সঠিক সময়ে আদালতে হাজির হওয়ার কথা বলা হলেও এরা হাজিরা দেয় নি। তারপরই তিন অভিযুক্ত'র বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। রবিবার রাতে এএসআই আসিফ ইকবালের নেতৃত্বে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার তাদের বিশালগড় আদালতে সোপর্দ করা হবে। সিপাহিজলা চিড়িয়াখানায় পশু হত্যা, মূল্যবান গাছ ধ্বংস করা সহ

ধ্বজনগর এলাকার অনেকে। আর তাদেরকে যে একাংশ বনকর্মীরা সাহায্য করছে না তাও বলা যাবে না। কেননা, সিপাহিজলার সংরক্ষিত বন থেকে বনদস্যরা প্রতিদিন গাছ কেটে নিয়ে গেলেও বনকর্মীরা কোথায় থাকেন? সিপাহিজলা চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করার সময় দু"ধারে চোখ পড়লেই জলের মত পরিস্কার হয়ে যায় রাতের আঁধারে কি ধরনের তাণ্ডব চলে। নিজেদের গডেই যখন বনকর্মীরা গাছ রক্ষা করতে পারে না তখন অনান্য জায়গায় কীভাবে আটকাবেন ? অনেকেই বলছে বন আধিকারিক থেকে শুরু করে কর্মীরা টাকা খেয়ে চুপ হয়ে যায়।

## দুই দফাতেই সেঞ্চুরি, আত্মবিশ্বাসী

**লখনউ. ২০ ফেব্রুয়ারি**।। ততীয় দফায় ৫৯টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। এরপরে আছে আরও চার দফা। তবে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবকে এখন থেকেই আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে তিনি বললেন, প্রথম দুই দফাতেই নাকি তাঁর দল সেঞ্চুরি করে ফেলেছে। অখিলেশ বললেন, 'প্রথম দুই দফাতেই আমরা একটা সেঞ্চরি করে ফেলেছি। আগামী দুই দফাতেও আমরা অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকব।' আজ যে অংশে (১৬টি জেলার ৫৯টি আসন) ভোটগ্রহণ চলছে, ২০১৭ সালে তার মধ্যে মাত্র ন'টি আসনে জিতেছিল সপা। তাতেও আত্মবিশ্বাসে ভাটা পড়েনি অখিলেশের, বরং এখানে সবথেকে। বেশি ভোট পাবেন বলে দাবি করলেন তিনি। সপা সুপ্রিমোর কথায়, 'সবথেকে বেশি বেকার যুবক এখানকার। লকডাউনের সময় ফিরে আসা এবং যন্ত্রণাক্লিষ্ট শ্রমিকদের বেশিরভাগ এখানকার। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হয়নি। বুন্দেলখণ্ড থেকে এই পর্যন্ত বিজেপি উন্নয়ন বন্ধ করে দিয়েছে, কর্মসংস্থান ছিনিয়ে নিয়েছে।' ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন যদি ফাইনাল হয়, উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনকে 'সেমিফাইনাল' হিসেবে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যোগী আদিত্যনাথ অ্যান্ড কোং ফের ক্ষমতায় আসবে কি না তা সময় বলবে।



সোনামুড়া বিধানসভার অন্তর্গত মেলাঘর পুর পরিষদের ৮নং ওয়ার্চে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান সভায় ভাষণ রাখছেন রাকেশ দাস। ছবি ঃ নিজস্ব

#### ধর্ষণে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মহিলাকে প্রচণ্ড মারধর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. কদমতলা ২০ ফেব্রুয়ারি।। একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনায় নিরাপতা ব্যবস্থা আগে থেকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দিন যত যাচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়ছে। বাড়িতে ঢুকে মহিলার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালানোর চেষ্টার ঘটনায় নিরাপতা ব্যবস্থা আবারো প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। কদমতলা থানা এলাকার ওই নির্যাতিতা এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মহিলার স্বামী বিদেশে থাকেন। তিন সস্তানকে নিয়ে বাড়িতে একা থাকেন মহিলা। তার কথা অনুযায়ী শনিবার রাতে দুই ব্যক্তি জোরপূর্বক ঘরে ঢুকে পড়ে। ওই সময় মহিলা তিন সন্তানকে নিয়ে ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ দুষ্কৃতিরা ঘরে ঢুকে তার উপর অত্যাচার চালানোর চেষ্টা কর। মহিলা তাদেরকে বাধা দিতে গেলে তাকে ছুরি দেখিয়ে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। দুষ্কৃতিরা ছোট্ট তিন সস্তানের সামনে তার মা'কে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করে। এমনকি প্রচন্ডভাবে মারধর করা হয় মহিলাকে। দুষ্কৃতিদের মারে তিনি একটা সময় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তী সময় মহিলার চিৎকার শুনে ছটে আসে প্রতিবেশীরা। ততক্ষণে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। অভিযুক্ত দু"জনের মধ্যে একজনকে তিনি চিনতে পেরেছেন। অপরজন মুখে কাপড় বেঁধে রাখায় তাকে চিনতে পারেননি। কদমতলা থানায় ঘটনা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা। পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করেনি বলে খবর। বাড়িতে ঢুকে মহিলার ওপর এই ধরনের নির্যাতনের ঘটনা যথেস্ট উদেগের। প্রশ্ন হচেছ, মহিলারা কি তাহলে এখন নিজ

# চিকিৎসক, সরকারি পদাধিকারীদের মঞ্চে বসিয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রচার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, করে নিলেন শাসক দলের বিধায়ক, গোস্বামী তার ভাষণে জ্যোতিষ পদাধিকারীরা রবীন্দ্র ভবনের মঞ্চে বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত। ব্যক্তির স্বাস্থ্যের আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। সরকারি পদাধিকারীরা। এদিন সভার রীতিমত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রচার চলছিল। রবিবার মঞ্চে চিকিৎসক, বিধায়ককে পাশে বসিয়ে 'মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি' নামে এক কর্পোরেট বুজরুক নিয়ে এক অনুষ্ঠানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রচার করে গেলেন জনৈকা জ্যোতিষ শাস্ত্ৰী সোমা চৌধুরী। রীতিমত সরকারি পদে আসীন বিশিষ্ট কর্মকর্তাদের পাশে বসিয়ে এদিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে জ্যোতিষ শাস্ত্র ও বিজ্ঞানকে মিলেমিশে একাকার করে দেওয়া হল। জোর করে প্রচার চলছে জ্যোতিষ শাস্ত্র একটি বিজ্ঞান। আর তাতে সরকারি পদাধিকারীদের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যোগাবে সেটাই স্বাভাবিক। রবিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 'মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি'র এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। সভাটি আয়োজন করেন অধ্যাপক ড. সোমা চৌধুরী। জ্যোতিষ সম্রাজ্ঞী বলে দাবিদার এই অধ্যাপিকা রবিবার রবীন্দ্র ভবনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকদের বুঝিয়ে গেলেন জ্যোতিষ শাস্ত্রে কিভাবে বিজ্ঞান জড়িয়ে রয়েছে। আর তাতে সুরে সুর মিলিয়ে একে একে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষ অতিথি রাজ্য মহিলা বিশ্বাস (!) দর্শকদের সঙ্গে ভাগাভাগি

শুরুতে জ্যোতিষ শাস্ত্রী সোমা চৌধুরী দাবি করেন, এই 'মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি' আমাদের প্রতিদিনের জীবনে জড়িয়ে রয়েছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে কিভাবে বিজ্ঞান জড়িয়ে রয়েছে সেটাই আলোচনা করতে এই মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি বিষয়টি। নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কিভাবে রোগ হয় তা যদি আগে থেকে জেনে নেওয়া যায় তাহলে সঠিক চিকিৎসা সম্ভব। বিশিষ্ট কিছু চিকিৎসকদের চিকিৎসা পদ্ধতি তুলে ধরে তিনি এদিন জানান, দেশের বহু চিকিৎসক পূর্ণিমা তিথিতে নাকি অপারেশন করেন না। কারণ, পূর্ণিমা তিথিতে রক্তক্ষরণ বেশি হতে পারে। অনেকটা অমাবস্যা-পূর্ণিমায় জোয়ার ভাটার সূত্র ব্রঝিয়ে গেলেন জ্যোতিষ সম্রাজ্ঞী। বক্তব্যে তিনি দাবি করেন, বিজ্ঞানী স্যার আইজেক নিউটন তার তৃতীয় সূত্র আবিষ্কারের আগে ভারতের জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়েন কবে গিয়েছিলেন। এইসব দাবি শুনে অবশ্য রবীন্দ্র ভবনে উপস্থিত এইদিনের দর্শকদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কারণ, বেশির ভাগ দর্শকেরাই হাতে ও আঙ্গুলে রত্ন মাধুলিধারী। অনুষ্ঠানের কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী

শাস্ত্রের বেশ ইতিবাচক দিক তলে ধরেছেন। মূলত নিজের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলদ্ধি করতে পেরেছেন যে বিয়ের আগে ঠিকুজি মিলিয়ে নিলে বেশ ভালোই হয়। কারণ, তাতে পাত্র-পাত্রী নিজেদের ভবিষ্যতে সুখী সংসার নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন, যাতে ভবিষ্যতে তাদের বিবাহিত জীবন সখের হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মঞ্চে উপস্থিত থেকে এইদিন চিকিৎসা বিজ্ঞানে জ্যোতিষ শাস্ত্রে রীতিমত হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দর্শকদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিলেন বিধায়ক দিলীপ দাস। তিনি বলেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যাকে রীতিমত মিলেমিশে একাকার করে ফেললেন চিকিৎসকবাবু। তিনি বলেন, জ্যোতিষরা যেমন ভবিষ্যৎ বাণী করেন, জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরাও একইরকমভাবে হিসেব-নিকেশ করে শ-শ বছর পরের বিভিন্ন মহাজাগতিক কর্মকান্ডের ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। স্ত্রীলোক বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি নিজেও এরকম কিছু ভবিষ্যৎ বাণী সূত্রের ব্যবহার করে সফলতা পেয়েছেন। অন্তত ১০০টি ঘটনার ক্ষেত্রে তিনি 'চায়নিজ জেন্ডার চার্ট' ব্যবহার করে ফল পেয়েছেন। 'চায়নিজ জেন্ডার চার্ট' মূলত সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের একটি সূত্র যা প্রায় ৭০০ বছরের পুরোনো বলে চিনা সংস্কৃতিতে প্রচলিত। এদিন জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে চিকিৎসক বিধায়ক দিলীপ দাস বলেন, জ্যোতিষ এখন ফ্লারিসিং সায়েন্স। ডাক্তার থেকে জ্যোতিষ বেশি। পাশাপাশি এইদিন বিধায়ক জ্যোতিষ শাস্ত্রের নামে যে গ্রহরত্নের ব্যবসা হয় সেই বিষয়েও দর্শকদের সতর্ক করে দিলেন। রবিবার এভাবে জনপ্রতিনিধি ও সরকারি

জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমর্থনে নিজেদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব সংক্রান্ত জ্যোতিষ অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নিলেন। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ভুল। রোগের কারণ এদিকে, মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি রোগীর শরীরে অনুসন্ধান করা এবং নামে নতুন এই জ্যোতিষ বিদ্যা সেখানে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার সম্পর্কে বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কথাই বিজ্ঞান আমাদের শিখায়, ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ জানায়, মহাকাশের বস্তু সমূহের দিকে তাকিয়ে অ্যাস্ট্রোলজি অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্র চিকিৎসা করা নয়। বর্তমান সময়ে বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষ শাস্ত্রকে খ্রীষ্টের জন্মেরও বহু আগের একটি শাস্ত্র যা স্বাভাবিক ভাবেই সে সময়ের বুজরুকি আখ্যা দিয়ে একে নিষিদ্ধ প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে নানা করার সুপারিশ পর্যন্ত করেছেন। এই দিক থেকেই ভূল ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ তালিকায় রয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভত ছিল এই শাস্ত্র।বলা ভালো গোড়াতেই বিশ্ববিখ্যাত নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী গলদ ছিল। অর্থাৎ গণনার মূল বিষয়, ভেঙ্কটরমন রামাকৃষ্ণাণ। এই ক্ষেত্রে যেমন সূর্যের পরিবর্তে পৃথিবীকে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে এই কেন্দ্রে ধরা, অনস্তিত্বমান রাহু ধরনের অপবিজ্ঞানকে সরকারি প্রতিষ্ঠান তথা সরকারে আসীন মন্ত্রী কেতুকে হিসেব করা, সূর্য এবং চন্দ্রকে গ্রহ বলে গণ্য করা, ইত্যাদি আরোও আমলাদের তরফে ধারাবাহিকভাবে প্রোৎসাহন দিয়ে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। বহু কিছু। এছাড়া জন্ম সময়ের গ্রহ এই ধরনের সেমিনারে সরকারি নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বক্তব্যও আধুনিক ব্যক্তিদের উপস্থিত থাকা মানেই হচ্ছে জনতার মধ্যে এই অপবিজ্ঞানকে প্রচার জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী ভুল প্রমাণিত। করা। আজ যখন আধুনিকতম সুতরাং এই অ্যাস্ট্রোলজির উপর ভিত্তি করে সে মেডিক্যাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্ত সুযোগ অ্যাস্ট্রোলজিই হোক কিংবা অন্য যে সুবিধাগুলি সম্পূর্ণ সরকারি দায়িত্বে কোনো কিছু, সেটাও বিজ্ঞানের সমস্ত মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেয়া নামে অপবিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু প্রয়োজন সেখানে আমরা দেখছি নয়। এই মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি যা মধ্যপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রথাগতভাবে ল্যাট্রো-ম্যাথমেটিক্স জ্যোতিষী বসানোর মতো বিজ্ঞান বলে পরিচিত, উদ্ভব হয় ১৭ শতকে। বিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। এই শাস্ত্রে গণিত এবং ম্যাকানিক্সের এই উদ্যোগ আদতে প্রকৃত চিকিৎসা নিয়মাবলীকে প্রয়োগ করে মানব দেহের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বোঝার প্রয়াস বিজ্ঞান থেকে জনতাকে বঞ্চিত করার প্রয়াস ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের নেওয়া হয়। প্রায়োগিকভাবে মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজিতে ব্যক্তির রাজ্যে বিজ্ঞান মন্ত্রীর দ্বারা জ্যোতিষীদের সম্মেলনে উপস্থিত দেহের বিভিন্ন অংশকে জ্যোতিষের ১২ টি কাল্পনিক রাশি চক্রের সঙ্গে মিলিয়ে থেকে স্মরণিকায় শুভেচ্ছা বার্তা দেখা হয় এবং রোগীর জন্ম সময়, তার জানানোর ঘটনাও ঘটেছিল, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রোগাক্রান্ত অঙ্গের তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জানিয়েছিল সমস্ত সাথে নির্দিষ্ট রাশির সম্পর্ক, ইত্যাদি বিজ্ঞান সংগঠন। শুধু জ্যোতিষ শাস্ত্র নয়, যে কোনো অপবিজ্ঞানের প্রতি নজরে রেখে চিকিৎসার বিধান দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, আধুনিক চিকিৎসা সরকার কিংবা সরকারে আসীন বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এই সব ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ দানের প্রতি পদ্ধতি বহুকাল আগেই বাতিল হয়ে বিরোধিতা জানায় ত্রিপুরা যুক্তিবাদ গেছে। মহাজাগতিক বস্তু সমূহের বিকাশ মঞ্চের তরফে কেন্দ্রীয় মানব দেহের উপর কতটা প্রভাব তা সম্পাদক অনুপ শর্মা।

#### আগর তলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। আবারও জাতীয় স্তরে রাজ্যের পড়য়ারা সাফল্যের নজির রেখেছেন। গুজরাটে ভার্চুয়ালে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৯তম জাতীয় শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেস। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযক্তি মন্ত্রক পরিচালনায় গুজরাটে এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। ২৯তম জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস-২০২১ কোভিড পরিস্থিতির কারণে

জাতীয়স্তরে

সাফল্য

ভার্চুয়ালে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা থেকেও ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা অংশ নিয়েছে। দশ থেকে সতেরো বছর বয়সী পড়য়ারা এই আয়োজনে অংশ নিয়েছিলো। ত্রিপুরা বিজ্ঞান সভা রাজ্যস্তরে এই আয়োজন করে থাকে। বিজ্ঞান প্রসার ও সৃষ্টিশীল ভাবনার প্রসারে এই আয়োজন করে থাকে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক। ৬১৮টি প্রজেক্ট এই বছর জাতীয় স্তরে অংশ নিয়েছে। তার মধ্যে তেত্রিশটি প্রজেক্ট আউটস্ট্যান্ডিং অবস্থানে গণ্য হয়েছে। এই ৩৩টি আউটস্ট্যান্ডিং প্রজেক্টের মধ্যে ত্রিপুরার দুটো রয়েছে। তারা হলেন সৌরভ হোসেন, কলাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, ধর্মনগর গাইড টিচার ছিলেন রুমা দত্ত। প্রণব দেবনাথ, রাজবাড়ি হাইস্কুল, টিচার গাইড ছিলেন রাজীব পোদ্দার। ত্রিপুরা বিজ্ঞান সভার সভাপতি অধ্যাপক জে পি রায় চৌধুরী, সম্পাদক পান্না চক্রবর্তী সংশ্লিষ্ট সকলকে হার্দিক অভিনন্দন জানিয়েছে। এর আগেও জাতীয় স্তবে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা সফল হয়েছে তাদের প্রজেক্ট উপস্থাপন করে।

#### গুরুতর

আহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি।। আবারও তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় যান দুর্ঘটনা। রবিবার তে লিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াইবাড়ি এলাকায় বাইক নিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন অসীম কুকি। তার বাড়ি ছংলং পাড়ায়। অসীম কুকি বাইক নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচছিলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লরির পেছনে তার বাইকের ধাকা লাগে। এতে রাস্তায় ছিটকে পড়েন ওই যুবক। প্রত্যক্ষদর্শীরা দুর্ঘটনা দেখে দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। দমকল বাহিনী একে আহত যুবককে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। অল্পের জন্য যুবকের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে বলে

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পুরণ করা যাবে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

সংখ্যা ৪৪১ এর ৬ওর								
5	3	7	4	6	1	9	8	2
8	9	1	5	2	7	6	3	4
4	2	6	3	8	9	5	1	7
1	7	3	8	5	4	2	9	6
6	8	5	1	9	2	4	7	3
2	4	9	7	3	6	8	5	1
7	1	2	9	4	8	3	6	5
9	5	4	6	7	3	1	2	8
3	6	8	2	1	5	7	4	9

## এটিইউডব্লিউসি'র বৈঠক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগর তলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। কংগ্রেস ভবনে এটিইউডব্লিউসি'র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই ট্রেড ইউনিয়নের জেলা ও ব্লক স্তরে আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করার বিষয় নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। শহরের বুকে ফুটপাথ মুক্ত করতে গিয়ে অসহায় মানুষদের পথে বসানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিনের বৈঠকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হওয়ার পাশাপাশি তাদের পনর্বাসন বা অন্য কোথাও গিয়ে

দোকান তৈরি করে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার জন্য সুযোগ করে দিতে জোরালো দাবি করা হয়েছে। তাদের পক্ষের বিষয়গুলো তুলে ধরেই তারা আগামীদিনে আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করতে চান। এদিনের বৈঠকে প্রাক্তন বিধায়ক অশোক বৈদ্য, সদর জেলা সভাপতি সুব্রত সিং ও ট্রেড ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শান্তনু পাল উপস্থিত ছিলেন। অসংগঠিত শ্রমিক দের माविछ्टला निर्युट अमिर्नु বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

#### কংগ্রেসের প্রাশক্ষণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বুথস্তরের বিলোনিয়া, ২০ ফেব্রুয়ারি।। নেতাদের পাশাপাশি উপস্থিত বদ্ধি করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এখন তারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবির চালিয়ে যাচেছ। যার মাধ্যমে দলের নেতা-কর্মীদের পুনরায় আগের ছন্দে মাঠে নামার প্রশিক্ষণ দেওয়া কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি বিলোনিয়া ব্লক কংগ্রেস ভবনে

প্রস্তুতি উপলক্ষে এদিনের সভা

বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের আসছে কংগ্রেসও নিজেদের শক্তি সহ-সভাপতি ভোলানাথ ধর. তমাল ধর. অজিতাভ মজমদার. র্থীন্দ্র পাল-সহ অন্যান্রো। প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করার জন্য এদিন ২১ জনের কমিটি গঠন করা হয়। প্রস্তুতি সভার শেষে ভোলানাথ ধর এবং অজিতাভ হচ্ছে। রবিবার বিলোনিয়া ব্লক মজুমদার জানান, প্রশিক্ষণ শিবিরে আলোচনা করতে আগরতলা থেকে প্রশিক্ষকরা আসবেন। প্রশিক্ষণ শিবিরের পরই এলাকার প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। তার সংগঠনকে শক্তিশালী করতে মাঠে নেমে পড়বেন দলীয় নেতা কর্মীরা।



### আনিস খানকে হত্যার নিন্দা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের দ্বারা এআইএসএফ নেতা আনিস খানকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে এআইওয়াইএফ ও এআইএসএফ ত্রিপুরার নেতৃত্ব। বীরচন্দ্র দেববর্মা স্মৃতি ভবনে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য নেতৃত্ব গোটা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছেন। তারা দাবি করেছেন, সেই রাজ্যে পুলিশ স্বৈরাচারী ভূমিকায় রয়েছে। কেরলে এআইএসএফ, এআইওয়াইএফ কর্মীদের উপর দুষ্কৃতিদের দ্বারা দৈহিক আক্রমণেরও নিন্দা করা হয়। দুটি রাজ্যের ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতেই রাজ্য নেতারা সরব হয়েছেন। এআইওয়াইএফ রাজ্য সম্পাদক বিক্রমজিৎ সেনগুপ্ত, এআইএসএফ রাজ্য সহ-সম্পাদিকা সুস্মিতা নন্দী, এআইওয়াইএফ রাজ্য কার্যকরী পরিষদের সদস্যা জয়া বিশ্বাস, এআইএসএফ রাজ্য নেতা শায়ন পাল, ছাত্র নেতা শুভজিৎ মজুমদার সহ অন্যান্যরা। তারা রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেছেন টেট শিক্ষক নিয়োগ, বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। এআইওয়াইএফ, এআইএসএফ আগামী মার্চ মাস থেকে এক সপ্তাহব্যাপী সারা রাজ্যে বেকারদের কর্মসংস্থান, টেট শিক্ষকদের নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করবে।



#### ক্রমিক সংখ্যা — ৪৪২ 9 6 8 3 3 9 8 5 4 2 3 6 9 5 1 2 8 6 3 9 4 3 2 4 6 8

### শাক্ত বাড়াচ্ছে বাম ছাত্ররাও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ ফেব্রুয়ারি।। বামফ্রন্ট ক্ষমতা হারানোর পর তাদের ছাত্র সংগঠনও অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। যেহেতু বিধানসভা নির্বাচন এখন খুব বেশি দূরে নয়, তাই বাম ছাত্র সংগঠনও এখন মাঠে ময়দানে নেমে পড়েছে। যেসব জায়গায় এতদিন বাম ছাত্র সংগঠনের বিশেষ কোনও কর্মসূচি দেখা যায়নি সেখানেও এখন বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রবিবার বিশালগড়ে অনুষ্ঠিত এসএফআই'র বিভাগীয় সম্মেলনের কথা। রবিবার সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব-সহ অন্যান্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রচুর সংখ্যায় ছাত্র ও নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। সম্মেলনের মঞ্চে দাঁডিয়ে বাম ছাত্র সংগঠনের নেতারা রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। এক কথায় ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টকে পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার ডাক দেওয়া হয়েছে সম্মেলন থেকে। বাম ছাত্র সংগঠন আগে থেকেই অভিযোগ করে আসছে, রাজ্যের বর্তমান সরকার ছাত্র বিরোধী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রাজ্যের শিক্ষার মান উন্নত হওয়ার বদলে তলানিতে গিয়ে ঠেকছে। সম্মেলন মঞ্চে দাঁডিয়ে এদিন বাম ছাত্র নেতারা বারবার বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে গৃহিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেন। তারা বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলেই ছাত্র স্বার্থে কাজকর্ম আগের মতো চলতে থাকবে।

> আজ রাতের ওযুবের দোকা সাহা মেডিসিন ৯৪৮৫০৩২০৮৪

#### আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : শারীরিক সমস্যা I মেষ: শারারিফ শন্স্যা না হলেও নানান ঝামেলা ঝঞ্জাটের মধ্যে দিয়ে দিনটি কাটাতে হবে। নিজের ভুলে কিছু অর্থহানির সম্ভাবনা আছে। কোনো কিছ করতে গেলেই বাধার সম্মুখীন হতে হবে। বাধা ডিঙিয়ে <mark>।</mark> চলার চেষ্টা করুন।

🗩 বৃষ : দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে সফলতা আসবে। সাংসারিক শান্তি বিঘ্লিত হতে পারে। | মানসিক চাপ। অর্থভাগ্য শুভ। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে। ব্যবসায় | ধনু : দিনটিতে একাধিক কাজ কোনরকম ঝুঁকি নিতে যাবেন না।। এক সাথে করার চেস্টা করলে **মিথন :** এই রাশির

জাতক - জাতিকাদের 🎊 বেশি উপার্জন না হলেও স্বচ্ছলতা থাকবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ, ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বাড়বে।

🌉 কর্কট : কর্মস্থলের 🏿 মকর : দিনটিতে অনেক বেশি থাকবে। উপার্জন ভালো হবে। ব্যবসার স্থান শুভ। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। তবে সন্তানের ব্যবহার ও | কথাবার্তা হতাশাজনক করবে | মোটামুটি ভালোমন্দ মিলিয়ে ফল দিনটিতে।

💟 সিংহ : দিনটিতে ি কর্মরতদের ক্ষেত্রে পরিবেশগত বাধা থাকবে। কোন বিষয়ে বিশেষ ভাবনাচিন্তা করা ঠিক হবে না। নিজের কাজ করে যাওয়া উচিত। আর্থিক ক্ষেত্র l ভালো। ব্যবসার স্থান ভালো । উদ্যোগী করে তুলতে হবে। থাকায় আয় বৃদ্ধি পাবে।

কন্যা :দিনটিতে কর্মে সহকর্মীদের | জাতক -জাতিকার জন্য শুভ ্ৰজন্য সামান্য হলেও | সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। ঊধৰ্বতন কৰ্তৃপক্ষ নমনীয় থাকবে। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হবে।ব্যবসা সূত্রে অর্থাগম

ভালোই হবে। তুলা : দিনটিতে কর্মভাগ মোটামুটি শুভ বলা যায়।



বৃশ্চিক: দিনটিতে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় সাফল্য। অপ্রত্যাশিত শক্রতার মোকাবিলা করতে হতে 🍹 পারে। বন্ধু জনের

বিরূপতা ক্ষণ ক্রোধ

পরিহার্য। নানাভাবে কোন কাজই সফল

হবে না। বন্ধু থেকে 🎾 ক্ষতি ও দুর্ভোগে সৃষ্টি হতে পারে। এগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। কর্মভাগ্য ও ব্যবসা ভাগ্য

🐆 পরিবেশ অনুকূলে। সফলতা পাওয়া যায়। সকল ব্যাপারে ভালো যোগাযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীরা

আশা করতে পারে। কুস্ত : দিনটিতে পরিশ্রম করতে হবে। কর্মক্তেও অথবা

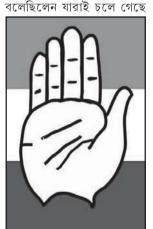
ব্যবসা ক্ষেত্রে ও উন্নতিও লাভ পাওয়া যাবে। কর্মে বা ব্যবহারিক জগতে নিজেকে মীন : দিনটি এই রাশির

যায় চাকরিজীবী ব্যবসায়ীর হঠাৎ অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে। তবে কাজে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতে হবে। শত্রু ক্ষতির চিস্তা করতে পারে। মানসিক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক দৈন্য চেতনার বৃদ্ধি ভালোবাসায় অর্থাগম ভালই হবে। <sup>|</sup> এবং বিকাশ ঘটবে।

# প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তাদেরকে দলে টেনে নিয়ে এখন এখন সময় এসেছে আবার ফিরে

আগরতলা,২০ ফেব্রুয়ারি।। সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা'র কংগ্রেসে যোগদান করার পর সেই অর্থে কোনও নেতাই কংগ্রেসে যোগ দেননি। যতটুকু খবর, আগামী करशकिप्तित भरिश कश्राधारम যোগদানের মেগা কর্মসূচি গ্রহণ করছে সমন্বয় কমিটি এবং পিসিসি। পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা আগেই আহ্বান করেছেন যারা কংগ্রেস থেকে মান অভিমান করে বেরিয়ে গেছেন কিংবা চলে গেছেন তারা সকলেই যেন আবার ফিরে আসেন। আজকের মন্ত্রিসভা ও বিধায়কদের একটা বিরাট অংশই কংগ্রেসের একদা নেতা। কংগ্রেস বিধায়ক বানিয়েছে যাদের বিজেপি

নতন করে মন্ত্রী বানিয়েছে। বীরজিৎ সিনহা সকলের উদ্দেশে



আসার। দু'জন বিধায়ক বিজেপি ছেডে কংগ্রেসে এলেও আরও দু'জন বিধায়ক রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছেন। বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যুক্ত বিজেপি নেতাদের একটা অংশ কংগ্রেসের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়েছে। এমন অনেককে মেগা কর্মসূচির মাধ্যমে দলে যোগদানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছে রাজনৈতিক মহলও। আশা করা যাচেছ, আগামী কয়েকদিন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দলে যোগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। সোমবার গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠিকে অজয় কুমার মিলিত হবেন। সমন্বয় কমিটি এবং

পিসিসির সাথে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। কয়েকদিন আগে সিপিআইএম আড়ালিয়া অঞ্চল কমিটির অফিসটি খুলে তথাকথিত বিপ্লবীরা তাদের ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের অস্তিত্বের জানান দিয়েছিলো। তারপর ২৪ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় আয়োজিত সমাবেশের বার্তা পৌঁছে সিপিআইএম সম্মেলন উপলক্ষ্যে দিতে বাইক মিছিল সংগঠিত করলো আয়োজিত সমাবেশকে রাজ্যের আড়ালিয়া এলাকার কমরেডরা। সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌছে পার্টি অফিস প্রাঙ্গণ থেকে বাইক মিছিল শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক করে। তার পাশাপাশি বাইক মিছিল বলেছেন, এই সমাবেশে ব্যাপক থেকে সিপিআইএম তথা বামেরা বার্তা দিয়েছে তারা। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সিপিআইএম'র ২৩তম সম্মেলনকে সামনে রেখে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সেই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সিপিআইএম স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান কেন্দ্রিক সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি,

আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে দলের ২৩তম রাজ্য সম্মেলন। প্রেক্ষাপটে এবারের এই সম্মেলন নিঃ সন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই তেজি করার শপথ নিয়েছে। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের পরাজয়ের পর আগরতলায় ছোট আকারে সমাবেশ হলেও এই প্রথম ভাবনায় সমাবেশ করতে চলেছে

জায়গা থেকে সামনে রেখে সফল সমাবেশ করার



অন্যান্যরা। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি

গেছে, আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন কর্মী-সমর্থকদের আনার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ট্রেন দিয়েও কমরেডদের আনার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এক সিপিআইএম নেতা জানিয়েছেন, গোটা রাজ্য থেকে অনেকেই এই সমাবেশে আসতে চাইছে। কারণ, তারা দাবি করছে এই সময়ে এই সমাবেশকে সর্বাত্মক সফল করে বার্তা দিতে হবে গোটা রাজ্যে। শাসক দল বিজেপি থেকে দু'জন বিধায়ক সহ একটা অংশ বেরিয়ে আবার কংগ্রেসে শামিল হওয়ার বিষয়টি রাজ্য রাজনীতির অন্যতম আলোচ্য বিষয়। আর এই আলোচনার প্রেক্ষিতেই ২৪ ফেব্রুয়ারি বামেদের কর্মসূচিকে

পুড়লো একটি

ঘর, রক্ষা

পেলো এলাকা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিশালগড়, ২০ ফেব্রুয়ারি।।

বিশালগড় পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন

এক বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায়

গোটা এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

অনিল চৌধুরীর রান্নাঘর আগুনে

ভস্মীভূত হয়ে যায়। কিন্তু

অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীদের

প্রচেষ্টায় গোটা এলাকা অল্পেতে

রক্ষা পেয়েছে। যেহেতু বাড়ির

পাশেই পেট্রোল পাম্প তাই

স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়।

ঘটনার সময় অনিল চৌধুরীর

বাড়িতে কেউই ছিলেন না। তারা

গিয়েছিলেন নেমন্তন্ন খেতে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে অনিলবাবুর

স্ত্রী বাড়িতে ছুটে আসেন। তিনি

এসে দেখেন অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা

আগুন নেভানোর জন্য চেষ্টা

চালিয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে, এদিন এলাকাবাসী প্রথমে আগুন দেখতে

পায়। তারাই অগ্নিনির্বাপক দফতরে

খবর দেন। যদি এলাকাবাসী সঠিক

সময়ে ঘটনাটি টের না পেতেন

তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ

হতে পারতো। তবে কিভাবে

রান্নাঘরে আগুন লেগেছে তা জানা

যায়নি। কারণ যাই হোক, গোটা

ঘটনায় স্থানীয়রা কিছুটা সময়ের জন্য

# সীমানা বিবাদে রক্তাক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বাবা অনিল দেবনাথ, মা এবং ছেলে আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। অজিত দেবনাথ পূর্ব থানায়



করলো প্রতিবেশীরা। বিচার চেয়ে রক্ত মাখা অবস্থায় থানায় ছুটে যান তিনজন। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা তাদের প্রতিবেশী সুনীল দেবনাথ শহরের শিবনগর এলাকায়। আহত এবং রাজু দেবনাথ বাড়ি নির্মাণের

সীমানা নিয়ে ঝগড়ার জেরে এক অভিযোগ, জানিয়েছেন। তাদের পরিবারের তিনজনকে রক্তাক্ত অভিযোগ, প্রতিবেশী সুনীল

পাশেই নিৰ্মাণ কাজটি হচ্ছে। তাদেরকে বলা হয়েছিল, অন্ততপক্ষে আড়াই ফুট ছেড়ে ঘর নির্মাণের কাজ করতে। কিন্তু তারা জায়গা ছাড়তে নারাজ। রবিবার এনিয়েই তাদেরকে বারণ করা হয়েছিল। এরপরই আক্রমণ করে বসে। দা, রড এবং ইট নিয়ে তাদের সবাইকে মারধর করেছে। মাথায়ও আঘাত করা হয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় থানায় গেলে প্রথমে চিকিৎসা করে আসতে বলা হয়। হাসপাতালে গেলে অজিত এবং অনিলকে চিকিৎসা করানো হয়। এরপরই দু'জন থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে

কাজ করছে। তাদের সীমানার

#### দেবনাথ এবং রাজু দেবনাথের বিরুদ্ধে। আহত অজিত জানান,

#### দেশে বাড়লো মৃত্যু সংখ্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। বহুদিন পর পশ্চিম জেলায় ২৪ ঘণ্টায় নতুন কোনও আক্রান্ত শনাক্ত হননি। তবে ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে আরও ৫জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। সংক্রমণের হার ছিল দশমিক ২৪ শতাংশ। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ২ হাজার ৬১ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন আরটিপিসিআর পদ্ধতি এবং ৩জন অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা আক্রান্তের রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৭জনে। সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়ালো ৯৯.১ শতাংশে। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুর সংখ্যা আবারও বাড়লো। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৬৭৩জনে।এই সময়ে আক্রান্ত নেমে দাঁড়িয়েছে ১৯ হাজার ৯৬৭ জনে।

কংগ্রেসে

যোগদান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর,

২০ ফেব্রুয়ারি।। এতদিন যে দলকে

নিয়ে কোনও আলোচনাই শোনা

যেতো না সেই দলে এখন নতুন

নতুন লোকজন যোগ দিচ্ছেন।

বিধানসভার নির্বাচন এগিয়ে

আসলে আরও বেশি সংখ্যায়

লোকজন কংগ্রেসে যোগদান

করবেন বলে নেতারা বলছেন।

এদিকে, রবিবার অম্পিনগর

বাজারে কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির

অনুষ্ঠিত হয়। সেই কর্মসূচির মধ্য

দিয়ে সাত পরিবারের ভোটাররা

এদিন কংগ্রেসে যোগদান করেন।

তাদেরকে দলে বরণ করে জেলা

কংগ্রেস সভাপতি সৌমিত্র বিশ্বাস।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন

মন্ত্রী লক্ষ্মী নাগ-সহ অন্যান্যরা।

#### ছিলেন। বাগান থেকে ফিরে তিনি দেখতে পান ঘরে তার স্ত্রী নেই। তৃণমূল কংগ্রেসে ৩৫০ ভোটার

২০ **ফেব্রুয়ারি।।** রহস্যজনকভাবে

নিখোঁজ হয়ে যান দুই সন্তানের

জননী। বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন পূর্ব

কডুইমুড়া এলাকায় সুরজ দেববর্মার

স্ত্রী গীতা রানি দেববর্মাকে শনিবার

থেকে খুঁজে পাওয়া যাচেছ না।

ওইদিন সকালে সুরজ দেববর্মা

রাবার বাগানে চলে যান। তিনি

যাওয়ার সময়েও স্ত্রী বাডিতে

তাদের মায়ের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তারা কিছুই বলতে পারেনি। কুলকিনারা করতে পারেনি। তাই সন্তানরা জানায়, তাদের মা নাকি হঠাৎ উধাও হয়ে গেছেন। আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশী সবাইকে জিজ্ঞাসা করেও গীতা রানি দেববর্মার কোনও হদিশ মেলেনি। মধ্য দিয়ে তার প্রতিমুহূর্ত কাটছে। শেষ পর্যন্ত রবিবার সকালে সুরজ দেববর্মা বিশ্রামগঞ্জ থানায় এসে স্ত্রীর মিসিং ডাম্যেরি করনে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্রামগঞ্জ থানা

খোজ দুই সন্তানের জননী

ঘটনারও এখনও পর্যস্ত পুলিশ একের পর এক ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন প্রশা দেখা দিয়েছে। সুরজ দেববর্মাও দুই সন্তানকে নিয়ে বেকায়দায় পড়েছেন। উৎকণ্ঠার গীতা রানি দেববর্মা স্বেচ্ছায় কোথাও চলে গেছেন নাকি এর পেছনে অন্য কোনও ঘটনা লুকিয়ে

#### আছে তা এখন পুলিশের তদন্তেই অথচ ছেলে এবং মেয়ে দু'জনেই এলাকার বেশ কয়েকজন গৃহবধূ বেরিয়ে আসতে পারে।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি।। সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মেলাঘর পুর পরিষদের ৭ এবং ৮নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক, রাকেশ দাস, ইদ্রিস মিয়া প্রমুখ। এদিনের সভায় ৩৫০জন ভোটার তৃণমূলে যোগদান করেন। সুবল

ভৌমিক ভাষণ রাখতে গিয়ে রাজ্যের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতার কথা তলে ধরেন। তিনি বলেন, বিজেপির শাসনে এই রাজ্যের মানুষ ন্যুনতম পরিষেবা এবং ন্যুনতম প্রশাসনিক সাহায্য কিছুই পায়নি। চার বছরের প্রত্যেক রাত খুবই আতঙ্কে কেটেছে। কোথাও না কোথাও দুর্বৃত্তদের হাতে বাড়িঘর ভাঙচুর এবং মারধরের ঘটনা ঘটেছে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কি করবে

কোথায় যাবে ? বিরোধী দলের কোনও অস্তিত্ব নেই। কে রক্ষা করবে গ্রাম পাহাড়ের মানুষকে? সুবল ভৌমিকের মতে, একমাত্র তুণমূল কংথেসই বিজেপির মোকাবিলা করতে পারে। গত পুর নির্বাচনে সেটা তারা ভালোভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি ভাষণ রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনাতেও সরব হন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলই সরকার গঠন করবে বলে তার বিশ্বাস।

খালি বাড়িতে

চোরের হানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

**ফেব্রুয়ারি।। শ**নিবার গভীর রাতে

ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা কদমতলা

পঞ্চায়েতের ৩নং ওয়ার্ডে। স্থানীয়

বাসিন্দা শিবানন্দ দাসের পরিবার

শনিবার বাড়িতে ছিলেন না। তারা

বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেই

সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল

শিবানন্দ দাসের বাড়িতে ঢোকে। গ্রিল

এবং তালা ভেঙে ঘর থেকে নগদ ১০

হাজার টাকা, চার ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং

একটি ল্যাপটপ হাতিয়ে নিয়ে যায়

প্রতিবেশীরা দেখতে পান শিবানন্দ

দাসের ঘরের দরজা খোলা। ঘটনা

জানাজানি হওয়ার পর পরিবারের

সদস্যরা বাড়িতে ছুটে আসেন। খবর

যায় কদমতলা থানা পুলিশের কাছে।

পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করে

যায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চোরের

টিকির নাগাল পাওয়া যায়নি। এই ঘটনা

নিয়ে স্থানীয়রা খুবই আতঙ্কিত। কারণ

কদমতলা থানা এলাকাতে একের পর

এক এই ধরনের ঘটনা ঘটছে।

কদমতলা/চুরাইবাড়ি,

#### খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। অর্থমন্ত্রীর দারস্থ টেট চাকরিপ্রত্যাশীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রত্যাশীরা অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীফু দেববর্মার দ্বারস্থ হয়েছেন। তারা তাদের বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন মন্ত্রীর কাছে। তাতে বেশ কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন চাকরিপ্রত্যাশীরা। অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্ৰী যেন এ টেট উত্তীর্ণদের বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে দেখেন সেই দাবিও উত্থাপন করা হয়। ২০২১ টেট উত্তীর্ণদের মধ্যে একটা বিরাট অংশই ঋণগ্রহণ করে বিএড বা ডিএলএড ডিগ্রি অর্জনের জন্য পড়াশোনা



করেছে। তাছাড়া এ টেট উত্তীর্ণদের মধ্যে একটা অংশ ১০৩২৩ও রয়েছে। সব বিষয়গুলো বিবেচনা করে সবাইকে একসাথে টেট শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার দাবি জানানো হয়। সবাইকে এক সাথে যেন চাকরি দেওয়া হয় সেই দাবিও করা হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, তাদের সবাইকে যেন একসাথে চাকরির অফার দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি তাদের পড়াশোনার সময়ের বিষয়গুলোও তুলে ধরা হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তারা একসাথে সবাইকে চাকরি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। উপমুখ্যমন্ত্রীর কাছে তারা দাবি জানান, টেট উত্তীর্ণদের বিষয়গুলি যেন মুখ্যমন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তুলে ধরেন।

## দন পর লালঝান্ডার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সমাবেশকে ঐতিহাসিক রন্প কেড়ে নিয়েছে। সেইসব সন্ত্রাসের কমলাসাগর, ২০ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর সিপিআইএম'র কর্মসূচি বিভিন্ন জায়গায় একেবারে দেখা যায়নি বললেই চলে। কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্র বামেদের দখলে থাকলেও সেখানেও বিভিন্ন বাধা বিপত্তির মুখে পড়তে হয় বাম নেতা-কর্মীদের। হামলা হুজ্জতির জেরে ওই বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় লালঝান্ডার মিছিল দেখা যায়নি। তবে চার বছর পর পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে গেছে। রবিবার কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রে অন্তর্গত ফুলতলি এবং পাণ্ডবপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মিছিলের মধ্য দিয়ে তা বাম নেতা-কর্মীরা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি সিপিআইএম'র রাজ্য সম্মেলন শুরু হতে যাচেছ। সেই উপলক্ষে সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। ওই

নাশকতার

আগুন ঘিরে

আত্ত্ৰ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

উদয়পুর, ২০ ফেব্রুয়ারি।।

রবিবার ভোরে উদয়পুর খিলপাড়া

এলাকায় নাশকতার আগুন ঘিরে

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়

বাসিন্দা নৌশাদ মিয়া এবং তার

খড়ের কুঞ্জে কে বা কারা আগুন

লাগিয়ে দেয়। দুটি খড়ের কুঞ্জ

একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

প্রতিবেশী এক ব্যক্তি প্রথমে আগুন

দেখে চিৎকার জুড়ে দেন। পরে

এলাকাবাসীরা সবাই ছুটে আসেন।

তারা অগ্নিনির্বাপক দফতরে খবর

দেয়। অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা ছুটে

আসলেও রাস্তাঘাট এবং বিদ্যুৎ

পরিবাহী তারের জন্য সময়মতো

ঘটনাস্থলে পৌছতে পারেনি।

এনিয়ে এলাকাবাসী প্রচণ্ড ক্ষোভ

উগড়ে দেন। তাদের কথা অনুযায়ী

যদি রাস্তা চলাচলের যোগ্য হতো

জড়িত তা এখনও জানা যায়নি।

দেওয়ার জন্য এখন বিভিন্ন জায়গায় মিছিল-সভা চলছে। এদিন ফুলতলি এবং পাগুবপুর অঞ্চলের সিপিআইএম নেতা-কর্মীরা মিছিলের মধ্য দিয়ে সেই বার্তা

মোক্ষম জবাব দেওয়ার লক্ষে ২৪ ফেব্রুয়ারি জনসভার ডাক দেওয়া হয়েছে। সব অংশের মানুষকে তারা ওই দিনের সমাবেশে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান রেখেছেন। দীর্ঘদিন পর

শিবনগর এলাকায়।



ছড়িয়ে দিয়েছেন। মিছিলটি হয় ফুলতলি বাজারে। পরে সেখানে সভাও অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন এলাকার বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী। তারা ভাষণ রাখতে গিয়ে অভিযোগ করেন, গত ৪ বছরে বিজেপি মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। মানুষের অধিকার ময়দানে অবতীর্ণ হবেন।

ওইসব এলাকায় লালঝান্ডার মিছিল দেখে নাগরিকরাও বলতে শুরু করেছেন গত চার বছরে যা দেখা যায়নি এখন তাই ঘটছে। তাদের ধারণা, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীরা সেই আগের মতোই দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ের

# সহ আটক ২

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই,

২০ ফেব্রুয়ারি।। শনিবার রাতে খোয়াই বাইজালবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ নিয়মিত যান তল্লাশির সময় গাঁজা বোঝাই একটি লরি আটক করে। বেশ কিছুদিন ধরে খোয়াই পুলিশ যানবাহন তল্লাশির উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই মোতাবেক শনিবার রাতেও তাদের তল্লাশি চলে। বাইজালবাড়ি ফাঁড়ির নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চলাকালে সন্দেহজনকভাবে এপি-১৬৫৪৭৮ নম্বরের লরি আটক করা হয়। লরি চালককে জেরা করেও পুলিশ আধিকারিকরা বুঝতে পারেন অবৈধ কিছু গাড়িতে মজুত আছে। তাই লরিটি ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায়, গাড়িতে প্রায় ১৮০০ কেজি গাঁজা আছে। এই ঘটনায় লরিচালক এবং সহচালককে আটক করা হয় । তাদের নাম জাবেদ শেখ (৪৭) এবং ইসমাইল হজরত জমাদার (৩৩)। তাদের বাড়ি মহারাষ্ট্রে। পুলিশের জেরায় তারা জানায়, কাতলামারা থেকে গাঁজা নিয়ে মহারাষ্ট্রের উদ্দেশে যাচ্ছিল। কিন্তু খোয়াই বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা দায়ের করা হয়। যার নম্বর ১২/২২।

### বেহাল সড়ক সংস্কারের দাবিতে অবরোধ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২০ ফেব্রুয়ারি।। গ্রামীণ সডক বেহাল দশায় পরিণত হওয়ায় এলাকাবাসী পথ অবরোধে শামিল হন। সোনামুড়া-বিলোনিয়া বাইপাস সড়ক থেকে মরমআলি গ্রামে যাওয়ার সডকটি অনেকদিন ধরেই বেহাল হয়ে আছে। গ্রামবাসীদের কথা অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী ওএনজিসি'র প্রজেক্টের বড় বড় গাড়ি চলাচলের কারণে রাস্তাটি আরও বেশি জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। তাই এদিনের অবরোধের জেরে ওএনজিসি'র বেশ কিছ গাডিও রাস্তায় আটকে পডে। দু'দিকে প্রচর গাডি আটকে যাওয়ায় যানজটের সৃষ্টি হয়। কাঁঠালিয়া ব্লুকের অন্তর্গত বাঁশপুকুর পঞ্চায়েতের বনকুমারী টিলা থেকে মরমআলি গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা খুবই বেহাল হয়ে আছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তাই তারা এদিন রাস্তায় বাঁশ ফেলে যানবাহন আটকে দেয়। তারা আরও জানান, ওএনজিসি'র গাড়ির চলাচলের ক্ষেত্রে কেউই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি বলে তাদের অভিযোগ। এদিন প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে রাস্তা অবরোধ চলে।

# চত্বরে নেশার রমরমা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ ফেব্রুয়ারি।। এ যেন সর্যেতেই ভূত লুকিয়ে থাকার মত। মহকুমাশাসক অফিস চত্বরে নেশার আসর বসলেও পুলিশ এবং প্রশাসন একেবারে নীরব দর্শকের ভূমিকায়। ধর্মনগর মহকুমাশাসক অফিসের রাজস্ব শাখার একাংশ লোকজন প্রতিদিন নেশার আসর বসায় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এর সাথে অফিস চত্বরের কয়েকজন দালালও যুক্ত আছে। বিভিন্ন সময় ওইসব দালালদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ অনেক অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্ত প্রশাসন কখনই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সেই সুযোগে দালালচক্র ক্রমাগত সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিজেদের মর্জিমাফিক অর্থ আদায় করে চলেছে। সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করার পাশাপাশি অফিস চত্বরের পরিবেশকেও তারা নম্ভ করছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তাদের কথা অনুযায়ী এক ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নেতার আস্কারায় এই ধরনের আসর চলছে। সেই কর্মচারী নেতার সুবাদেই জন্মের শংসাপত্র থেকে মৃত্যুর শংসাপত্র সবকিছুতেই দালাল চক্রের আস্ফালন চলছে। অভিযোগ, অফিসারদের স্বাক্ষর এবং সিল তারা অবৈধভাবে বানিয়ে নিয়েছে। সেগুলো ব্যবহার করেই চলছে তাদের বেআইনি ব্যবসা। দালাল চক্রের সাথে জড়িত কর্মচারীদের এখন কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। তাদের আয়ের সাথে সম্পত্তির কোন মিল নেই। যদি সঠিকভাবে তদন্ত হয় তাহলে তাদের সম্পত্তির পরিমাণ বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বিগত দিনে যা হয়নি তা এখন হবে তা আশা করাও বৃথা। কিন্তু এলাকাবাসীর প্রশ্ন, অফিস চত্বরে নেশার আসর চললেও কিভাবে প্রশাসন চোখ বন্ধ করে আছে?

ক্ষেত্রের শ্রমিক, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। কাঁকড়াবন কমিউনিটি হল ঘরে সংগঠনের

অনেকে। আলোচনাসভায় ভাষণ রাখতে গিয়ে বিএমএস নেতারা বলেন, ২০১৮ সালে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর তারা বিভিন্ন সময় শ্রমিক, শিক্ষক কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সাথে দেখা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসকপক্ষও তাদের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলোকে মাঠে অবতীর্ণ করছে। এদিনের সভা দেখে অনেকেই মনে করছেন ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই ধরনের কর্মসূচি চলছে।

#### এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী তার সঠিক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কর্মসূচির সূচনা হয়। সেখানে কারণে গোটা এলাকা দিনভর ধুলোময় হয়ে থাকে। এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি পুলিশ তাদেরকে হাতেনাতে ধরে উপস্থিত ছিলেন বিএমএস'র জায়গায় থাকতো তাহলে খড়ের ফেলে। প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদয়পুর, ২০ ফেব্রুয়ারি।। চলাচল তো দূরে থাক, পায়ে হাঁটাও দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ষা শুরু কুঞ্জ রক্ষা করা যেতো। কিন্তু উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রবিবার বিএমএস গোমতী জেলার গোমতী জেলা কমিটির সভাপতি হলেই রাস্তাটি আরও বেহাল হয়ে পড়ে। গ্রামের মানুষ চাইছে অবিলম্বে এলাকাবাসীর চোখের সামনেই রাস্তা সংস্কার করা হোক। তারা আগেই গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ওএনজিসি ছুটে আসেন পুলিশ সুপার ভানুপদ অন্তর্গত কাঁকড়াবন ব্লক ইউনিটের গৌতম দাস, সম্পাদক পার্থ সারথী সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ এবং পূর্ত দফতরের কাছে জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু রাস্তাটি সংস্কারের চক্রবর্তী। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের উদ্যোগে সংগঠিত ও অসংগঠিত ঘোষ, বিশ্বজিৎ চৌধুরী-সহ আরও তবে এই ঘটনার পেছনে কারা

# পরিকল্পনাহীনভাবে কাজ

জাতীয় সড়কে পরিকল্পনাহীনভাবে কাজ চলছে বলে যান চালকদের অভিযোগ। তাই যেকোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে তাদের আশঙ্কা। আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক প্রশস্ত করার কাজ চলছে অনেকদিন ধরে। যে কারণে বহির্রাজ্যে যাওয়া এবং রাজ্যে আসা যানবাহনগুলি বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়ছে। ৮নং জাতীয় সড়কের আঠারোমুড়া পাহাড় এলাকার কাজ নিয়ে এখন চালকরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তাদের কথা অনুযায়ী যেসব জায়গায় রাস্তা বেশি খারাপ সেখানে এখনও কাজ হয়নি। বরং অপেক্ষাকৃত কম খারাপ জায়গায় কাজ চলছে। তাছাড়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিকল্প কোনও ব্যবস্থা না করেই কাজ তাদের আশক্ষা, যেকোনও সময় তেলিয়ামুড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি।। চালিয়ে যাচ্ছে বরাত প্রাপ্ত সংস্থা। এতে করে দূরপাল্লার পণ্যবাহী গাড়িগুলি চলাচল করতে গিয়ে প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

ওই সড়কে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই প্রশাসনের উচিত এখনই সেই কাজে হস্তক্ষেপ করা। চালকদের কথা অনুযায়ী এখন



কয়েক বছরেও কাজ শেষ হবে না। সামনেই বর্ষা মরশুম। তাই বর্ষা মরশুম শুরু হওয়ার আগেই রাস্তার কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়। যখনই কিছুটা বৃষ্টিপাত হয় শত শত গাড়ি জাতীয় সড়কে আটকে পড়ে যায়। অনেক গাড়ি ৫ থেকে ৬দিন রাস্তাতেই আটকে থাকে। এতে করে অন্যান্য যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে। কিছুদিন আগে জাতীয় সড়কের বেহাল দশার কারণেই নাকি একজন লরিচালকের মর্মান্তিক মৃত্যুও হয়েছে। এই ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই দাবি চালকদের। তাই সব অংশের মানুষ চাইছেন জাতীয় সড়কের কাজ যাতে দ্রুত এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়।

#### মাতাবাড়িতে পুজো দিলেন

পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, **২০ ফেব্রুয়ারি।।** রবিবার সন্ধ্যায় মাতাবাড়িতে আসেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদিকা সাজারিতা লাইথফালং। সাথে ছিলেন পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিন্হা, উদয়পুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সৌমিত্র বিশ্বাস, অভিজিৎ সরকার প্রমুখ। মাতাবাড়িতে পুজো দিয়ে কংগ্ৰেস নেত্ৰী বলেন, ২০২৩ সালে রাজ্যে তাদের দল সরকার গড়বে। ইতিমধ্যেই দু'জন বিধায়ক কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। আগামীদিনে আরও অনেক কিছু দেখা যাবে বলে তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেন। তার কথা অনুযায়ী এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সোমবার প্রদেশ কংগ্রেসের সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠক। সেই বৈঠকে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে তার রাজ্য সফর।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২০ ফেব্রুয়ারি।। বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসতেই সিপিআইএম পুরোদমে এখন মাঠে নেমে পড়েছে। গত চার বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি সংগঠিত করতে গিয়ে বারবার বাধার মুখে পড়েছে। কিন্তু এখন তারা যে কায়দায় মাঠে নেমেছে তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট তারা বাধাপ্রাপ্ত হলেও পিছপা হবেন না। যেমনটা এদিন দেখা গেল সাব্রুম ভুরাতলি বাজারে। সিপিআইএম'র রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে ৩৯ মনু বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভুরাতলি বাজারে মিছিল বের হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী। মিছিলটি শুরু হতেই কিছু লোকজন সামনে থেকে এসে বাধা দেয়। সৌভাগ্যবশত ঘটনার সময় পুলিশ বাহিনী সেখানেই উপস্থিত ছিল। তাই পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার

আগেই তারা এগিয়ে আসেন। যায়।তখন সিপিআইএম নেতাদের সিপিআইএম নেতারা জানান, পুলিশের অনুমতি নিয়েই মিছিল বের হয়েছে। অথচ পুলিশকর্তারা একটা সময় সিপিআইএম নেতাদের

বলা হয় তারা যেন তড়িঘড়ি মিছিল করে সেখান থেকে চলে যান। যেহেতু, সিপিআইএম নেতারা বলেন, পরিস্থিতি অশাস্ত হোক তা



মিছিল বন্ধ করে দিতে বলেন। কিন্তু প্রভাত চৌধুরী এতে সায় দেননি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যা কিছু হয়ে যাক তারা মিছিল করবেন-ই। প্রভাত চৌধুরীর বক্তব্যে পুলিশ কিছুটা চাপে পড়ে

কেউই চান না, সেই কথা মাথায় রেখে তারা মিছিল করে সেখান থেকে চলে আসেন। এই ঘটনায় একটা বিষয় স্পষ্ট এখন বাধাবিপত্তি আসলেও সিপিআইএম কর্মসূচি বাতিল করবে না।

# আমার প্রাণের ভাষা

তখন ভাষার জন্ম হয়নি। যখন আদিম মানষ কথা বলত ইশারা-ইঙ্গিতে। বাস করত বনজঙ্গলে কিংবা পাহাড়ের গুহায়। অতঃপর মানুষ ওষ্ঠ আর অধরের মিলনে বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি সৃষ্টি করে মনোভাব প্রকাশ করতে থাকলো। এভাবে চলতে থাকলো হাজারের অধিক বছর। এরপর মাটিতে দাগ কেটে, পাথর বা পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে চিত্র এঁকে ভাবনাগুলোকে স্থায়িত্ব দিতে থাকল। হাজার হাজার বছরের আবর্তে তৈরি হলো বর্ণ তথা বর্ণমালা। সাডে পাঁচশো কোটি বছরের অধিক পুরোনো নবীন এ পৃথিবী নামক গ্রহে এখন সাড়ে তিন হাজারের ওপরে ভাষা বিরাজমান। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে কিংবা গোত্রে তাদের স্বাধীন মত—ভাষাচয়ন হতে থাকল। আমার আত্মা থেকে বড় পবিত্রতায় উচ্চারিত হয় সারা পৃথিবীময় অ, আ, ক, খ। ভাষার ওপর কখনো জোর হতে পারে, জুলুম

ভাষাশহিদরা

আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে

মনীষী-ভাষাবিদদের বাণী।

পাচ্ছে ভাষা আন্দোলনের

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকেরা

যখন অন্যায়ভাবে উর্দুকে

একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে

দিতে উদ্যত হয়েছিল, তখন

প্রতিবাদে, বিক্ষোভে। ১৯৫২

সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪

ধারা ভঙ্গ করে শিক্ষার্থীরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

মিছিল করে এগিয়ে যেতে

থাকলে তাঁদের ওপর গুলি

রফিক, শফিক, জব্বারসহ

অনেকে শহিদ হন। এরপর

চালানো হয়। সালাম, বরকত,

বাঙালির ওপরে চাপিয়ে

বাঙালি ফুঁসে উঠেছিল

দেয়ালে দেয়ালে শোভা

গ্রাফিতি।

রচিত কবিতার বিশেষ পংক্তি,

ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য

এ কামনা করি।

মধ্য দিয়েই একটি

বিশ্ব; মহান শহিদ দিবস ও

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাঙালির

মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক,

দিবসটি উপলক্ষে সরকার

ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা

গঠনের ভিত রচিত

রাজনৈতিক দল ও

সামাজিক-সাংস্কৃতিক

সংগঠনের পক্ষ থেকে

বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ

সকাল সাড়ে ছয়টায় কেন্দ্রীয়

হয়েছিল।'

হয়েছে।

অপরিসীম। এই আন্দোলনের

স্মরণে

ভাষাশহিদদের আওয়ামী লীগ নেতাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

শহিদ বেদিতে ফুল দিয়ে

কৃতজ্ঞচিত্তে ভাষাশহিদদের

স্মরণ করছে জাতি। একুশের

প্রথম প্রহরেই কেন্দ্রীয় শহিদ

হয়েছে এই শ্রদ্ধা নিবেদন।

মিনিটে রাষ্ট্রপতির পক্ষে তাঁর

সালাহউদ্দিন ইসলাম এবং

জেনারেল নকিব আহমেদ

আওয়ামী লীগের নেতারা

ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা

জানান।

পাশাপাশি বিভিন্ন

চৌধুরী কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে

শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর

রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানুষের ঢল।

হয়েছে ভাষা আন্দোলন ও

মিনারে ফুল দিয়ে শুরু

সোমবার মধ্যরাত এক

সামরিক সচিব মেজর

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাঁর

সামরিক সচিব মেজর

জেনারেল এস এম

হতে পারে এমনটি চিন্তা করেনি মানুষ। মানুষের বানানো টাইম স্কেলে প্রস্তর যুগ, লৌহযুগ, ব্রোঞ্জযুগ পেরিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে আধুনিক যুগ। ১৯৪৮ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রক্তের আখেরে রঞ্জিত হলো পৃথিবীর মাটি। সে মাটি আমার বাংলা। যে মাটির ঘ্রাণে পাগল হয়েছে ওলন্দাজ, গোলন্দাজ, ডাচ, ফরাসি, ইংরেজসহ অনেক জাতি। সেই উর্বর মৃত্তিকা সিক্ত হলো সালাম, শফিক, রফিক, বরকত, জব্বার, ওহিউল্লাহসহ অনেকের তাজা রক্তে। তাঁদের রক্তের বুননে আজ আমার শিশুর চিৎকার 'মা'। আমার প্রাণের ভাষা বাংলা

# 'গোবর-ধন' ভোটের দিন ঘরবন্দি সোনু है

প্রকল্প

কোনও বর্জ্য উৎপাদন হবে না।

মধ্যপ্রদেশ সরকার ঠিক করেছে

ইন্দোর শহরে ৪০০ বাস এবং দেড়

হাজার ছোট গাড়ি চালানো হবে এই

কাঠের তৈরি

এনফিল্ড

তিরুবনন্তপুরম, ২০ ফেব্রুয়ারি।।

শখ আর অদম্য ইচ্ছা যে মানুষকে

কতদূর পৌঁছে দিতে পারে, তারই

নিদর্শন রাখলেন কেরলের এক

বিদ্যুৎ মিস্ত্রি। কাঠ দিয়ে হুবহু

এনফিল্ড বুলেট মোটরবাইক তৈরি

করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি।

নাম জিদহিন করুলাই। বছর দুয়েক

আগে নানা রকম কাঠ দিয়ে

মোটরবাইকটি বানানো শুরু করেন

করুলাই। পেশায় এক জন বিদ্যুমিস্ত্রি

হলেও কাঠ দিয়ে নানা রকম মূর্তি

তৈরির প্রতি ঝোঁক তার শৈশব

থেকেই। এর আগে ছোট একটি

বাইক বানিয়ে সংবাদের শিরোনামে

এসেছিলেন করুলাই। কিন্তু এ বার

প্রমাণ সাইজের বুলেট বানিয়ে

সকলকে চমকে দিয়েছেন তিনি।

দেখে বোঝার উপায় নেই যে, সেটি

কাঠের তৈরি। এমনকি বাইকের

চাকাও কাঠ দিয়েই তৈরি করেছেন

আগে এই বাইক তৈরি করা শুরু

করেন। মালয়েশিয়ান কাঠ, সেগুন

কাঠ দিয়ে বাইকের নানা অংশ তৈরি

করেছেন। এই কাজে আসল

এরপর দুইয়ের পাতায়

**চন্ডীগড়, ২০ ফেব্রুয়ারি।।** ভোটারদের প্রভাবিত করছেন বলিউড অভিনেতা! পাঞ্জাবের মোগা বিধানসভার বিভিন্ন নির্বাচনি কেন্দ্রে ঢোকার চেষ্টা করছেন। রবিবার এমন অভিযোগ উঠল সোনু সুদের বিরুদ্ধে। **ভোপাল, ২০ ফেব্রুয়ারি।।** গোবর অভিযোগ পাওয়া মাত্র কড়া ব্যবস্থা নেয় নির্বাচন কমিশন। মাঝপথে দিয়ে তৈরি হবে সিএনজি। আর সেই অভিনেতার গাডি আটকে দেওয়া হয়। ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাডির জ্বালানি দিয়ে চলবে বাস। একই বাইরে পা রাখতে পারবেন না তিনি। এমন নির্দেশই দিয়েছে কমিশন। সঙ্গে স্বচ্ছ ভারত ও প্রাকৃতিক গ্যাস যদিও ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উডিয়ে দিয়েছেন সোন। উৎপাদন প্রকল্পে উদ্যোগী হল পাঞ্জাবে একদফায় বিধানসভার ১১৭ আসনে ভোটগ্রহণ চলছে। এবার মধ্যপ্রদেশ সরকার। শনিবার সূচনা সেখানকার মোগা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের হয়ে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্রিতা করছেন হল দেশের প্রথম "গোবর-ধন" সোনু সুদের বোন মালবিকা সুদ। অভিযোগ ওঠে, এদিন সকালে মোগার প্রকল্পের। দিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি বিভিন্ন বুথে যাচ্ছিলেন সোনু। বুথে ঢোকার চেম্ভা করতেই তাঁকে ইন্দোরের সেই প্রকল্পের সূচনা আটকানো হয়। পরে অভিনেতাকে বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। এ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রসঙ্গে মোগা জেলার ভোটের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রভাদীপ সিং হাজির ছিলেন মধ্যপ্রদেশের জানিয়েছেন, সোনু সুদ বাড়ির বাইরে পা রাখলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া রাজ্যপাল মঙ্গুভাই প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ শিবরাজ সিংহ চৌহান। এ ছাড়াও অস্বীকার করেছেন অভিনেতা। সোনুর পালটা অভিযোগ, ফোন করে ছিলেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিংহ ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে বিরোধীরা। বিশেষ করে আকালি দলের বিরুদ্ধে পুরী ও নরোত্তম মিশ্র এই প্রকল্প এই অভিযোগ উঠছে। সোনুর কথায়, "ভোটাররা জানাচ্ছিলেন, তাঁদের তৈরি হয়েছে ইন্দোরের ভয় দেখানো হচ্ছে। অনেক বুথে ভোট প্রভাবিত করতে টাকা বিলি করা দেবগুরাড়িয়া এলাকায়। এখানে হচ্ছিল। অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে আমরা বুথে যাচ্ছিলাম। তাই আমরা বেরিয়েছিলাম। এখন আমরা বাডিতেই আছি।" প্রতিদিন ৫৫০ টন গোবর থেকে গ্যাস উৎপাদন হবে। প্রধানমন্ত্রীর কংগ্রেস একক শক্তিতে যে তিন রাজ্যে ক্ষমতায় আছে, সেগুলির মধ্যে একটি হল পাঞ্জাব। কিন্তু গড বাঁচাতে এবার কঠিন চ্যালেঞ্জের মখোমখি দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে এই প্রকল্প থেকে প্রতিদিন ১৭ হাজার টন হতে হচ্ছে নভজ্যোত সিং সিধু, চরণজিৎ সিং চান্নিদের। একে তো দলের সিএনজি ছাড়াও ১০০ টন প্রাকৃতিক অন্দরের কলহ, তার উপর আবার দিল্লি মডেলকে সামনে রেখে সার উৎপাদন হবে। একই সঙ্গে দাবি অরবিন্দ কেজরিওয়ালদের প্রচার। সেই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে করা হয়েছে, পরিবেশবান্ধব এই আকালি দলও। বিজেপি এবং ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের পাঞ্জাব লোক প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য হল এখান থেকে কংগ্রেসের জোট অনেক অঙ্ক ওলট-পালট করে দিতে পারে।

### শান্তিতেই মিটলো পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের তৃতীয় দফার ভোট

চন্ডীগড়/ লখনউ, ২০ ফেব্রুয়ারি।। বিক্ষিপ্ত কিছু অভিযোগ থাকলেও মোটের উপর শান্তিতেই মিটলো উত্তরপ্রদেশের তৃতীয় দফার ভোট। একইসঙ্গে ভোট শেষ হল পাঞ্জাবেও। নির্বাচন কমিশন জানায়, বিকেল ৫টা পর্যন্ত পাঞ্জাবে ভোট পড়েছে ৬৩.৪৪ শতাংশ এবং উত্তরপ্রদেশে ভোট পড়েছে ৫৭.৪৪ শতাংশ। উত্তরপ্রদেশে এদিন ভোট হয় ৫৯টি বিধানসভা আসনে। উত্তরপ্রদেশে মূল লড়াই বিজেপি বনাম এসপি জোট হলেও পাঞ্জাবে লড়াই বহুমুখী। এদিন পাঞ্জাবে ভোটের বুথে ঢোকার চেষ্টার অভিযোগে অভিনেতা সোনু সুদের গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে নেয় পাঞ্জাব পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে পাঞ্জাবের মোগা জেলায়। এ দিকে উত্তরপ্রদেশে সকাল ৭টায় ভোট শুরু হতেই ইভিএমে গোলমালের অভিযোগ করতে থাকে এসপি। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে কমিশন। এ দিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন সম্ভ্রীক এসপি প্রধান অখিলেশ। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, "প্রথম দুই দফায় শতরান করে ফেলেছে এসপি জোট। পরের দুই দফায় দ্বিশতরানের লক্ষ্যে এগোচ্ছি।" অখিলেশকে পাল্টা জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার তাঁর জনসভা ছিল উত্তরপ্রদেশেরই হরদইয়ে। সেখান থেকে অখিলেশের নাম না নিলেও 'পরিবারবাদ' নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। বলেন, ''আমি উত্তরপ্রদেশের একজন সাংসদ। কিন্তু পরিবারবাদীরা ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত আমাকে কোনও কাজ করতে দেননি।" তাঁর কটাক্ষ, "মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী নিজের আসন নিয়েই নিরাপদে নেই। তাই অসুস্থ বাবাকে এনে দাঁড় করাতে হচ্ছে!"

#### ভারতীয়দের ইউক্রেন ছাড়ার নির্দেশ

কিয়েভ, ২০ ফেব্রুয়ারি।। ইউক্রেন পরিস্থিতি ক্রমশ আরও ঘোরালো হচ্ছে।আমেরিকার আশঙ্কা, যে কোনও মুহুর্তেহামলা করতে পারে রাশিয়া।এই পরিস্থিতিতে সে দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য দেশ ছাড়ার ফরমান জারি হল। একান্ত প্রয়োজনীয় না হলে সে দেশে বসবাসকারী পড়ুয়া এবং ভারতীয় নাগরিকদের যত দ্রুত সম্ভব ইউক্রেন ছাড়তে বলা হয়েছে টোটা গোষ্ঠীর এয়ার ইন্ডিয়া আগামী ২২, ২৪ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনটি বিশেষ বিমান চালাবে। ইউক্রেনের বৃহত্তম বিমানবন্দর বরিস্পিল থেকে ভারতীয়দের নিয়ে বিমান তিনটি ভারতে ফিরবে। তবে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জারি করা ফরমানে বলা হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব ইউক্রেন ছাড়তে। সে ক্ষেত্রে পড়ুয়ারা সংশ্লিষ্ট 'কন্ট্রাক্টর'দের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেশে ফেরার তোড়জোড় শুরু করুক, এমনই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগেও একবার পড়ুয়াদের দেশে ফেরার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল কিয়েভের ভারতীয় দৃতাবাস বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশ মন্ত্রক ২৪ ঘণ্টার কন্টোল রুম খুলেছে। সেখানে এই সংক্রান্ত যে কোনও প্রয়োজনে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

# ভোটের আগে মণিপুরে

বিধানসভা নির্বাচনের আর বাকি রয়েছে ৭দিন। ভোটের মুখেই রাজনৈতিক হিংসায় জড়াল রাজ্যের দুটি রাজনৈতিক দল। শনিবার মণিপুরে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-এর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের কয়েকটি জেলায় সংঘটিত প্রাক-নির্বাচনি হিংসার জন্য একে অপরকে দোষারোপ করেছে দুটি দল। পূর্ব ইম্ফল জেলার আন্দ্রো নির্বাচনি এলাকায় শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই বিজেপি-এনপিপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। একাধিক জাতীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে এই রাজনৈতিক সংঘর্ষে অন্তত সাতজন আহত হয়েছে এবং প্রায় ৬টি বাড়ি এবং ৫টি গাডি বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপরই শনিবার করুলাই। তিনি জানিয়েছেন, দু'বছর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং জানিয়েছেন, যে আন্দ্রো বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক-নির্বাচনের সহিংসতার তদন্ত শুরু করা হয়েছে বিজেপির কোনও

করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, যে বিরোধী বিধায়ক প্রার্থীরা তাঁদের নিরাপতার অপব্যবহার করছেন এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য তাদের দেওয়া সশস্ত্র পুলিশদের ভুলপথে চালিত করছে! প্রসঙ্গত, শুক্রবার



সিংয়ের দাবি, তাঁর বাবা নির্বাচনি রয়েছে এল. শ্যামজাই, এনপিপি

#### ইম্ফল, ২০ ফেব্রুয়ারি।। মণিপুর সমর্থক-নেতা-কর্মীর এই ঘটনায় প্রাক্তন বিধায়ক ও বিজেপি প্রার্থী টি জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার শ্যাম কুমারের গাড়িচালক তাকেল্লাম্বাম থোবিমাচা রয়েছে।

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাতে মণিপুরের আন্দ্রো নির্বাচনি যদিও বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে এলাকায় হিংসা ছড়িয়ে পড়ার পর দিয়ে এনপিপিও পদ্মব্রিগেডের অন্তত সাতজনকে হাসপাতালে ভর্তি বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে করেছে। এনপিপি নেতা সঞ্জয়

## এরপর দুইয়ের পাতায়

এরা দু'জনেই গুলিবিদ্ধ হন।

সংঘর্ষের সময় বিজেপির আন্দ্রো

মণ্ডলের সভাপতি ইনচার্জ মেহৌবম

বাবুর পরিবারের সদস্যরাও আহত

হয়েছেন। তাদের সবাইকে ইম্ফলের

#### প্রার্থী সঞ্জয় সিংয়ের বাবা এবং কেজরিওয়ালের নামে মামলা

এরপর দুইয়ের পাতায়

**চন্ডীগড়, ২০ ফেব্রুয়ারি।।** নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পাঞ্জাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সাহেবজাদা অজিত সিং নগরের ফেজ-১ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসএসপি হারজিৎ সিং বলেছেন যে আইপিসি ধারা ১৮৮ এর অধীনেই দায়ের হয়েছে মামলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিরোমণি আকালি দলের তরফে সম্প্রতি আপ-এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করা হয়েছিল। তাদের স্পষ্ট অভিযোগ ছিল যে আম আদমি পার্টি নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে। এমনকি আকালি দলের সহ-সভাপতি এই বিষয়ে একটি ভিডিও নির্বাচন কমিশনে জমাও দিয়েছেন। তারপরেই নডেচডে বসে পুলিশ। আকালি দলের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল একটি ভিডিও বার্তা জারি

আমার মনকে আঘাত করেছে ভীষণ। হয়তো মেয়ে

হওয়াতে উৎকর্ষ জীবন গঠনের উৎসাহ পাইনি পিতার

কাছ থেকে। আপনারা 'মেয়ে' নামে যে কুসংস্কার ও

অবক্ষয় মূলক সামাজিক চেতনা পোষণ করেন, তার-ই

পরিণতি আমি। আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার। আপনার

মেধাবী ছাত্রীটি ঘৃণার আতুর ঘর থেকে বেরিয়ে একটু

ভালোবাসা পাওয়ার স্পর্ধা দেখিয়েছে বলে আপনার

সম্মুখে এসে আশীর্বাদ নিতে সাহস করে না। আপনার

আশীর্বাদ আমাদের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর চিরকালীন সম্পদ।

এর থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না,স্যার। ভালো

থাকবেন।'অতীতের কিছু স্মৃতি, এভাবেই আমাকে মাঝে

মাঝে ভাবিয়ে তোলে। কল্পনার অবগুষ্ঠনে ভেসে বেড়ায়

মনের আনাচে কানাচে কতকগুলো সামাজিক অবক্ষয়ের

প্রতিধ্বনি। মননের চেতনা গতিহীন হয়ে পড়ে নীরব

ক্ষোভ-হতাশার চক্র জালে। বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে

চেতনার সম্মুখে হাসি দেই,কিন্তু অন্তরে ওরা আমার

কাছে শ্রদ্ধা পাবার যোগ্যই নয়; বরং অত্যন্ত

ভদ্রবেশী ঘৃণিত জীব হিসাবেই প্রতিভাত হয়।

## বিরোধী ঐক্যের লক্ষ্যে

মুম্বাই, ২০ ফেব্রুয়ারি।। মোদি-বিরোধী ঐক্য তৈরিতে বিশেষ বিমানে মুম্বই উড়ে গেলেন কেসিআর। বৈঠক আরও এক কদম। মুম্বইয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে ও এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠক তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীকে চন্দ্রশেখর রাওয়ের। ২০২৪ লোকসভার আগে দেশে অ-কংগ্রেসি জোট গঠনের লক্ষ্যে এই বৈঠককে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ক'দিনের মধ্যেই তিনি তেলেঙ্গানা গিয়ে কেসিআর (কে চন্দ্রশেখর রাও এই নামেই রাজনৈতিক মহলে পরিচিত)-এর সঙ্গে বৈঠক করবেন।

হল শিবসেনা প্রধান ও এনসিপি প্রধানের সঙ্গে। দুই মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজও সারেন। বৈঠক শেষে কেসিআর বলেন, "আমি মহারাষ্ট্রে এসেছি রাজনীতি ও স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর দেশের অগ্রগতির ভবিষ্যত অভিমুখ নিয়ে আলোচনা করতে। উদ্ধবের সঙ্গে দেখা করে দারুণ ভাল লাগলো। আমরা বহু বিষয় আলোচনা করেছি। এই দেশে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা

#### আমার মতোই ভাবেন, তাঁদের সকলের সঙ্গেই আলোচনা করব। আমরা এর মধ্যেই হায়দরাবাদ কিংবা অন্য কোনও জায়গায় মিলিত হব।" সামগ্রিকভাবে সেই দৌত্যেরই অঙ্গ হিসেবে রবিবার

# এক মেধাবী ছাত্ৰ

শ্রীমন্ত দেবনাথ আবদ্ধ হয় ও বিয়ে করে নেয়। মা-বাবা একপ্রকার বাধ্য হয়েই কন্যাদান সামাজিক ভাবে সম্পন্ন করলেন। একদিন ওর মায়ের সাথে পথে দেখা হলে তিনি জানান, 'মেয়েটি নিজের কপাল,নিজের ভাগ্যকে নিজের হাতে নষ্ট করলো।

আর যাই হোক দাদা, মেয়ে তো পরের সম্পদ,ঘরে আটকে রাখতে পারবো না, তাই বিয়ে দিয়ে দিলাম।' এই বলে তিনি বিদায় নিয়ে হেঁটে হেঁটে সরে যাচ্ছেন উনার গন্তব্যের দিকে। আর আমি কয়েক মূহুর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম একটি মেয়ের। নীরব বেদনার নীরব সাক্ষী হয়ে। আর অদৃশ্য অবয়বে নতজানু হয়ে যেন সে আমাকে বলছে, স্যার, আমি ক্ষমাপ্রার্থী! আমাকে পরের ঘরের সম্পদ বলে সর্বদা অবহেলা করা হতো। জন্মদাতা পিতার ব্যবহার,অন্যায়,অনৈতিক কাজকর্ম

আসতো। যখনই কোন শিক্ষার্থীর আশানুর্বপ পঠন-পাঠন প্রতিফলিত হতো না তখনই কারণ অনুসন্ধানে কিছু বিষয় মনের গভীরে দাগ কাটতো। একদিন এক নবম শ্রেণীর ছাত্রীর কাছে জানতে চাইলাম, 'তোমার প্রয়োজনীয় বইগুলো কিনতে দেরি হচ্ছে কেন ?' ছুটির পর ঘরে এসে জানালো ওর বাবা ভীষণ কৃপণ প্রকৃতির। ওর বাবাকে অনেকবার জানানোর পরেও বইগুলো আনছেন না। মেধাবী হওয়াতে একপ্রকার মনের তাগিদে ওর নবম ও দশম শ্রেণীর কিছু বই আমি পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করে দিলাম আমার মাসিক পারিশ্রমিক মূল্য ওর মা দিয়ে যেত। ছাত্রীটির কাছ থেকে জানতে পারলাম,ওর মা কয়েকজন নার্সারি ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে আমার বেতন দেন। একদিন কৌতৃহল বশতঃ ওদের বাড়িতে গেলাম। ওর বাবা তখন বাড়িতে ছিল না। তবুও পারিপার্শ্বিক কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম ওর বাবা ভালোই সম্পদশালী। ছাত্রীটির বাড়িতে বসেই ভাবছি,একজন হীনমন্য পিতা তার কর্তব্য পালনে সন্তানের প্রতি বাৎসল্য ও ব্যয়-এ বৈষম্য করছেন।অথচ তিনি জানেন না যে তার অজান্তেই সন্তানের অন্তরে গভীর ঘৃণা পুঞ্জীভূত হচ্ছে পিতার প্রতি প্রতিটি ক্ষণে নীরবে। মাধ্যমিকে সে ভালো

চলাকালীন সময়ে সে একটি ছেলের ভালোবাসায়

গৃহশিক্ষকতার সূত্রে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পারিবারিক বিষয়গুলোর কিছু কিছু আমার গোচরে নম্বর নিয়েই পাশ করে এবং বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে একাদশ শ্রেণীতে পড়া শুরু করে। দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠ

কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু ভবনসহ সারা দেশে দলের সব শাখা কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ ও কালো পতাকা উত্তোলন করবে। সকাল সাতটায় কালো ব্যাজ ধারণ, প্রভাতফেরিসহ আজিমপুর কবরস্থানে ভাষাশহিদদের কবরে ও কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করবে। বিএনপি সকাল ছয়টায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশে দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ ও কালো পতাকা উত্তোলন করবে। কালো ব্যাজসহ ভোরে বলাকা সিনেমা হলের সামনে জমায়েত এবং প্রভাতফেরিসহ আজিমপুরে ভাষাশহিদদের কবর জিয়ারত করবেন দলের নেতা-কর্মীরা। এরপর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে

শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন তাঁরা।

শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে মহান শহিদ দিবস পালন করে আসছে। ১৯৯৯ সালে ইউনেসকো দিবসটিকে হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মহান শহিদ দিবস ও উপলক্ষে পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. শেখ হাসিনা। 'বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও চেতনা আজ অনুপ্রেরণার ধারণ করে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক, লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত

হোক, গড়ে উঠুক নিজস্ব

থেকেই জাতি শহিদদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন, সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের অবিরাম উৎস। এ চেতনাকে নতুন রং করা হয়েছে। লেখা

সামাজিক—সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের মানুষ শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ফুল হাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একের পর এক দলবদ্ধ হয়ে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন তারা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে না হতেই বাঙালির ঘাড়ে চেপে বসে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। তারা মায়ের ভাষা বাংলার অধিকার কেড়ে নিতে উদ্যত হয়। কিন্তু বীর বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত করে রাজপথ। পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে মায়ের ভাষা। আজ সেই অমর একুশে ফেব্রুয়ারি। এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের মূল বেদিতে আঁকা হয়েছে আলপনা। আশপাশের রাস্তা ও দেয়ালে

আমার-আপনার এদিক ওদিক তাকান, দেখবেন এমন অনেক পিতা-মাতা আছেন যারা ছেলেকে ইংরেজি মাধ্যমে আর মেয়েকে বাংলা মাধ্যমে পড়ান। আবার এমন অনেক মেধাবী মেয়ে আছে মাধ্যমিকে ভালো নম্বর পেয়েও সম্পদশালী পিতা হওয়া সত্বেও পছন্দের বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়তে পারছে না। এই সকল হীনমন্য, উদাসীন এবং কুসংষ্কারাচ্ছন্ন পিতা মাতার দৃষ্টান্ত আমার নজরে অনেক আছে। ওদেরকে সামাজিক

১ পয়েন্ট

পেলো রঞ্জি দল প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি

আগরতলা, ২০ ফব্রুয়ারিঃ

ব্যাটসম্যানদের দৌলতে রঞ্জি

ট্রফির প্রথম ম্যাচে ১ পয়েন্ট

রানের পাহাড প্রমাণ চাপ

ছিল ক্রিকেট মহল। তবে

পেলো ত্রিপুরা। হরিয়ানার ৫৫৬

ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানরা সামলাতে

পারবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কিত

বিশাল-র নেতৃত্বে দলের ব্যাটিং

লাইনআপ নিজেদের অবিশ্বাস্য

উচ্চতায় তুলে নিয়ে সম্মানজনক

ড্র করতে পেরেছে। হরিয়ানার

৫৫৬ রানের জবাবে রবিবার

ত্রিপুরার প্রথম ইনিংস শেষ হয়

৪৩৬ রানে। দিল্লির এয়ারফোর্স

কমপ্লেক্স মাঠে এদিন ত্রিপুরার

হয়ে অসমাপ্ত ইনিংস শুরু করে

বিশাল ঘোষ এবং রজত দে।

ভালোভাবেই দলকে এগিয়ে

নিয়ে যায় তারা। শেষ পর্যন্ত

১৫৯ রানে থেমে যায় বিশাল।

অসাধারণ ধৈর্য্যশীল ব্যাটিং-র

অন্যতম সেরা ইনিংসটি খেললো

এই প্রতিভাবান ক্রিকেটার। এই

নমুনা দেখিয়ে ক্যারিয়ারের

ইনিংসটি নিঃসন্দেহে তার

ক্রিকেট ক্যারিয়ারকে বাড়তি

অক্সিজেন জোগাবে। এরপর

ত্রিপুরার ইনিংসকে টেনে নিয়ে

যাওয়ার দায়িত্ব নেয় রজত দে।

চমৎকার একটি ইনিংস উপহার

দিলো রজত। তার ব্যাট থেকে

বেরিয়ে আসে ৬৭ রান। এরপর

মণিশংকর (২৫) এবং অজয়

সরকার-র (১৩) সৌজন্যে

হরিয়ানার হয়ে ৬টি উইকেট

তুলে নেয় সদ্য জাতীয় দলে

সুযোগ পাওয়া জয়ন্ত যাদব।

এরপর নিয়মরক্ষার দ্বিতীয়

ইনিংসে ব্যাট করতে নামে

হরিয়ানা। ১ উইকেটে ৮১ রান

করার পর ম্যাচ শেষ হয়। প্রথম

ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে ৩

পয়েন্ট পেয়েছে হরিয়ানা। ১

পয়েন্ট পেয়েছে ত্রিপুরা। তবে

গোটা দলের ব্যাটিং লাইনআপ

ত্রিপুরা করে ৪৩৬ রান।



# য়ন ফরোয়ার্ড ক্লাব

ক্লাব। বাঁ দিক দিয়ে তীব্ৰ গতিতে বল নিয়ে ঢুকে পড়ে ভিদাল। এগিয়ে চল সংঘ-র রাইট ব্যাক বীরনারায়ণ জমাতিয়া-কে গতিতে পরাস্ত করে বক্সে নিখুঁত মাইনাস করে। এগিয়ে চল সংঘ-র গোলকিপারের হাত ফসকে বল বেরিয়ে আসে। ফাঁকায়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, অসাধারণ ফুটবল খেললো। যার মিনিট পরই এগিয়ে যায় ফরোয়ার্ড আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ কোন জবাবই দিতে পারলো না ২০১৬-তে শেষবার প্রথম ডিভিশন এগিয়ে চল সংঘ। ম্যাচের প্রথম ১৫ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল শহরের মিনিট কিছুটা লড়াই করেছিল ঐতিহ্যশালী ফরোয়ার্ড ক্লাব। পাঁচ এগিয়ে চল সংঘ। ম্যাচ যত গডালো বছর পর ফের মুকুট ধরা দিলো। ততই উধাও হয়ে গেলো তারা। রবিবার খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে রাখাল শিল্ডের ফাইনালের পর সিনিয়র লিগের প্রাথমিক পর্বেও আসরের অন্যতম ফেভারিট এগিয়ে



হয়েছিল ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। এদিন

দিয়ে খেতাব দখল করলো ফরোয়ার্ড

বিজেপি রাজ্য সভাপতির নেতৃত্বে

রাজ্য ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা

টিসিএ আজ কতটা ক্রিকেট উন্নয়ন

মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রের

অন্যতম ক্রিকেট ক্লাব শতদল সংঘ।

মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে রাতারাতি

দীর্ঘদিনের প্রতিনিধিকে সরিয়ে

মানিক সাহা-কে শতদল সংঘের

ক্রিকেট প্রতিনিধি করে টিসিএ-তে

পাঠানো হয়। মানিক সাহা শতদল

সংঘের প্রতিনিধি থেকে টিসিএ-র

মূল্যবান ৩৫ রান।বল হাতে মোক্ষম

সময়ে দু'টি উইকেট। রবিবারের

ইডেন গার্ডেন্স মাতিয়ে দিলেন

বেঙ্কটেশ আয়ার। ভারত তথা

কেকেআর ক্রিকেটারের অনবদ্য

পারফরম্যান্সে এক দিনের সিরিজের

পর টি-টোয়েন্টি সিরিজেও ওয়েস্ট

ইন্ডিজকে চুনকাম করল ভারত।

রোহিত শর্মার দল রবিবার জিতল

১৭ রানে। সেই সঙ্গে আইসিসি-র

টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে

চলে এল ভারত। বিরাট কোহলি

এবং ঋষভ পন্থকে বিশ্রাম দেওয়ায়

তাঁরা আগেই দল ছেড়ে

গিয়েছিলেন। টস করার সময়েই

রোহিত চমক দেন। জানান,

রবিবারের ম্যাচে ওপেন করতে

নামবেন ঈশান কিষন এবং রুতুরাজ

গায়কোয়াড়। দলের স্বার্থে তিনে

নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রোহিত।

তবে আদতে দেখা গেল, তিনি

নেমেছেন চারে। তিনে পাঠিয়ে দেন

শ্রেয়স আয়ারকে। তবে ওপেনিংয়ে

সুযোগ দেওয়া হলেও তা কাজে

লাগাতে পারলেন না রুতুরাজ।

তৃতীয় ওভারেই তুলে মারতে গিয়ে

করেনি। যদিও ২ মিনিটের মধ্যেই ম্যাচে সমতা নিয়ে আসে এগিয়ে চল সংঘ। অ্যারিস্টাইড-র কাছ থেকে বল পেয়ে দ্রুতগতিতে বক্সে ঢকে গোল লক্ষ্য করে জোরালো শট করে দেবাশিস রাই। পোস্টে লেগে বল গোলে ঢকে যায়। গোল হজম করেও কিন্তু মোটেই হতোদ্যম হয়নি ফরোয়ার্ড ক্লাব। যথারীতি আক্রমণের ধারা বজায় রাখে। ১৮ মিনিটে ফের এগিয়ে যায় তারা। ভিদাল, চিজোবা-র যুগলবন্দিতে ●এরপর দুইয়ের পাতায়

সদে-আসলে সব কিছ আদায় করে ক্লাব। উমাকান্ত মাঠে এদিন নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। শুরু থেকেই আক্ষরিক অর্থেই ফরোয়ার্ড সুনামি দেখা গেলো। যা গোটা এগিয়ে চল এদিন অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব সংঘ-কে অতলে ডবিয়ে দিলো। ছিল ফরোয়ার্ড ক্লাবের। প্রাথমিক ম্যাচের শুরু থেকে শেষ একই লক্ষ্য ছিল, প্রথম দিকেই গোল তুলে নেওয়ার। আট মিনিটেই সযোগ সুযোগটাও হাতছাড়া হয়। এক

গতিতে খেলে, আক্রমণাত্মক এসেছিল তাদের। ভিদাল-র কাছ ফুটবলের ধারা বজায় রেখে শেষ করলো এগিয়ে চল সংঘ-কে। থেকে বল হয়ে সুকান্ত-র শট ফরোয়ার্ড ক্লাবের দুই বিদেশি লক্ষ্যভ্ৰস্ত হয়। ১১ মিনিটে চিজোবা এবং ভিদাল যথারীতি চিজোবা-র নিখুঁত সেন্টার থেকে পা অনবদ্য। পাশাপাশি এদিন প্রীতম ছোঁয়ালেই গোল। কিন্তু এই হোসেন, সানা, ইয়ামি-রাও

সদর অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট

# খোদ টিসিএ সভাপতির

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, সভাপতি হওয়ার পর গত ৩০ মাসে এমন দশাই হবে। যিনি নিজের আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ নাকি একদিনের জন্যও শতদল ক্লাবের দল গড়তে ব্যর্থ, যিনি ৩০ সংঘের ক্রিকেট দলের কোন খোঁজ মাসে নিজের ক্রিকেট ক্লাবের কোন নেননি মানিক সাহা। এবার সদর খোঁজ রাখেননি তিনি টিসিএ-র বা অন্ধর্ব ১৫ ক্রিকেট নাকি দেরিতে ক্রিকেটের কি উন্নয়ন করবেন। করতে পেরেছে বা রাজ্য ক্রিকেটকে শুরু হওয়ার অন্যতম কারণ শতদল অভিযোগ, গত ৩০ মাসে রাজ্য টিসিএ সভাপতি হিসাবে মানিক সংঘ। কিন্তু তারপরও শতদল সংঘ ক্রিকেটকে খতম করে দিয়েছেন পারোন এবার সদর অনুধর্ব ১৫ - মানিকসাহা-রা।দুর্হাসজন ধরে বন্ধ রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র মহকুমা ক্রিকেট। এবার সদর অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেটে হাওয়া শতদল সংঘ।জানা গেছে, এতদিন যারা শতদল সংঘের ক্রিকেট দলের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সব সময় খোঁজ নিতেন এবং দল গঠনের কাজ করতেন মানিক সাহা বাইরে থেকে এসে টিসিএ-তে ক্লাবের প্রতিনিধি হওয়ার পর তাদের নাকি ক্রিকেট নিয়ে তেমন আগ্রহ নেই। শতদল সংঘের এক প্রাক্তন প্রতিনিধি টিসিএ-তে নির্বাচক হয়ে লক্ষ টাকা রোজগার করলেও ক্লাবের (শতদল সংঘ) কোন কাজে নাকি

ক্রিকেটে দল নামাতে। ক্রিকেট আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট, বন্ধ মহলের অভিযোগ, প্রথমতঃ মহকুমা ক্লাব ক্রিকেট, বন্ধ মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রের ক্লাব শতদল সংঘ, দ্বিতীয়তঃ টিসিএ সভাপতি মানিক সাহা শতদল সংঘ থেকে এসেছেন। প্রশ্ন হচছে, যেখানে শতদল সংঘের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতির যোগাযোগ রয়েছে সেখানে কি না টিসিএ-র সদর অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেটে নেই শতদল সংঘ ? ক্রিকেট মহলের দাবি, টিসিএ সভাপতি হিসাবে মানিক সাহা কতটা ব্যর্থ তা টিসিএ-র সদর অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটেই প্রমাণিত। ক্রিকেট মহলের বক্তব্য, মানিক সাহা-র

#### মতো সভাপতি থাকলে ক্রিকেটের সভাপতি হন। অভিযোগ, টিসিএ-র ●এরপর দুইয়ের পাতায় টি২০ সিরিজেও পোলার্ডদের চুনকাম কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। ব্যাটে



১০। দ্বিতীয় উইকেটে শ্রেয়স এবং মানিয়ে নিতে পারেননি। একটি চার

ঈশান বরং অনেক বেশি পরিণত মানসিকতা দেখালেন। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ভারতের ইনিংস।জুটি ৫০ পেরনোর পরেই ধাক্বা খেল ভারত। হেডেন ওয়ালশকে তুলে মারতে গিয়ে ফিরলেন শ্রেয়স (২৫)। পরের ওভারেই সাজঘরে ঈশানও (৩৪)। টানা দু'উইকেট হারিয়ে তখন কিছুটা চাপে পড়ে যায় ভারত। সেই চাপ আরও বাড়ে রোহিতও ফিরে যাওয়ায়। ওপেনার হিসেবে নামা রোহিত চারে নেমে

সূর্যকুমার এবং বেঙ্কটেশের তাণ্ডব। ১৫ ওভারে এক সময় ভারতের স্কোর ছিল ৯৮।মনে করা হয়েছিল. ১৪০-১৪৫-এর বেশি উঠবে না। কিন্তু সব হিসেব বদলে দিলেন এই দুই ব্যাটার। কোনও ক্যারিবিয়ান বোলারকেই রেয়াত করেননি দু'জনে। কোমরের পাশ দিয়ে হালকা ফ্লিক করে ছয় মারা যেন অভ্যেস করে ফেলেছেন সুর্য। রবিবারও সেই জিনিস দেখা গেল। এমনকী, সবাইকে চমকে দিয়ে বেঙ্কটেশও একই ধরনের শট খেললেন। মারলেও ক্রিজে যেন সেই স্বাচ্ছন্য

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ছিল না। ৯৩ রানে চার উইকেট

পড়ে যায়।এরপরেই শুরু হয়

# ছয় গোল, লজ্জায় স্থিয়মাণ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ফুটবল। এটাও বুঝিয়ে দিলো যে, ফলে তার সময়টা ছিল এগিয়ে চল আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ সাল ১৯৭৫। কলকাতা লিগ ফুটবলে মুখোমুখি হয়েছিল দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান। মোহনবাগানকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল ইস্টবেঙ্গল। এক মাস ধরে মোহনবাগান সমর্থকদের কান্নার শব্দ শোনা গিয়েছিল গোটা পশ্চিমবাংলা জডে। বেশ কয়েকজন সমর্থক এই পরাজয়ের লজ্জা মানতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ৪৭ বছর পরও এই লজ্জা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে মোহনবাগানকে। ৫ গোলের সেই জবরদস্ত ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেননি মোহনবাগানিরা। ৬ গোলের ধাক্কা আদৌ সামলাতে পারবে এগিয়ে চল সংঘ ? এমন নয় যে তারা রবিবার ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে আন্ডারডগ হিসাবে খেলতে নেমেছিল। দুইটি সমশক্তিসম্পন্ন দলের লড়াই এরকম একপেশে হবে সেটা কেউ ভাবেনি। অর্থের অহঙ্কারে এগিয়ে চল সংঘ-র কর্মকর্তারা ভেবেছিলেন লিগ জয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু তাদের বাস্তবের মাটিতে আছাড় দিলো ফরোয়ার্ড ক্লাবের প্রাণবন্ত

শুধু দুই হাতে অর্থ খরচ করলেই ফুটবলে সাফল্য আসে না। দরকার কর্মকর্তাদের সঠিক পরিকল্পনা। এই জিনিসটারই অভাব ছিল এগিয়ে চল সংঘ-র। ফলে মেলারমাঠবাসীদের এক বিরাট লজ্জার মুখে ফেলে দিলো তারা। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই ছয় গোলের লজ্জা কখনই ফিকে হবে না। যতদিন আগরতলার ফুটবল থাকবে এগিয়ে চল সংঘ-কে এই লজ্জা বহন করতে হবে ঠিক মোহনবাগানের মতো। ৯০ দশকের শুরুতে ফুটবল ময়দানে আত্মপ্রকাশ এগিয়ে চল সংঘ-র। গোটা আগরতলার ফুটবলকে বদলে দিয়েছিল তারা। নামি-দামি, দেশি-বিদেশি ফুটবলারদের সমন্বয়ে কেঁপে উঠেছিল শুধু আগরতলা নয়, গোটা রাজ্যের ফুটবলপ্রেমীরা। ফুটবল মাঠের একটি টিকিট কালোবাজারিতে ১০০ টাকায় বিক্রি হতো। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন ক্লাবের ফুটবল অন্তঃ প্রাণ কর্মকর্তারা। শুধু অর্থ ছড়ালেই সাফল্য আসে না। সঠিক পরিকল্পনা এবং ফুটবলার বাছাইয়ে দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে হয়। সেটাই দেখিয়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন ক্লাব কমিটি।

ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বলে

সেদিকে নজরই দেয়নি। শুধু অর্থ উপার্জনের দিকেই তাদের যাবতীয় নজর। আর এই অর্থের নয়-ছয় কি করে করতে হয় কিংবা দই নম্বরি হিসাবের খাতা কিভাবে লকিয়ে রাখা যায় সেদিকেই ব্যস্ত থেকেছেন। আর গোটা ফটবল দল পরিচালনা করেছেন কোচ। যারা একজন সঠিক কোচ বাছাই করতে পারেননি তাদের হাতে ক্লাবের সম্মান ভূলুষ্ঠিত হবে এটাই স্বাভাবিক। সূতরাং এগিয়ে চল সংঘ-র ছয় গোল হজম করা সেই অর্থে অপ্রত্যাশিত নয়।এটা হওয়ার ছিল। মেলারমাঠবাসীদের কিছুটা অন্যরকম আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ফুটবল ময়দানে আত্মপ্রকাশ করেছিল এগিয়ে চল সংঘ। একটা অভূতপূর্ব উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল তখন থেকেই। যা এখনও অব্যাহত। তবে রবিবারের ছয় গোলের রাম ধাক্কার পর এই উন্মাদনা আর কতটা থাকবে সেটাই এখন দেখার। বলা যায়, একদল অপদার্থ কর্মকর্তার হাতে পড়ে এগিয়ে চল সংঘ-র সম্মান শেষ আজ। আর মেলারমাঠের ফুটবলপ্রেমীরা নীরবে কেঁদেই চলেছেন। আরও কত বছর

সংঘের ইতিহাসের সুবর্ণযুগ। আর বর্তমানে যাদের হাতে ক্লাব পরিচালনার দায়িত্ব তাদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে ফুটবল অন্তঃপ্রাণ ব্যক্তি একজনও নেই।ক্লাবের ক্ষমতা দখল করা আর ক্লাবের মর্যাদা ধরে রাখা দইটি এক জিনিস নয়। কোটি কোটি টাকা আয় করছে এই ক্লাব। অথচ ফটবল দলের ক্ষেত্রে একটি সঠিক নীতি থাহণ করতেও ব্যর্থ। ফুটবলার বাছাইয়েও দূরদর্শীতার অভাব। এবার এগিয়ে চল সংঘ-র ব্যর্থতার পেছনে বিশেষজ্ঞরা কোচ সুজিত হালদার-কে দায়ী করেছেন। বেশ ভালো ফুটবলার ছিলেন তিনি। কিন্তু আগরতলার ক্লাবগুলি কোচ হিসাবে তাকে বিশেষ আমল দেয় না। প্রায় দশ বছর পর একটি ক্লাব পেয়েছিলেন। এগিয়ে চল সংঘ-র কর্মকর্তারা এই বিষয়টাও মাথায় রাখেনি। সফল কোচ সুভাষ বোস-কে তাড়িয়ে দিয়ে সুজিত হালদার-কে কোচ করে আনে। তার হাতেই গোটা ফুটবল দল পরিচালনার দায়িত্ব দেয়। এরকম ক্ষমতা পেয়ে সুজিত হালদারও

#### গীতা রানি স্মৃতি ক্রিকেটে জয়ী জেপিএসএম

অবিশ্বাস্য ব্যাটিং করলো তীর্থরাজ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার

থেকে শুরু হলো অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেট। প্রথম দিনেই রীতিমত চমকে দিলো

ক্রিকেট অনুরাগী-র তীর্থরাজ দেবনাথ। অবিশ্বাস্য ব্যাটিং করলো এই

দশমীঘাট ৭ উইকেটে হারিয়েছে প্রগতি পিসি-কে। প্রগতি-র ৪০

রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে দশমীঘাট ৩ উইকেট হারিয়ে জয়

তুলে নেয়। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে চাম্পামুড়া ৯ উইকেটে হারিয়েছে

তরুণ সংঘ-কে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘ ৯৮ রান করে।

জবাবে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে যায় চাম্পামুড়া।

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে

ফুটবল, ক্রিকেট যতই জনপ্রিয় হউক

না কেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক

ক্রীড়াক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে সবচেয়ে

বেশি সাফল্য এবং সম্মান এনে

দিয়েছে জিমন্যাস্টিক্স। মন্টু দেবনাথ,

মধুসুদন সাহা, বলরাম শীল থেকে

ত্রিপুরার জিমন্যাস্টিক্সের যে নতুন

অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল তা আজ

আধুনিক রূপে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে,

বর্তমান সময়ে আগরতলাকেন্দ্রীক

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ এডিনগর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত গীতা রানি দাস স্মৃতি ক্রিকেটে এদিন জয় পেয়েছে জেপিএসএম। অরবিন্দ সংঘ আয়োজিত প্রতিযোগিতায় এদিন দুইটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ম্যাচে ডক্টর দ্য একাদশ এবং দ্বিতীয় ম্যাচে জেপিএসএম জয়ী হয়েছে। প্রথম ম্যাচে প্রিয়ঙ্কর চক্রবর্তী এবং দ্বিতীয় ম্যাচে সুমন ভট্টাচার্য ম্যান অব দ্য ম্যাচ নিৰ্বাচিত হয়েছে। আগামীকাল আলিঙ্গন প্লে সেন্টার বনাম বেস্ট ইলেভেন পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০১৯-এ এগিয়ে চল সংঘ-র কোচ ছিলেন। সেবার তার হাত ধরেই সোনা ফলিয়েছিল এগিয়ে চল সংঘ। লিগ খেতাব জিতেছিল তারা। মাঝে এক বছর করোনার কারণে লিগ হয়নি। এই বছর ফের সিনিয়র লিগে চ্যাম্পিয়ন হলো সুভাষ বোস-র দল। তবে এবার আর এগিয়ে চল সংঘ নয়, ফরোয়ার্ড ক্লাব। নিঃসন্দেহে তার হাতে কোন জাদুকাঠি আছে। তার ছোঁয়ায় অনেক হিসাব পাল্টে যায়। রাখাল শিল্ড এবং সিনিয়র লিগের প্রাথমিক পর্বে এগিয়ে চল সংঘ-র কাছে পরাস্ত হয়েছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব। তবে একবারের জন্যও নেতিবাচক মনোভাব দেখাননি। কিংবা প্রতিপক্ষের কৃতিত্বকে খাটো করে নিজেদের পরাজয়ের জন্য রেফারির উপর দোষও চাপাননি। শুধু একটা কথাই বার বার বলেছেন, আসল খেলা তো সুপারে। সেটাই দেখলো ফুটবলপ্রেমীরা। শুধু দেখলো নয়, অতি আক্রমণাত্মক ফুটবল যে কোন দলকে কতটা ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে সেটাই এদিন বুঝিয়ে দিলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। শুরু থেকে ফরোয়ার্ড ক্লাবের পাশাপাশি এগিয়ে চল সংঘ-কেও অন্যতম ফেভারিট আখ্যা দিয়েছিল

বিশেষজ্ঞরা। স্বভাবতই ম্যাচের পর নিজের সন্তুষ্টি গোপন করেননি ফরোয়ার্ড ক্লাবের কোচ সুভাষ বোস। দলের ফুটবলার এবং কর্মকর্তারা যখন আনন্দে নাচানাচি করছে তখন তিনি উচ্ছ্যাস প্রকাশে যথেষ্ট সংযত। গোটা দলকেই জয়ের কৃতিত্ব দিলেন। দুই বিদেশি ফুটবলারের আলাদা প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে গোটা প্রতিযোগিতা জুড়ে যেসব গোল করেছে চিজোবা এবং ভিদাল তার কোন প্রশংসাই যথেষ্ট নয় বলে জানিয়েছেন। প্রীতম হোসেন, সানা, ইয়ামি-র প্রশংসাও করেছেন। গোটা আসর জুড়ে রক্ষণের ফুটবলাররা দুর্দান্ত নির্ভরতা দেখিয়েছে। অভিজ্ঞ স্টপার রতন কিশোর জমাতিয়া-র পাশাপাশি দুই তরুণ সাইডব্যাক সবত জমাতিয়া এবং সিয়াম পুইয়া যেরকম ধারাবাহিকতা দেখিয়েছে তা খুশি করেছে কোচ সুভাষ বোস-কে। শুধু মাঝমাঠ কিংবা আক্রমণভাগ ভালো হলেই ম্যাচ জেতা যায় না। রক্ষণভাগের গুরুত্ব

কাঁদতে হবে কে জানে?

#### প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস অপরিসীম। তাই রক্ষণভাগকে শক্তিশালী করেই প্রতিটি পেয়েছে। যা পরবর্তী দুইটি ম্যাচে ম্যাচে মাঠে নেমেছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। আর এগিয়ে চল কাজে আসবে। আগামী ২৪ সংঘ-কে ডুবিয়ে দিয়েছে তাদের রক্ষণভাগ। বিশাল ফেব্রুয়ারি থেকে রঞ্জি ট্রফির অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছে। তবে রক্ষণভাগের উপর কোন দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ গুরুত্বই দেয়নি তারা। তার 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায় হিমাচল প্রদেশ। প্রীতি ক্রিকেটে সম্প্রীতির বাতাবরণ



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। জয়ের মধ্যে রয়েছে সাংবাদিক ক্রিকেটারদের টিম জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব। মরশুম পুরোটাই উপভোগ করা যাচ্ছে

প্রাক্তনদের অভিযোগ

জিমন্যাস্টিক্স-র কোন উন্নতিই করেনি

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আমলেই তৈরি করা হয়েছিল সেই করেন। ফলে সব কিছতেই এখন আমাদের গর্ব কিন্তু তা বলে অন্যদের

রানের

বিনোদনমূলক ক্রিকেট খেলার মধ্য দিয়ে। স্থানীয় ভোলাগিরি গ্রাউন্ডে আয়োজিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব ৭৯

পিছিয়ে রাখা কেন? অতীতে কি

একই সময়ে অনেক ভালো

জিমন্যাস্ট ত্রিপুরা উপহার দেয়নি?

হয়নি। তবে এর জন্য অন্য কোচরা

যেমন দায়ী তেমনি অ্যাসোসিয়েশন।

তবে ঘটনা হচ্ছে, দীপা, নন্দী-ই তো

এখন রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনের

দায়িত্বে। অর্থাৎ তারাই

খেলোয়াড, তারাই কোচ আবার

তারাই কেউ সচিব তো কেউ

জিমন্যাস্টরা বলেন, এরা

অ্যাসোসিয়েশনে এসে গত দুই বছরে

রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স-র কি উন্নতি

সহ-সভাপতি।

পরাজিত করেছে। প্রীতি ক্রিকেটে জয়-পরাজয় বিষয়টাকে পাশে রেখে মুখ্য গুরুত্ব দেওয়া হয় ভিন্ন পেশার দুটি দলের মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণ বিশাল ব্যবধানে সৃষ্টিতে। আজ মাঠে এই প্ৰীতি ক্রিকেটে তাই যেন প্রস্ফুটিত হয়েছে। সকাল সাড়ে দশটায় খেলার শুরুতে টস জিতে রবিশংকর বিদ্যামন্দির টিচার্স টিমের অধিনায়ক সঞ্জীব মল্লিক প্রথমে বোলিংয়ের নন্দী, দীপা'রা অ্যাসোসিয়েশনে এসে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন

ক্লাবকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় নির্ধারিত ১৬ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জেআরসি ১৪৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার মেঘধন দেবের ৬১ রানের পাশাপাশি অনির্বাণ দেবের ১৭ রান ও সুব্রত দেবনাথের ১৩ রান উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্যায়ে বিশ্বজিৎ দেবনাথের ১৩ রান ও অভিষেক দেববর্মার ●এরপর দুইয়ের পাতায়

এসএসআরভিএম টিচার্স টিমকে

### ধন্যবাদ জানালো

# ক্লাব সচিব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ সিনিয়র লিগ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। ক্লাবের তরফে সচিব পার্থ সারথী গুপ্ত সংশাস্তি সমস্ত পক্ষাকেই এই সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়েছেন। ফুটবলপ্রেমী থেকে শুরু করে সাধারণ দশ্কি, টিএফএ, টিআরএ-র কর্মকর্তা, আরক্ষা দফতর এবং সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি প্রতিটি ম্যাচ পরিচালনার জন্য যারা ব্যক্ত থেকেছেন

#### আসলে আমরা আত্মকেন্দ্রীক এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে যুক্ত। তারা বলেন, দেখবেন দীপা-র পর আমাদের অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। গত কয়েক বছর আসলে রাজ্যের গোটা জিমন্যাস্টিক্স মহল দীপা ও নন্দী-র পেছনে ছুটে গেছে। ফলে সেভাবে নতুন ছেলে-মেয়ে তৈরি

শুরু করে বনশ্রী দেবনাথ, দীপা কর্মকার-রা দেশে এবং বিদেশে ত্রিপুরাকে তুলে ধরেছে। তবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক্স-এ ত্রিপুরাকে সবচেয়ে বেশি সাফল্য এনে দিয়েছে দীপা। অবশ্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিক্স-এ ত্রিপুরার সাফল্য একদিনের নয়। এনএসআরসিসি-র সেই গোদাম ঘরে দলীপ সিং-র কোচিং-এ

পরিকাঠামোহীন অবস্থাতেও যে সাফল্য পেয়েছে বা ত্রিপুরাকে সাফল্য এনে দিয়েছে বর্তমান সময়ে এতো কোচ, এতো সুযোগ-সুবিধা, এতো আধুনিক পরিকাঠামো সত্ত্রেও কি প্রত্যাশিত সাফল্য আসছে? কয়েকজন প্রাক্তন জিমন্যাস্ট এবং কয়েকজন প্রাক্তন কর্মকর্তা জানান, দলীপ সিং তো একজনই ছিলেন। তিনি শুধু কোচ নয়, একজন প্রকৃত অভিভাবকও ছিলেন। এছাডা দলীপ সিং কোন রাজনীতি বা ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজ করতেন না। তিনি নিজের সস্তানের মতো সবাইকে দেখতেন। তখন অ্যাসোসিয়েশন করতেন যেমন রূপেনবাবু, দিলীপবাবু তারাও কিন্তু খেলোয়াডদের কথা ভাবতেন। এখন তো কোচরা রাজনীতি করেন। যে জিমন্যাস্টিক্স পরিকাঠামো বাম রাজনীতির লোকরা অ্যাসোসিয়েশন

পরিকাঠামোতে আমাদের সাফল্য রাজনীতি। তারা বলেন, আগের কি প্রত্যাশিত ? দলীপ সিং-র আমলে চেয়ে সুযোগ-সুবিধা অনেক ছেলে-মেয়েরা

বেড়েছে। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, আগের সেই পরিবেশ এখন নেই। এখন কোচদের মধ্যে রাজনীতি এবং কে কত বড় কোচ তা নিয়ে লড়াই। যারা অ্যাসোসিয়েশন করে তাদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন আছে।কতদিন এরা ছেলে-মেয়েদের খোঁজ নেন। আগে দলীপ সিং বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতেন। রূপেনবাবুও খোঁজ নিতেন। তিনি অনেক দিন সচিব ছিলেন। এখন যিনি সচিব তিনি তো নিজের কথাই বেশি ভাবেন বা ৩-৪ জন খেলোয়াড নিয়েই তিনি চলেন। এখন কোচরা কতটা সময় দেন ? ওই কোচিং-এ এসে কয়েক ঘণ্টা। এভাবে ভালো জিমন্যাস্ট তৈরি হবে না।দীপা কতদিন ? দীপা-র পর কে? প্রাক্তন জিমন্যাস্টরা বলেন, আসলে গত কয়েক বছর ধরেই দীপা-র কথা বলে অন্যদের বঞ্চনা করা হয়েছে। দীপা নিশ্চয় ভালো জিমন্যাস্ট ও

ফিরে গেলেন। ভারতের রান তখন করেছে? কোথায় আসছে সাফল্য। তাদেরও ধন্যবাদ জানান। স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, বরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

মারলো যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।।

পুলিশের সাব ইন্সপেকটরের

নাবালক ছেলের উপর ছুরি মারলো

এক যুবক।রক্তাক্ত অবস্থায় আরবাস

ত্রিপুরা নামে ১৭ বছরের ছেলেকে

ভর্তি করা হয়েছে জিবিপি

হাসপাতালে। এই ঘটনা ঘিরে

রবিবার রাত পর্যন্ত কোনও মামলা

হয়নি থানায়। অভিযুক্তের নাম

জোসেন দেববর্মা। তার বাড়ি

লেম্বুছড়ায়। লেম্বুছড়া এলাকাতেই

ছুরি মারার ঘটনাটি হয়েছে। আহত

নাবালকের মা জানিয়েছেন, শনিবার

রাতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে

যাওয়ার নাম করে ঘর থেকে বের

হয়েছিল আরবাস ত্রিপুরা।

বৃদ্ধার মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

कमल पुत्र, २० (ফ ब्रग्शोति।।

অগ্নিদগ্ধা হয়ে বৃদ্ধার রহস্যজনক

মৃত্যু ঘিরে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা

দিয়েছে। মৃতার নাম সাবিত্রী পাল।

বয়স আনুমানিক ৭৫ বছর।

কমলপুর কালীবাড়ি রোড এলাকায়

তার বাডি। রবিবার ভোর ৫টা

নাগাদ পরিবারের লোকজন ঘুম

থেকে উঠে দেখতে পান সাবিত্রী

পালের ঘর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

তারা তড়িঘড়ি ঘরে গিয়ে দেখতে

পান বৃদ্ধা অগ্নিদগ্ধা হয়ে মেঝেতে

পড়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে

কমলপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা

হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক

বৃদ্ধাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা

করেন। এখন প্রশ্ন উঠছে, তার মৃত্যু

কিভাবে হয়েছে? অর্থাৎ তিনি

বিভিন্ন প্রশাক খাচছে।

এখন পুলিশই সেইসব প্রশ্নের

উত্তর খুঁজে বের করতে পারে।

কেন পুলিশ একজন চোরকেও ধরতে

পারছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

কৈলাসহর থানার পুলিশের

ভূমিকায় আগে থেকেই প্রশ্নের

মুখে। তার উপর একের পর এক

চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা

একেবারে ভেঙে পড়েছে বলেও

অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় নাগরিকরা এখন কটাক্ষ

করছেন বিজেপি নেতার বাড়ি যেখানে

সুরক্ষিত নয়, সেই জায়গায় সাধারণ

আটক করে ৪ হাজার বোতল

ফেন্সিডিল আটক করা হয়েছে।

এগুলি ১০০টি কার্টুনে নেওয়া

হচ্ছিল। আমতলি থানার পুলিশ

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাইপাসে

অভিযান করে। তাদের হাতে

লেগে যায় সন্দেহভাজন গাড়িটিও।

নাকা পয়েন্টে এএসআই প্রদীপ দাস

আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ফেন্সিডিল বোঝাই গাড়িটি দেখে

তিনি চিৎকার করেন। মুহূর্তেই

গাড়ির কাছে পৌঁছে যান ওসি

সিদ্ধার্থ করের নেতৃত্বে পুলিশ

বাহিনী। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে

প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার উপর নেশা

দ্রব্য আটক করা হয়। এই ঘটনার

খবর পেয়ে ছুটে যান আমতলির

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৯,৯৫০

ভরি ঃ ৫৮,২৭৫

আদলা বিক্ৰয়

এখানে পুরাতন আদলা ইট,

চিপস, দরজা, জানালা, কাঠ,

'শিবশক্তি কেরিং সেন্টার"

8413987741

9051811933

বিঃদঃ এখানে পুরাতন

বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে

নিয়ে যাওয়া হয়।

টিন বিক্রয় হয়।

এসডিপিও আশিস দাসগুপ্তও।

মানুষ কিভাবে পাড় পেয়ে যাবে।

# প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম,



করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে

আসেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার ছেলেকে গুরুতর আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। শেফালি দে ধরের মৃতদেহ এদিন বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। সোমবার ময়নাতদন্তের পর তার

মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। জানা গেছে, শেফালি দে ধরের বাড়ি নলছড় কিল্লাবাড়ি এলাকায়। তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ঘাতক গাড়িটি সেখান থেকে পালিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচেছ। দুর্ঘটনায়

একেবারেই ভেঙে পড়েছেন।

যায়। পুলিশ এই ঘটনায় মামলা নিয়ে মহিলার মৃত্যুতে তার পরিজনরা

খান জিবি হাসপাতাল থেকে

পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর

এটিএম হ্যাক কাণ্ডে ক্রাইম ব্রাঞ্চ দই

হ্যাকারকে গ্রেফতার করে আনলো।

নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ দেখা

দিয়েছে। কারণ খুকু রানি দাস যদি

শনিবার রাতেই আত্মহত্যা করে থাকেন

তাহলে বিষয়টি অবশ্যই পরিবারের

সদস্যদের নজরে আসার কথা ছিল।

তাই পুলিশ যদি সঠিকভাবে ঘটনার

তদন্ত করে তবেই মৃত্যুর আসল

কারণ বেরিয়ে আসতে পারে।

জোসেনের সঙ্গেই বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল আরবাস। তার বাবা জগবন্ধু ত্রিপুরা মানিকপুর থানার এসআই। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ এলাকার একটি লুঙ্গায় যায় জোসেন এবং আরবাস। সেখানেই জোসেন ছুরি মেরেছে আরবাসের উপর। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। তবে আহত নাবালকের মা এখনই মামলা করতে নারাজ।

# ডুকলিতে

### রাস্তায় নামলো সিপিএম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। হামলা, হুমকির মধ্যেই রাস্তায় নামলো সিপিএম। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশের ডাক দিয়েছে সিপিএম। প্রকাশ্য সমাবেশের বার্তা সবাইকে দিতে শহরের ডুকলি মহকুমা কমিটি প্রচার অভিযান করেন। বনকুমারী, আড়ালিয়া, মলয়নগর, ফুলতলি এলাকায় মিছিল হয়। এদিন আড়ালিয়া অঞ্চলের উদ্যোগে বাইক মিছিলও বের করা হয়। সুভাষপল্লী মাঠে মিছিলটি শেষ হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা সমর চক্রবতী, বিশ্বজিৎ সাহা, গৌতম ঘোষ-সহ অন্যরা।

#### প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. যোজনার কৈলাসহর এবং কুমারঘাটের অ্যাকাউন্টের টাকা নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। হাতিয়ে নেয়। মামলার তদন্ত দেওয়া তাদের মধ্যে একজন হাকান জাম্বর

হয় ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে। তদন্তকারী

অফিসার বনোজ দেওয়ান জানান,

হ্যাকারদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

প্রসঙ্গত, আগরতলায় এটিএম হ্যাক

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার টাকা হ্যাক করে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করলো রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। বিহারের সমস্তিপুরের বাঙরা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের। তাদের নাম নবনিত কুমার এবং বিনোদ কুমার। রবিবারই তাদের থেফতারের পর বিমানে আগরতলায় আনা হয়। এনসিসি থানায় রেখে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গত বছর কৈলাসহর এবং কুমারঘাট থানার দুটি মামলায় এই দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে খবর,

ধৃতরা প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা

# শৌচালয়ে মহিলার মৃতদেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড় থানাধীন সরকারটিলা বিশালগড়, ২০ ফেব্রুয়ারি।। এলাকায় এদিন মহিলার মৃতদেহ সাতসকালে শৌচালয়ে মহিলার উদ্ধারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতার স্বামী এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং ছেলের কথা অনযায়ী আগের ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসে। দিন সন্ধ্যা থেকেই খুকু রানি দাসকে মৃতার ভাইয়ের অভিযোগ অনুযায়ী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তারা নাকি এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনও ভেবেছিলেন খুকু রানি দাস নিজের রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ বাপের বাডিতে গেছেন। এদিকে মতদেহ যে অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে মৃতার ভাই এসে জানান, ছেলে এবং তাতে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে মনে স্বামী মিলে মহিলার উপর হলেও এর পেছনে রহস্য লুকিয়ে অনেকদিন ধরে নির্যাতন চালিয়ে আছেবলে তার সন্দেহ।এখন পলিশ যাচ্ছে। বেশ কয়েকবার স্বামী এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ছেলের হাতে নির্যাতনের শিকার ঘটনার তদন্ত করছে। এদিন সকালে হয়ে খুকু রানি দাস বাপের বাড়িতে চলে যান। তবে মহিলার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে সবার মনে। মহিলার স্বামী এবং ছেলের কথা অনুযায়ী তারা শনিবার বিকাল থেকে তাকে দেখতে পাননি। ছেলে নাকি তার মাকে ফোন করেছিল। কিন্তু তিনি ফোন রিসিভ করেননি। আগেও

যখন রাগ করে তিনি বাপের বাড়ি

গিয়েছিলেন তখন ফোন ধরেননি।

সেই কারণেই নাকি ছেলে ভেবেছিল

মা তার মামার বাড়িতে আছে।

জায়গা বিক্রয়

আগরতলা রেলস্টেশনের

আগে বাঁদিক দিয়ে সরকারী

পীচের রাস্তার পাশে ৪

(চার) গন্ডা জায়গা বিক্রি

— ঃ যোগাযোগ ঃ—

Mob - 7005323350

সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশাস্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন

সন্তানের চিন্তা, ঋণ মক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তফানি

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সস্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন

মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্তর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাং

সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে

হবে।

দেরি না করে আজই LIC

এজেন্ট হিসাবে যোগ দিন তাতে দারুণ আকর্ষণীয় কমিশন এবং বিভিন্ন সুবিধা। ন্যুনতম ১৮ বছর এবং মাধ্যমিক পাশ হতে হবে।

> 9436123408 8414931861

মতার স্বামী নাকি প্রথমে স্ত্রীর ঝলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। এর আগে নাকি তারা কেউই শৌচালয়ে আসেননি। সেই কারণেই বিষয়টি

আপনি কি বেকার, ব্যবসায়ী, গ্হবধু, কোনও বেসরকারি ফার্মের কর্মী বা অতিরিক্ত আয় খুঁজছেন ?

যোগাযোগ —

বাতের ব্যাথা, কোমর ব্যাথা.

হাটু ব্যাথা। ব্যবহার করুন।

যেকোনো ব্যাথা থেকে

Relife

যেমন -

Orthoref Capsules MRP: 275/-

#### ञ्चल रेटिया अत्रन छालिख

হান্ডয়া আয়র্বোদক মোডাসন সেন্টার

Paradice Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan

Free (त्रवा 3 घन्টाয় 100% ग्रातान्टिट्ट अद्याधान

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পোশালিস্ট।

घत् वस्र A to Z अञ्चअति अञ्चाधीन যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান

Contact 9667700474

#### বিশেষ দ্ৰপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

## নাতির জন্মদিন সেরে ফেরার পথে দিদার মৃত্যু

২০ ফেব্রুয়ারি।। নাতির জন্মদিন সেরে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক যান দুর্ঘটনায় দিদার মৃত্যু। রবিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত পদ্মনগর এলাকায় স্কুটি এবং গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারান ৫৫ বছরের শেফালি দে ধর। তিনি ফিরছিলেন। শেফালি দে ধরের ছেলে মহেন্দ্র দে সেনাবাহিনীতে কর্মরত। মাত্র এক মাস হয়েছে মহেন্দ্র দে'র বিয়ে হয়েছে। তিনি ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন। রবিবার মাকে নিয়ে বোনের বাড়িতে যান ভাগিনার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। সেখান থেকে ফেরার পথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন মা এবং ছেলে। এই ঘটনায় মহেন্দ্র দে'র পায়ে মারাত্মক আঘাত লাগে।

ছেলের স্কুটিতে চেপে বাড়ি দুর্ঘটনার পর অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে মা-ছেলেকে উদ্ধার

#### নিজেই গায়ে আগুন লাগিয়েছিলেন নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে ? পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে কমলপুর হাসপাতালে ছুটে আসে। তারা অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয়দের মধ্যে বৃদ্ধার মৃত্যু নিয়ে

#### মহকুমার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য স্বপন দেবের বাড়িতে আক্রমণ করা হয়। স্বপনকে বাড়িতে না পেয়ে ঘরের জানালা এবং দরজা ভাঙচুর করা হয়। এরপরই আক্রান্ত হয় সুভাষ কলোনির সিপিএম নেত্রী মাধবী দেবনাথের বাড়ি। দুর্গাবাড়িতে এক সেলুনের দোকানে চলে মারপিট।রবিবার এসব ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গান্ধীগ্রাম এলাকায়। এসব ঘটনায় পুলিশ আক্রমণ এবং ছিনতাইবাজদের কাউকেই গ্রেফতার করেনি। ঘটনার

প্রতিবাদ জানিয়েছে সিপিএম

পশ্চিম জেলা কমিটি। সংগঠনের

পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রবিবার

এরপর দুইয়ের পাতায়

নেতাদের বাড়িতে তাণ্ডব। ন্যুনতম

হয়ে মিছিল দুর্গাবাড়ি চা বাগান যাওয়ার পথে এক দল যুবক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তী সময়ে এক হাজারের উপর মিছিলে থাকা লোকজনের পাল্টা চাপে পড়ে

১৫০ থেকে ২০০ জন বাইক বাহিনী উত্তম সাহার বাড়িতে অভিযান করে। তছনছ করা হয় গোটা ঘর। এরপর সিপিএম'র মোহনপুর সিপিএম'র মিছিল হয়। ডিওয়াইএফআই, টিওয়াইএফ'র যৌথ উদ্যোগে এই মিছিলটি হয়। মিছিল নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে প্রচুর কথা কাটাকাটি হয়। গান্ধীগ্রাম বাজার

পালিয়ে যায় তারা। কিন্তু সন্ধ্যা নেমে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

**কৈলাসহর, ২০ ফেব্রুয়ারি।। শে**য

পর্যন্ত শাসকদলের নেতার

বাড়িতেও লুটপাট চালালো চোরের

দল। কৈলাসহর পুর পরিষদের ৫নং

ওয়ার্ড দক্ষিণ কাচেরঘাট এলাকার

সত্যজিৎ দাসের বাড়িতে শনিবার

রাতে হানা দেয় চোরের দল।

সত্যজিৎ দাস এবং তার পরিবারের

সদস্যরা ওইদিন নিকট আত্মীয়ের

বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে

গিয়েছিলেন। সেই সুযোগটিকে

কাজে লাগিয়ে চোরের দল ঘরে হাত

সাফাই করে যায়। সত্যজিৎ দাসের

ছেলে সন্দীপন দাস বিজেপির

উনকোটি জেলার আইটি সেলের

কনভেনারের দায়িত্বে আছেন।

স্বাভাবিক কারণে বিজেপি নেতার

বাড়িতে চুরির ঘটনায় স্থানীয়রাও

হতবাক। কৈলাসহর পুর এলাকায়

ধারাবাহিকভাবে একের পর এক

চুরির ঘটনা ঘটছে। এর আগে

প্রাক্তন মন্ত্রীর বাডিতেও হানা দেয়

চোরের দল। এছাড়া সরকারি

বিদ্যালয়, হোস্টেল এবং বাড়িঘরে

সিপিএম'র নেতার বাড়িতে

বাইক বাহিনীর লুটপাট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। মিছিলের পরই শুরু বাইক বাহিনীর তাণ্ডব। লুটপাট, ভাঙচুর চালানো হয় তিন সিপিএম নেতার বাড়িতে। রক্ষা পায়নি শিশুদের খেলার জিনিসও। প্রাণে বাঁচতে এক নেতার বাড়ির সবাই জঙ্গল দিয়ে পালিয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসীরা। রবিবার গান্ধীগ্রামে

### নাবালক শ্রমিকের

### রহস্য মৃত্যু

### প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম,

২০ ফেব্রুয়ারি।। ১৮ বছরের নিচে কাউকে দিয়ে কাজ করানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু রাজ্যের বুকে প্রতিনিয়ত শিশু শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। সাব্রুমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজেও যুক্ত আছে শিশু শ্রমিক। ঘটনাটি আরও বেশি স্পষ্ট হয় এক শ্রমিকের মৃত্যুর পর। মৃত শ্রমিকের বয়স মাত্র ১৫ বছর। ছেলেটি নাকি তার বাবা-মাকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তবে সে যে কাজ করছে তা জানতো মা-বাবা। সাব্রুম থানাধীন মাগরুম এডিসি ভিলেজে কাঁটাতারের সাথে কালভার্ট নির্মাণের কাজে যুক্ত ছিল ছেলেটি। ছুয়ো মগ নামে ওই নাবালক শনিবার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। শ্রমিকদের তাঁবুতে ঠিকেদারি সংস্থার কর্মীরা তার শারীরিক সমস্যার কথা জানতে পারেন। শেষ পর্যস্ত এদিন ভোরে ছুয়ো মগকে সাব্রুম মহকমা হাসপাতালে নিয়ে আসলেও তার প্রাণ রক্ষা করা যায়নি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ছেলেটির মৃত্যু কিভাবে হয়েছে? ঠিকেদারি সংস্থার অন্য কর্মীদের কথা অনুযায়ী ছুয়ো মগ রাত দেড়টা নাগাদ হঠাৎ মাথা এবং বুকের ব্যথায় কাতরাতে থাকে। অন্য শ্রমিকরা এসে তার বকে-পিঠে গ্রম সেঁক দেয়। কিছ সময়ের জন্য সে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ভোরে আবার যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে। তখনই নাকি তড়িঘড়ি বিএসএফ'র গাড়ি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের কথা অনুযায়ী ছেলেটিকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল। তাই তাদের কিছুই এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।।

বিধ্বংসী আগুনে পুড়লো একটি বাড়ি। রবিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা

শহরতলির রাজনগরের পশ্চিম

পাড়ায়। ঘরের মালিক মামন মিয়া

জানিয়েছেন, দুপুর ১টা নাগাদ তারা

একটি বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে

গিয়েছিলেন। ঘর খালি ছিল। সন্ধ্যায়

''স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা

হানা দিয়েছিল নিশিকুটুম্বরা। প্রতিটি

ঘটনার পর থানায় মামলা দায়ের

করা হলেও একজন চোরও জালে ধরা

পডেনি। সত্যজিৎ দাসের বাডি থেকে

চোরেরা ল্যাপটপ, গ্যাসের সিলিভার,

জলের মোটর এবং বিভিন্ন সামগ্রী

হাতিয়ে নিয়ে যায়। এদিন সকালে চুরির

ঘটনা জানতে পেরে বিজেপি ঊনকোটি

জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ

সাহা সত্যজিৎ দাসের বাড়িতে ছুটে

আসেন। তারাও একের পর এক চরির

ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

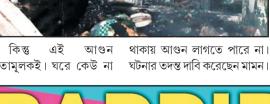


ফেন্সিডিল। রবিবার আমতলি থানার ওসি সিদ্ধার্থ করের নেতৃত্বে বাইপাসে অভিযান করে এই সাফল্য আসে। টিআর-০১ডি-৩৪৭৬ নম্বরে একটি বলেরো ম্যাক্স গাড়ি

#### প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। নেশা দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আবারও সাফল্য পেলো আমতলি থানা। উদ্ধার ১৫ লক্ষ টাকার



খবর পান তার ঘরে আগুন জ্বলছে। খবর পেয়ে তিনি ছুটে আসেন। দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই ঘরে থাকা খাট, ফ্রিজ, ল্যাপটপ-সহ সব সামগ্রী পুড়ে কিন্তু এই গেছে। মামনের দাবি, কে বা কারা আগুন নাশকতামূলকই। ঘরে কেউ না এই আগুন লাগিয়েছে তারা জানেন





Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

© 9436940366